প্রকাশনার ৯৪ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৭৯ বর্ষ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৫ আশ্বিন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ | ২৮ জ্বিলহজ্জ, ১৪৩৭ হিজরি | ৩০ তাবুক, ১৩৯৫ হি. শা. | ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ঈসাব্দ

গত ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ইং তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সৈয়দপুরে নব-নির্মিত মসজিদের সামনে আঞ্চলিক ইশায়াত সম্মেলনে উপস্থিত মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সহ সদস্যবৃন্দ

আহমদনগরে ইশায়াত সম্মেলনে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব এবং মোহতরম ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত সাহেবের সাথে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

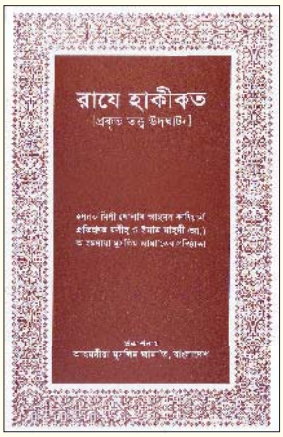

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'রাযে হাকীকত'** পুস্তকটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৮ সালে প্রণয়ন করেন।

এতে তিনি (আ.) পবিত্র কুরআন, হাদীস, ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণ এবং তত্ত্ব-তথ্যের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবনের সঠিক ঘটনাবলী এবং ঘোষণাকৃত মুবাহালা সম্পর্কে কিছু হিতোপদেশ ও এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন।

পুস্তিকাটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত পুস্তিকাটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

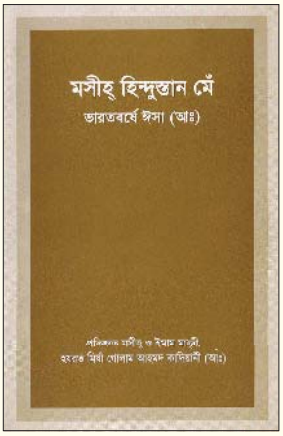

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৯ সালে প্রণয়ন করেন।

এখানে তিনি (আ.) পবিত্র কুরআন, হাদীস, ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণ এবং তত্ত্ব-তথ্যের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর থেকে ভারতবর্ষে আগমন এবং স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। এটি অত্যন্ত তথ্যবহুল একটি পুস্তক।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

"Love For All, Hatred For None."
Hakim Watertechnology
"Best Water, Best Life"

House hold/Official | Commercial/Industrial | Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

প্রথম আঞ্চলিক ইশায়াত সম্মেলন

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা এবং এ যুগের ইমাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে জগদ্বাসীকে সত্য ও সততার প্রতি আকর্ষণ করার জন্য ইসলাম প্রচার কাজকে পাঁচটি শাখায় বিভক্ত করেছেন কেননা ইসলাম বিশ্বমানবের জন্য আল্লাহ্‌র মনোনীত শেষ ধর্ম হওয়ায় কেয়ামত পর্যন্ত সগৌরবে টিকে থাকতেই এসেছে। তাঁর (আ.) লিখিত "ফতেহ্ ইসলাম" পুস্তকে উল্লিখিত সেই শাখাগুলো হলো:

১) প্রণয়ন ও প্রকাশনা কার্যক্রম ২) বিজ্ঞাপন প্রকাশনা কার্যক্রম ৩) সত্যের অন্বেষণ ও অন্যান্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আগমনকারীদের আপ্যায়ন কার্যক্রম ৪) চিঠি-পত্রের মাধ্যমে তবলিগী কার্যক্রম ৫) শীষ্য ও বয়আত গ্রহণকারীদের ধারাকে অব্যহত রাখার কার্যক্রম।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলাম প্রচারের জন্য এ যুগে সবচেয়ে বেশী প্রকাশনার প্রতি জোর দিয়েছেন। আর তিনি এটি পবিত্র কুরআনের ভিত্তিতেই করেছেন। কেননা কুরআন মজীদে শেষ যুগের যেসব বৈশিষ্টপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো-

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١١﴾

(ওয়া ইযাস্ সুহুফু নুশিরাত)। অর্থাৎ, "এবং পুস্তক-পুস্তিকা যখন ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা হবে (এবং) ছড়িয়ে দেয়া হবে" (সূরা আত্ তাকভীর-১১) ।

এ আয়াতে বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্র, সাময়িকী ও পুস্তক-পুস্তিকার প্রকাশনা ও প্রচারের বিরাট আয়োজন, লাইব্রেরী-পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার সাধনের ব্যবস্থা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। এ আয়াতের অর্থের মধ্যে আরো একটি দিক রয়েছে তা হলো- হারানো পুস্তকাদি পুনর্জীবিত করা হবে। বর্তমান যুগে আমাদের কাছে এর অগণিত প্রমাণও রয়েছে। গবেষকরা এখন সেসব হারানো জ্ঞান আহরন করছেন এবং নতুনরূপে তা সংরক্ষনও করছেন।

যাহোক আজকের যুগে প্রযুক্তির এত সহজলভ্যতা কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ীই হয়েছে। ইন্টারনেটে একটি ক্লিক করার সাথে সাথে সমস্ত তথ্য আমাদের সামনে হাজির। জ্ঞান অর্জন করা এখন অত্যন্ত সহজ হয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আখেরী যুগে কলমের জিহাদের মাধ্যমে তরবারীর জিহাদকে রহিত করেছেন। আমাদের জামাতের মধ্যে এজন্য পাক্ষিক 'আহমদী' নামে রয়েছে একটি মুখপত্র। ১৯২২ সাল থেকে এই 'আহমদী' পত্রিকা সরকারী রেজিষ্ট্রেশন নিয়ে অগ্রযাত্রা শুরু করে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রাচীণতম পত্রিকাগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। আমাদের সকলের উচিত এই প্রকাশনাকে আরো বেগবান করা।

হুযুর (আই.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব আমাদের ইশায়াত দপ্তরকে একটি সম্মেলন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সে আদেশ পালনার্থে আমরা গত ২১-২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখ আহমদনগর এবং সৈয়দপুর অঞ্চলে মোট ১৪টি জামাতকে নিয়ে প্রথম আঞ্চলিক ইশায়াত সম্মেলনের আয়োজন করি।

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে এই সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন হয়। জামাতের সদস্যদের সক্রিয় উপস্থিতিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ইশায়াত দপ্তরকে আরো বেগবান করুন এবং জামাতের প্রত্যেক সদস্যকে ধর্মীয় জ্ঞানচর্চা এবং তদনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

প্রকাশক ও সম্পাদক
মাহবুব হোসেন

সূচিপত্রে

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১৫ জুলাই, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ৬

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ১৪
(২৬তম কিস্তি)
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
২৯ জুলাই, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ১৬

দোয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ২৩
মোহাম্মদ উসমান গনি

হিমালয় কন্যাতে মনোমুগ্ধকর কিছু স্মৃতি ২৭
মোহাম্মদ কামরুল হাসান (আকবর)

সম্প্রীতি সমৃদ্ধ করুন ৩০
কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

বিশ্বশান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান ৩৩
হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)

কুরআনের আলোয় ঊষা ৩৫
মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব

প্রথম আঞ্চলিক ইশায়াত সম্মেলন ৩৮

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের এক নিষ্ঠাবান বীরের স্মরণে ৪০
গিয়াস উদ্দিন আহমদ

সংবাদ ৪১

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক ৪৭

মানব জাতির সুরক্ষায় এক সতর্কবাণী ৪৮

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ
الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
يَعْرِشُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক মৌমাছির প্রতি (এই বলে) ওহী[১৫৫৬] করলেন, 'তুমি পাহাড়-পর্বতে ও গাছপালায় এবং সেই (সব) মাচাতেও ঘর তৈরী কর, (যেগুলো মানুষ লতাগুল্মের জন্য) বানিয়ে থাকে,

ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ
رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا
شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। এরপর সব (ধরনের) ফলমুল থেকে খাও এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নির্দেশিত পথ ধরে সবিনয়ে এগিয়ে চল'। এদের পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়ে থাকে। এতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য[১৫৫৭]। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য রয়েছে এক নিদর্শন।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰكُمْ ۙ وَمِنْكُمْ
مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَىْ لَا يَعْلَمَ
بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٧١﴾ ع ١٥

৭১। আর আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেন। এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেন। আর তোমাদের মাঝে (কোন কোন) ব্যক্তিকে হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলার বয়সে উপনীত করা হয়, (যার ফলে) সে যেন জ্ঞান অর্জনের পর জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) সর্বশক্তিমান।

১৫৫৬। এখানে 'ওহী' শব্দটি দ্বারা সকল প্রাণীকে আল্লাহ্ তা'লা যে স্বাভাবিক গুণ বা সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা বিভূষিত করেছেন তাকে বুঝাচ্ছে। এই আয়াত খুব সুন্দর ইঙ্গিত বহন করেছে যে এই বিশ্বচরাচর সহজ এবং সফল কার্যপদ্ধতির জন্য গোপন বা প্রকাশ্য ওহীর ওপর নির্ভরশীল। অন্য কথায় সকল বস্তু ও প্রাণীকে বাঁচার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ জন্মগত কার্যক্ষমতা ও যোগ্যতা এবং সহজাত গুণ ও প্রবৃত্তির কার্যকারিতার ওপর নির্ভর করতে হয়। মৌমাছিকে এখানে প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ এর অত্যাশ্চর্য সংগঠন ক্ষমতা, কর্মশৈলী একজন উদাসীন পর্যবেক্ষকের মনেও প্রভাব বিস্তার করে এবং খালি চোখেও তা দেখা যায়।

১৫৫৭। মৌমাছির বিষয়টি বর্তমান আয়াতে আরো বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। মৌমাছিকে আল্লাহ্ তা'লা অনুপ্রাণিত করেন। বিভিন্ন ফলমূল থেকে এরা খাদ্য গ্রহণ করার জন্য এবং তারপর তারা দৈহিক গঠনশৈলী এবং আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক শিক্ষা প্রণালী যা তার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে সেই সবের সমন্বয়ে সে তার সংগৃহীত মধুতে পরিবর্তিত করে। মধু বিভিন্ন রং ও গন্ধের হয়ে থাকে। কিন্তু সকল প্রকার মধুই মানবের জন্য অত্যধিক উপকারী। এই ঘটনা ইঙ্গিত করছে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্ তা'লার ওহী নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়ে আসছে এবং এক নবীর শিক্ষা অন্য নবীর শিক্ষা থেকে কিছু খুঁটি নাটি বিষয়ে যদিও ভিন্নতর, তথাপি সকল শিক্ষাই হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জাতির লোকের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত।

হাদীস শরীফ

হাদীস শোনাও এবং শুন

হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত খোদা তা'লার একত্ববাদ প্রচারে ব্যয় হয়েছে, প্রতিটি কথায় খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পাথেয়।

হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাকে (আধ্যাত্মিক) সজীবতা দান করুন, যে আমার নিকট থেকে হাদীস শোনে এবং তা মনে রাখে এমনকি অন্য আরেক ব্যক্তির নিকটও পৌঁছায়। অনেক সময় এমন হয়ে থাকে যে, সে হাদীসটি তার থেকে অধিক বুদ্ধিমান জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট পৌঁছিয়ে দেয় এবং অনেক সময় এমনও হয়ে থাক যে, সে হাদীস শুনে মনে রাখা ব্যক্তিটি সেই হাদীসটিকে বুঝাতেও পারে না।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসটিতে হযরত রসূলে করীম (সা.) তাঁর মুখনিঃসৃত বাণীর গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের অবগত করেছেন। পবিত্র কুরআন হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর মুখনিঃসৃত কালামের ব্যাপারে বলে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) যা কিছু বলেন ওহী প্রাপ্ত হয়েই বলে থাকেন। কুরআনের এই বাণী দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর কথার মূল্য কত বড়। তাই তো রসূলে করীম (সা.) সেই ব্যক্তির জন্য দোয়া করেছেন, যে হাদীস শুনে মনে রাখে ও অন্য ব্যক্তির নিকটও তা পৌঁছায়। বস্তুতপক্ষে হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত খোদা তা'লার একত্ববাদ প্রচারে ব্যয় হয়েছে, প্রতিটি কথাই খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পাথেয়। তাঁর বাণী জীবনের মধ্যে এনে দিতে পারে এক আমূল পরিবর্তন, জীবনের গতিধারাকে ঘুরিয়ে দিতে পারে অন্য ঐশী জগতের বিচরণভূমির দিকে। তাই আমাদের কর্তব্য, রসূল আরাবী (সা.)-এর হাদীস যেন আমরা নিজেরা পড়ি এবং পরিবারবর্গকে পড়াই এবং অন্যকেও এদিকে উদ্বুদ্ধ করি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এ তৌফিক দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

নেযামে খেলাফতের চিরস্থায়ী প্রয়োজনীয়তা ও এর গুরুত্ব

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

"স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে খলীফা বলে এবং রসূলের স্থলাভিষিক্ত প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিই হতে পারেন যার মধ্যে যিল্লিভাবে অর্থাৎ প্রতিবিম্বাকারে রসূলের কামালিয়ত সমূহ বিদ্যমান থাকে। এজন্য রসূলে করীম (সা.) অত্যাচারী বাদশাহের ক্ষেত্রে খলীফা শব্দের প্রয়োগ করা পছন্দ করেন নি। কেননা খলীফা প্রকৃতপক্ষে রসূলের যিল্ল বা প্রতিবিম্ব হয়ে থাকেন।

বস্তুতঃ খলীফা রসূলের যিল্ল বা প্রতিবিম্ব ঃ

যেহেতু কোন মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন দেয়া হয় না, সেজন্য খোদা তা'লা ইচ্ছা করেছেন যে, নবীগণের সত্তাকে –যা পৃথিবীর সকল সত্তা অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাশীল এবং সর্বোত্তম– কেয়ামত পর্যন্ত সর্বদা প্রতিবিম্ব স্বরূপ কায়েম রাখবেন। এ উদ্দেশ্যে খোদা তা'লা খেলাফতের ব্যবস্থা করেছেন যেন দুনিয়া কখনো এবং কোন যুগে রেসালতের বরকত হতে বঞ্চিত না হয়।

সুতরাং যে ব্যক্তি খেলাফতকে শুধু মাত্র ত্রিশ বছর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ বলে মনে করে সে নিজ অজ্ঞতা বশতঃ খেলাফতের মুখ্য উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে এবং সে জানে না, খোদা তা'লার এ ইচ্ছা কখনই ছিল না যে, রসূলে করীম (সা.)-এর ওফাতের পর ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত খলীফাগণের ভূষণে রেসালতের বরকত সমূহ কায়েম রাখা জরুরী ছিল এবং তারপর দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যায় তো যাক, কোন পরওয়া নেই।

(শাহাদাতুল কুরআন, পৃঃ ৫৮)

মালী কুরবানীর গুরুত্ব

"যে ব্যক্তি এসকল জরুরী মহা-কার্যাবলীতে অর্থ দান করবে আমি আশা করি না যে তার এরূপ অর্থদানে তার সম্পদে কোন অভাব ঘটতে পারে, বরং তার মালে বরকত দান করা হবে। সুতরাং খোদা তা'লার উপর তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করে পূর্ণ এখলাস, জোশ ও মহব্বতের সাথে আপনাদের মালী কুরবানীতে তৎপর হওয়া উচিত। এখন খেদমত করার সময়। তারপর এরূপ সময় আসছে যখন একটি স্বর্ণের পাহাড়ও এ পথে খরচ করলে তা বর্তমান সময়ের একটি পয়সারও সমান হবে না।

এখন এরূপ এক সময়, যখন তোমাদের মধ্যে খোদা তা'লার সে প্রেরিত মহাপুরুষ বিদ্যমান, যে মহাপুরুষের আগমনের জন্য শত শত বছর ধরে উম্মতগণ অপেক্ষমান ছিল; যখন প্রতিদিন খোদা তা'লার পক্ষ হতে অসংখ্য ঐশী-সংবাদ ও নিদর্শন, বহু ওহী-ইলহাম অবতীর্ণ হয়ে চলেছে এবং খোদা তা'লার ক্রমাগত নিদর্শনাবলীর সাহায্যে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র সে ব্যক্তিই এ জামাতের অন্তর্ভূক্ত বলে পরিগণিত হবে, যে তার প্রিয় মাল এ পথে খরচ করে।"

(ইশতেহার তবলীগে রেসালত)

জুমুআর খুতবা

জামা'তের কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব এবং করণীয়

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৫ই জুলাই, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, কিছুকাল পূর্বে এক খুতবায় আমি উল্লেখ করেছি যে, এ বছরটি জামাতে কর্মকর্তা নির্বাচনের বছর। এ পর্যন্ত বেশিরভাগ জায়গায়ই নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে, দেশীয় পর্যায়েও আর স্থানীয় জামাতগুলোতেও। আর নতুন কর্মকর্তারা নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন। কর্মকর্তাদের মাঝে কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায়নতুন আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং ওহদাদার বা কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু অনেক স্থানে যারা পূর্বে কাজ করে আসছিল তাদেরকেই পুনরায় নির্বাচন করা হয়েছে। নবাগতদের যেখানে এ জন্য খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, খোদা তা'লা তাদেরকে জামাতের সেবার জন্য নির্বাচন করেছেন সেখানে বিনয়ের সাথে খোদার দরবারে সিজদাবনত হয়ে খোদার সাহায্যও যাচনা করা উচিত যেন তারা এই আমানতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে যা তাদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে যেসব কর্মকর্তাগণ পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন তাদেরও যেখানে খোদার দরবারে এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, আল্লাহ্‌তা'লা তাদের পুনরায় খিদমতের সুযোগ দিচ্ছেন সেখানে খোদার দরবারে এই বিনয়াবনত দোয়াও করা উচিত যে, খোদা তা'লা তাদেরকে নিজেদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করে আমানতের এই দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন আর অতীত খিদমত বা পূর্বের বছর কাজ করতে গিয়ে যে আলস্য এবং ঔদাসীন্য প্রকাশ পেয়েছে যার কারণে তাদের ওপর ন্যাস্ত

আমানতের প্রতি তারা সত্যিকার অর্থে সুবিচার করতে পারে নি বা দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় নি, আল্লাহ্ তা'লা সেই ত্রুটি বিচ্যুতিকেও মার্জনা করুনআর নিজ অনুগ্রহ বশত আগামী তিন বছরের জন্য খিদমত বা সেবার যে সুযোগ দিয়েছেন এবং যেসব আমানত তাদের ওপর ন্যাস্ত করেছেন এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতেও যেন কোন আলস্য ও ঔদাসীন্য প্রদর্শিত না হয় এবং আমানতের প্রতি সুবিচার করার তৌফিক যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের দান করেন বা আমানতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের যেন তৌফিক দান করেন।

স্মরণ রাখা উচিত যে, জামাতী খিদমত বা জামাতের সেবা করার যে সুযোগ এটিকে ভাসা দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয় এবং তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়। আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি সে ওহদাদার বা কর্মকর্তা হোক অথবা সাধারণ এক আহমদী হোক, তার এ অঙ্গীকার রয়েছে যে, সে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিবে। কোন ব্যক্তি ওহদাদার বা কর্মকর্তা হিসেবে যখন কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে বা কোন দায়িত্ব যখন তার ওপর ন্যস্ত হয় সেক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে তার ওপর এই দায়িত্ব বেশি বর্তায় যে, সে এই অঙ্গীকার রক্ষা করবে। আর স্মরণ রাখতে হবে যে, সে এই অঙ্গীকার আল্লাহ্ তা'লার সাথে করেছে। আর অঙ্গীকার রক্ষার কথা আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বেশ কয়েক স্থানে উল্লেখ করেছেন, অঙ্গীকারের প্রতি সুবিচার করার ওপর বেশ কয়েক জায়গায় গুরুত্বারোপ করেছেন। সুতরাং সদা স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ্তা'লা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তোমাদের ওপর ন্যাস্ত দায়িত্ব যা তোমরা শিরোধার্য কর তাও তোমাদের অঙ্গীকার। সুতরাং নিজেদের আমানত এবং অঙ্গীকার রক্ষা কর, এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। এক জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা যারা নিজেদের কথায় সত্য এবং তাকওয়ার ওপর বিচরণকারী তাদের লক্ষণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ

(সূরা আল্-বাকারা:১৭৮) অর্থাৎ যখন কোন অঙ্গীকার করে তখন তারা তা পূর্ণ করে বা রক্ষা করে। অতএব যারা জামাতী দায়িত্ব প্রাপ্ত হয় তাদের এটি একটি মৌলিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। তারা সবসময় সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে এবং তাকওয়ার মানকে উন্নত করার প্রচেষ্টায় রত থেকে দায়িত্ব পালন করে। তাদের সত্যের মানে যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, তাদের তাকওয়ার মান যদি জামাতের এক সাধারণ সদস্যের জন্য আদর্শ স্থানীয় না হয় তাহলে সে নিজের অঙ্গীকার, নিজের পদ এবং আমানতের দায়িত্ব পালনের প্রতি সচেতন নয় বা মনোযোগী নয়। সুতরাং আমীর বা সদর বা প্রেসিডেন্টরা সর্বপ্রথম নিজেদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন, আমেলার সামনেও আর জামাতের সভ্য এবং সদস্যদের সামনেও।

যারা সেক্রেটারী তরবীয়ত তাদের ওপর তরবীয়তের দায়িত্ব ন্যাস্ত রয়েছে। তরবীয়তের দায়িত্ব তখনই সঠিকভাবে পালিত হতে পারে যদি উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়। যে কর্মী, যে দায়িত্বপ্রাপ্ত, যে অন্যদের নসীহত করবে তার নিজেরও প্রথমে তা মেনে চলতে হবে। জামাতের সদস্যদের সামনে সেক্রেটারী তরবীয়তের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। জামাতের তরবীয়তের দায়িত্ব, সুশিক্ষার দায়িত্ব তার ওপরই ন্যস্ত হয়। আমি বেশ কয়েকবার বেশ কয়েক ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি যে, তরবীয়ত বিভাগ যদি কর্মঠ ও সক্রিয় হয়ে যায় তাহলে অন্যান্য অনেক বিভাগের কাজ নিজ থেকেই সমাধা হতে পারে। জামাতের সদস্যদের তরবীয়তের বা সুশিক্ষার মান যত উন্নত হবে ততই অন্যান্য বিভাগের কাজ সহজসাধ্য হয়ে উঠবে। যেমন সেক্রেটারী মালের কাজ সহজ হয়ে উঠবে, সেক্রেটারী উমুরে আমার কাজ সহজ হয়ে উঠবে, সেক্রেটারী তবলীগের কাজ সহজ হয়ে যাবে। একইভাবে অন্যান্য বিভাগের কাজও, যেমন কাযা বা বিচার বিভাগের কাজও সহজ হয়ে যাবে। আমি প্রায় সময় বিভিন্ন স্থানে আমেলার মিটিংয়ে বলে থাকি যে, তরবীয়তের কাজ প্রথমে নিজের ঘর থেকে আরম্ভ করুন। আর ঘর বলতে শুধু সেক্রেটারী তরবীয়তের ঘর নয় বরং মজলিসে আমেলার প্রত্যেক সদস্যের ঘরের কথা বলছি। মজলিসে আমেলার নিজেদের তরবীয়তের প্রতি সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি দেয়া উচিত।

জামাতের আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী তরবীয়ত যে অনুষ্ঠানই প্রণয়ন করেন, তাদের সর্বপ্রথম দেখতে হবে যে, আমেলার সদস্যরা সেসব কর্মকান্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত কিনা। আল্লাহ্ তা'লার যেসব মৌলিক নির্দেশাবলী রয়েছে আর মানব সৃষ্টির যে মৌলিক এবং প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে আমেলার সভ্য এবং সদস্যরা সেই দায়িত্ব পালন করছে কিনা। যদি তারা তা না করে থাকে তাহলে তাদের মাঝে তাকওয়া নেই। আল্লাহ্র অধিকার সমূহের মাঝে সবচেয়ে বড় অধিকার হলো ইবাদত। এর জন্য পুরুষদের ক্ষেত্রে নির্দেশ হলো নামায কায়েম করা। নামায বাজামাত পড়ার মাধ্যমেই নামায কায়েম হতে পারে। সুতরাং আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের উচিত নামাযের হিফাযত করে নামায কায়েম বা নামায প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এর ফলে যেখানে আমাদের মসজিদ আবাদ হবে, নামায সেন্টার আবাদ হবে বা নামাযীতে ভরে যাবে সেখানে তারা খোদার কৃপারাজিও অর্জন করবে। আর এভাবে নিজেদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের কল্যাণে জামাতের সভ্য এবং সদস্যদেরও তারা তরবীয়ত করতে পারবে। তারা খোদার ফযল এবং কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হবে, তাদের কাজে সহজসাধ্যতা সৃষ্টি হবে। তারা শুধু কথার খৈ ফুটাবে না। সুতরাং কর্মীদের সর্বপ্রথম আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে, তাদের কথা এবং কর্মের মাঝে কতটা মিল এবং সামঞ্জস্য রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝

(সূরা আস্-সাফ্:৩) অর্থাৎ হে মু'মিনগণ!

তোমরা সেসব কথা কেন বল যা তোমরা নিজেরা কর না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এই আয়াতই স্পষ্ট করছে যে, পৃথিবীতে কিছু বলে সেই কাজ না করার মানুষ ছিল, আছে এবং থাকবে। আমার কথা ভালোভাবে শ্রবণ কর এবং হৃদয়ে গেঁথে নাও যে, মানুষের কথা ও আলোচনা যদি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে না হয় এবং তাতে যদি ব্যবহারিক শক্তি না থাকে তাহলে তা প্রভাব বিস্তারের সামর্থ্য রাখে না। সদা স্মরণ রেখ, শুধু বড় বড় শব্দ চয়ন আর বুলি আওড়ানো কোন কাজে আসতে পারে না যতক্ষণ কর্ম বা আমল না থাকবে। আর শুধু কথা খোদার দৃষ্টিতে কোন গুরুত্ব রাখে না।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খোদার এই নির্দেশ অনুসারে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, আমাদের কথা এবং কাজে স্ববিরোধ থাকা উচিত নয়। আর এই কথাকে সামনে রেখে সবচেয়ে বেশি আত্মবিশ্লেষণকারী হওয়া উচিত আমাদের কর্মকর্তাদের। যেখানে দূরত্ব বেশি বা যেখানে গুটি কতক ঘর আহমদী রয়েছে, যেখানে মসজিদ বা নামায সেন্টার নেই সেখানে ঘরেই বাজামাত নামায হতে পারে আর কার্যত এটি অসম্ভব নয়। অনেক আহমদী আছে যারা এটি মেনে চলে।তাদের ওপর রীতিমত কোন দায়িত্ব ন্যাস্ত নেই, তারা আমেলার সদস্যও নন কিন্তু তারা নিজেদের ঘরে চতুর্পাশের আহমদীদের সমবেত করে বাজামাত নামাযের ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। যদি সচেতনতা থাকে তাহলে সবকিছু সম্ভব।

আর আমাদের প্রত্যেক কর্মকর্তার ভিতর বাজামাত নামাযের এক সচেতনতা থাকা উচিত নতুবা তারা আমানতের দায়িত্ব পালনকারী হবে না, আমানতের প্রতি সুবিচারকারী গন্য হবে না যার প্রতি কুরআনে করীম বারবার নসীহত করেছে। তাই কর্মকর্তাদের সবসময় এই কথা সামনে রাখতে হবে যে, খোদা তা'লা প্রকৃত মু'মিনের চিহ্ন বা লক্ষণ এটি উল্লেখ করেছেন যে, তারা তাদের আমানত এবং অঙ্গীকার পালনে যত্নবান। এই বিষয়ে তারা সচেতন এবং সজাগ দৃষ্টি রাখে। তারা দেখে যে, আমাদের ওপর যেই দায়িত্ব ন্যাস্ত হয়েছে, আমরা যে খিদমতের বা কাজের অঙ্গীকার করেছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পাচ্ছে না তো। এটি সামান্য কোন বিষয় নয়। খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনে এই কথাও বলেছেন যে,

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

(সূরা বনি-ইসরাঈল:৩৫) প্রতিটি আহাদ বা অঙ্গীকার সম্বন্ধে একদিন জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হবে। অতএব ইবাদত একটি মৌলিক বিষয় আর মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই এটি। এই দায়িত্ব তো আমাদের পালন করতেই হবে। এক্ষেত্রে কোনভাবে কোন কর্মকর্তার পক্ষ থেকে আলস্য প্রদর্শিত হওয়া উচিত নয় বরং কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকেও তা প্রদর্শিত হওয়া উচিত নয়। এছাড়াও আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে যার প্রতি ওহদাদারদের বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত। আর এসব কথা মানুষের অধিকার আর জামাতের সদস্যদের সাথে কর্মকর্তাদের আচার-আচরণ বা আচার-ব্যবহারের সাথে সম্পর্ক রাখে। আর এই কথাগুলো ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের অঙ্গীকারের সাথেও সম্পর্ক রাখে। কোন ওহদাদার, সে কর্মকর্তা হবে এই ধারণা মাথায় বদ্ধমূল করার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত হয় না বরং ইসলামে ওহদাদার বা কর্মকর্তা সংক্রান্ত যে ধারণা রয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। মহানবী (সা.) এটি এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, জাতির নেতা জাতির সেবক হয়ে থাকে। সুতরাং এক ওহদাদার বা কর্মকর্তা বা পদাধিকারীর মানুষের বিষয়ে নিজের আমানতের প্রতি সুবিচার করা আসলে জাতির সেবক হিসেবে কাজ করার ওপরই নির্ভর করে। আর এটি তখনই সম্ভব যদি মানুষের ভিতর কুরবানী এবং ত্যাগের বৈশিষ্ট্য থাকে। তার মাঝে যদি বিনয় ও নম্রতা থাকে। তার ধৈর্য্যের মান যদি অন্যদের চেয়ে উন্নত হয়।

অনেক সময় ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের কথাও শুনতে হয়। যদি শুনতে হয় তাহলে শুনা উচিত। কর্মকর্তা নিজেই যাচাই করতে পারে যে, তার সহ্যের শক্তি কতটুকু রয়েছে। তার বিনয় কোন মানের বা নম্রতা কোন পর্যায়ে রয়েছে। অনেক সময় এমন ওহদাদার বা কর্মকর্তার বিষয়াদিও সামনে আসে যাদের মাঝে বিন্দুমাত্র সহ্যশক্তি নেইবা থাকে না। যদি অন্য কেউ অসৌজন্যমূলক আচরণ করে তাহলে সেই ওহদাদার বা কর্মকর্তাও একই ব্যবহার আরম্ভ করে দেয়। সাধারণ কোন সদস্য যদি অভদ্র বা অশিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে এতে সেই ব্যক্তির কোন ক্ষতি হয় না বা তার কিছু যায় আসে না। সর্বোচ্চ এটিই বলা হবে যে, এই ব্যক্তির চরিত্র অত্যন্ত নিম্ন মানের। কিন্তু কর্মকর্তাদের মুখ থেকে যখন মানুষের সামনে নোংরা শব্দ বের হয় তখন ওহদাদার বা কর্মকর্তার নিজের সম্মান এবং মর্যাদারও হানি হয় আর একই সাথে জামাতের সদস্যদের ওপরও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। জামাতের যে মান হওয়া উচিত বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে যে মানে দেখতে চান সেই ক্ষেত্রে যদি একটি দৃষ্টান্তও এমন সামনে আসে তাহলে তা জামাতের দুর্নাম হওয়ার কারণ হতে পারে আর হয়ও। আর এমন দৃষ্টান্ত অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এমনকি মসজিদেও ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়ে যায়। আর শিশুদের এবং যুবক শ্রেণীর ওপর এর খুবই ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে কি চান আর ত্যাগের উন্নত মান প্রতিষ্ঠাকারীদের কথা আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে উল্লেখ করেছেন তা দেখুন।

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ

এক জায়গায় তিনি বলেন, (সূরা আল্-হাশর:১০) অর্থাৎ মু'মিন তারা যারা নিজেদের ধর্মীয় ভাইদের নিজ প্রাণের ওপর প্রাধান্য দেয়। আনসাররা মুহাজিরদের জন্য এই দৃষ্টান্তই স্থাপন করেছেন। আর এটিই আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। নিজ প্রাণের ওপর প্রাধান্য দেয়া তো বহুদূরের কথা বা অনেক বড় কথা, অনেক সময় অন্যের যে প্রাপ্য আছে তাও পুরোপুরি প্রদান করা হয় না। মানুষের কিছু ঝগড়া-বিবাদ

তাদের কাছে অর্থাৎ কর্মকর্তাদের কাছে আসে বা কেন্দ্র হতে রিপোর্ট প্রেরণের জন্য কিছু বিষয় পাঠানো হলে অনেক অসাবধানতার সাথে রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়। সঠিকভাবে তদন্ত না করেই রিপোর্ট পাঠিয়ে দেয়া হয়। বা বিষয়কে এতটা দীর্ঘ সূত্রিতার মুখে ঠেলে দেয়া হয় যে, কোন অভাবীর অভাব মোচন সংক্রান্ত যদি কোন আবেদন পত্র আসে তাহলে সময়মত রিপোর্ট না আসার কারণে সেই অভাবীর ক্ষতি হয়ে যায় বা তাকে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। কোন কোন কর্মকর্তা ব্যস্ততার অজুহাতও দেখিয়ে থাকে। আর কারো কারো কাছে কোন অজুহাত থাকে না, শুধু অমনোযোগই এর মূল কারণ। যদি তাদের নিজস্ব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় হয় বা কোন নিকটাত্মীয়ের বিষয় হয় তখন তাদের প্রিফারেন্সেস বা পছন্দের মানদন্ড বদলে যায়। সুতরাং প্রকৃত কুরবানী এবং ত্যাগের প্রেরণা, আমানতের প্রতি সত্যিকার অর্থে সুবিচার করা বা শ্রদ্ধাশীল হওয়ার অর্থ হলো এক গভীর সচেতনতার সাথে অন্যের কাজে আসা। ত্যাগের এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে আর অন্যের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে যদি কাজ করা হয় তাহলে জামাতের সাধারণ সদস্যদের কুরবানী ও ত্যাগের মানও উন্নত হবে। পরস্পরের অধিকার খর্ব করার পরিবর্তে অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। আমরা অমুসলিমদের সামনে বলে থাকি যে, পৃথিবীতে শান্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যদি সকল পর্যায়ে অধিকার কুক্ষিগত করার পরিবর্তে অধিকার দেয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। কিন্তু আমরা নিজেরাই যদি এই মানে উপনীত না থাকি তাহলে আমরা এমন একটি কাজ করব যা খোদার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় হবে।

আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা বিশেষভাবে কর্মকর্তাদের মাঝে থাকা উচিত তা হলো বিনয়। আল্লাহ্ তা'লা রহমান খোদার বান্দাদের যেই পরিচয় কুরআনে তুলে ধরেছেন তা হলো

يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

(সূরা আল্-ফুরকান:৬৪) তারা ভূপৃষ্ঠে বড় বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে। এরও উন্নত দৃষ্টান্ত আমাদের ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের মাঝে পরিদৃষ্ট হওয়া উচিত। যে যত বড় পদে নিযুক্ত হবে তার ততই সেবার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে মানুষের সাথে সাক্ষাতে বিনয় প্রদর্শন করা উচিত আর এটিই প্রকৃত বড় হওয়া। মানুষ অবলোকন করে আর অনুভবও করে যে, কর্মকর্তার আচরণ কেমন। অনেক সময় মানুষ আমাকে লিখেও পাঠায় যে, অমুক কর্মকর্তার আচরণ সাধারণত এমন কিন্তু আজকে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি যে, সেই ওহদাদার বা কর্মকর্তা আমাকে শুধু সালামই করেনি বরং আমি কেমন আছি তাও জিজ্ঞেস করেছে এবং খুব সুন্দর ব্যবহার করেছে। তার আচার-আচরণ দেখে আমার ভালো লেগেছে। আর এতে সেই কর্মকর্তা যে বড় সেটিই প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং জামাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীই এমন যারা কর্মকর্তাদের স্নেহপূর্ণ এবং কোমল ও নমনীয় আচরণেই সন্তুষ্ট হয়ে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যায়। যদি কোন কর্মকর্তার হৃদয়ে নিজের পদের অহংকারে কোন প্রকার আত্মম্ভরিতা বা গর্ব দানা বাধে তাহলে তাকে স্মরণ রাখতে হবে যে, এই অভ্যাস খোদা থেকে দূরে ঠেলে দেয়। আর মানুষ যদি খোদা থেকে দূরে সরে যায় তাহলে তার কাজে কোন প্রকার বরকত বা কল্যাণ অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং ধর্মের কাজ সম্পূর্ণভাবে খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। খোদার সন্তুষ্টিই যদি না থাকে তাহলে এমন ব্যক্তি জামাতের জন্য কল্যাণকর হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে।

তাই ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের সবসময় এই দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, তাদের মাঝে বিনয় এবং নম্রতা আছে কিনা। আর যদি থেকে থাকে তাহলে কতটা। রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যত বেশি বিনয় এবং নম্রতা অবলম্বন করে খোদা তাকে ততই মহান মর্যাদায় ভূষিত করেন। তাই প্রত্যেক কর্মকর্তার স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদা তা'লা যদি তাকে জামাতের সেবার সুযোগ দিয়ে থাকেন তাহলে এটি খোদার একান্ত অনুগ্রহ। আর এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা হবে তার নিজের মাঝে অধিক বিনয় এবং নম্রতা সৃষ্টি হওয়া। যদি তা না হয় তাহলে খোদার এহসান বা অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হয় না। অনেক সময় দেখা গেছে যে, মানুষ সাধারণ অবস্থায় সাক্ষাত করতে গিয়ে

যে যত বড় পদে নিযুক্ত হবে তার ততই সেবার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে মানুষের সাথে সাক্ষাতে বিনয় প্রদর্শন করা উচিত আর এটিই প্রকৃত বড় হওয়া। মানুষ অবলোকন করে আর অনুভবও করে যে, কর্মকর্তার আচরণ কেমন। অনেক সময় মানুষ আমাকে লিখেও পাঠায় যে, অমুক কর্মকর্তার আচরণ সাধারণত এমন কিন্তু আজকে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি যে, সেই ওহদাদার বা কর্মকর্তা আমাকে শুধু সালামই করেনি বরং আমি কেমন আছি তাও জিজ্ঞেস করেছে এবং খুব সুন্দর ব্যবহার করেছে।

পরম বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে, মানুষের সাথে সুন্দরভাবে সাক্ষাত করে। কিন্তু নিজের অধীনস্ত বা সাধারণ মানুষের সাথে যখন কোন কর্মকর্তার মতভেদ হয় তখন তাৎক্ষনিকভাবে তাদের কর্মকর্তাসুলভ যেই অহংকার আছে তা জাগ্রত হয় আর বড় কর্মকর্তা হওয়ার আত্মম্ভরিতায় পুনরায় নিজের অধীনস্তের সামনে আত্মম্ভরিতাপূর্ণ আচরণ প্রকাশ পায়। বিনয় এটি নয় যে, যতক্ষণ কোন ব্যক্তি আপনার সামনে জ্বি হুজুর জ্বি হুজুর করবে বা মতভেদ করবে না ততক্ষণ আপনি বিনয় প্রকাশ করবেন। এটি কৃত্রিম বিনয়। প্রকৃত চিত্র বা প্রকৃত রূপ তখন প্রকাশ পায় যখন মতভেদ দেখা দেয়। অধীনস্ত যখন কোন কর্মকর্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলে তখন সেই মতামতকে সত্যিকার অর্থে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং এই বিনয়ের মাধ্যমে বড় মনোবলেরওপ্রমাণ পাওয়া যায় আর এমনটি হলেই এই বিনয় সত্যিকার বিনয় গন্য হবে। ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের সবসময় খোদার এই নির্দেশ সামনে রাখা উচিত যে,

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ

(সূরা লুকমান:১৯) অর্থাৎ আর রাগের বশবর্তী হয়ে মানুষের সামনে গাল ফোলাবে না এবং পৃথিবীতে অহংকারের সাথে চলাফেরা করবে না। আমি মতভেদের কথা বলেছি। এ সম্পর্কে আমি এটিও স্পষ্ট করতে চাই যে, জামাতের নিয়ম-কানুন বা রুলস-রেগুলেশন আমীরকে এই অধিকার প্রদান করে যে, কোন কোন সময় আমেলার পরামর্শের বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছা অনুসারে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু সব সময় সবাইকে সাথে নিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা উচিত আর পরামর্শের ভিত্তিতে ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত এবং কাজ হওয়া উচিত। অনেক সময় আমীররা এই সুযোগকে প্রয়োজনের অতিরিক্তভাবে ব্যবহার করে। এই সুযোগ বা এই অধিকার চরম পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা উচিত, যেখানে জানা থাকে বা যেখানে স্পষ্ট হয় যে, এতেই জামাতের স্বার্থ নিহিত আর সেখানে আমেলার সামনেও এটি স্পষ্ট করা উচিত। জামাতের বৃহত্তর স্বার্থকে সামনে রেখে এমনটি হওয়া উচিত। আর এরজন্য দোয়ার মাধ্যমে খোদার সাহায্যও যাচনা করা উচিত। শুধু নিজের বিবেক ও বুদ্ধির ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রেসিডেন্টদের এই অধিকার বা এই সুবিধা নেই, এমনকি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হলেও না। আমেলার মতামতকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে নিজের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করার সেই অধিকার প্রেসিডেন্টের নেই। নিজ নিজ কর্ম গন্ডি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য কর্মকর্তাদের উচিত হবে রুলস-রেগুলেশনপাঠ করা এবং বুঝা। তারা যদি রুলস-রেগুলেশন এবং জামাতের নিয়ম-কানুন অনুসারে কাজ করে তাহলে অনেক ছোট ছোট সমস্যা যা আমেলার মাঝে বা জামাতের সদস্যদের জন্য অস্বস্তির কারণ হয় তা আর সামনে আসবে না।

আরেকটি বিশেষত্ব যা কর্মকর্তাদের থাকা উচিত তাহলো অধীনস্তদের সাথে সুন্দর এবং সদ্ব্যবহার করা। জামাতের বেশিরভাগ কাজ স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। জামাতের সভ্য এবং সদস্যরা জামাতের কাজের জন্য নিজেদের সময় দিয়ে থাকে। তারা সময় দেন কেননা তারা খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানী, তারা সময় দেন কেননা জামাতের সাথে তাদের সুসম্পর্ক এবং ভালোবাসা রয়েছে। সুতরাং ওহদাদার বা কর্মকর্তাদেরও সহকর্মীদের আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা উচিত আর আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশও এটিই। সদ্ব্যবহার বা সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের নায়েব এবং অধীনস্তদের কাজ শিখানোর চেষ্টা করা উচিত, যেন জামাতী কাজ সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য সব সময় কর্মী বাহিনী সামনে আসে বা আসতে থাকে। জামাতের কাজ আল্লাহ্ তা'লা নিজেই পরিচালিত করে থাকেন কিন্তু যদি কর্মকর্তা বা ওহদাদার, যারা কাজের অভিজ্ঞতা রাখে, তারা যদি কর্মী বাহিনীর দ্বিতীয় লাইন প্রস্তুত করেন তাহলে তারা এই কাজের জন্যও পুরস্কার পাবেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার বা পূর্বের কোন খলীফার কখনও এই চিন্তা হয়নি যে, জামাতের কাজ কিভাবে চলবে? এ সম্পর্কে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি ইনশাআল্লাহ্ নিষ্ঠাবান কর্মী বাহিনীর যোগান দিতে থাকবেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর যুগে এক কর্মকর্তার ধারণা ছিল যে, আমার বুদ্ধিমত্তা, কর্মপন্থা আর পরিশ্রমের কারণে জামাতের আর্থিক ব্যবস্থা সুচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছে। এই কথা যখন খলীফা সালেস (রাহে.)-র কর্ণগোচর হয় তখন তিনি প্রথম ব্যক্তিকে অপসারণ করে এমন এক ব্যক্তিকে সেই কাজে নিযুক্ত করেন যার অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ের আদৌ কোন জ্ঞান ছিল না। কিন্তু এটি যেহেতু খোদার কাজ আর খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে খোদার যে ব্যবহার হয়ে থাকে সে কারণে সেই নতুন কর্মকর্তা যিনি কিছুই জানতেন না তার কাজে এতটা বরকত সৃষ্টি হয় যা পূর্বে কখনও ভাবাও যেত না।

সুতরাং কর্মকর্তাদের আসলে খোদা তা'লাই কাজের সুযোগ দেন। জামাতী কর্মীদের খোদা তা'লাই খিদমতের সুযোগ দেন। যারা ওয়াকেফে জিন্দেগী তাদেরকে জামাত এবং ধর্মের সেবা করে খোদার কৃপাভাজন হওয়ার সুযোগ আল্লাহ্ তা'লাই দেন, নতুবা কাজ তো আল্লাহ্ তা'লাই করছেন কেননা এটি তাঁর প্রতিশ্রুতি। তাই কারো মাথায় এই ধারণা জাগ্রত হওয়া উচিত নয় যে, আমার অভিজ্ঞতা এবং আমার জ্ঞান জামাতের কাজ পরিচালিত করছে বা জামাতের কাজ করছে বা আমার অভিজ্ঞতা এবং আমার জ্ঞানজামাতের কাজ সমাধা করতে পারে বা চালাতে পারে। খোদা তা'লার ফযল বা কৃপাই জামাতের কাজ চালাচ্ছে বা করছে। আমাদের অনেক দুর্বলতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি আর ঘাটতি এমন রয়েছে

স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রেসিডেন্টদের এই অধিকার বা এই সুবিধা নেই, এমনকি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হলেও না। আমেলার মতামতকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে নিজের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করার সেই অধিকার প্রেসিডেন্টের নেই। নিজ নিজ কর্ম গন্ডি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য কর্মকর্তাদের উচিত হবে রুলস-রেগুলেশনপাঠ করা এবং বুঝা।

যে, যদি ইহজাগতিক কাজ হয় তাহলে তাতে সেই বরকত দেখা দিতেই পারে না এবং সেই ফলাফল প্রকাশ পেতেই পারে না। কিন্তু খোদা তা'লা দুর্বলতা ঢেকে রাখেন আর স্বয়ং ফিরিশতাদের মাধ্যমে তিনি সাহায্য করেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ তবলীগের কাজকেই নিন। এক্ষেত্রে এই পাশ্চাত্যেই আল্লাহ্ তা'লা এমন কর্মী বাহিনী দিয়েছেন যারা এখানেই বড় হয়েছে। এমন যুবক কর্মী বাহিনী আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন যারা ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞান অর্জন করার পর বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে। তারা এমনভাবে উত্তর দেয় যে, শত্রুরা আশ্চর্য হয়ে যায়। এছাড়া অনেক যুবক এমন আছে যাদের এমন উত্তরে বিরোধীরা লেজ গুটিয়ে পালানো ছাড়া অন্য কোন উপায় বা রাস্তা খুঁজে পায় না। সুতরাং ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের ধর্মের খিদমতের সুযোগকে খোদার কৃপা জ্ঞান করা উচিত। নিজের কোন অভিজ্ঞতা বা যোগ্যতাকে এর কারণ মনে করা উচিত নয়।

এরপর কর্মকর্তাদের মাঝে আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা থাকা উচিত তাহলো, হাস্যোৎফুল্লতা এবং সুন্দর ব্যবহার করা। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا

(সূরা আল্-বাকারা: ৮৪)অর্থাৎ মানুষের সাথে কোমল আচরণ কর এবং উত্তম ব্যবহার কর। অতএব এটিও একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের মাঝে অনেক বেশি থাকা উচিত।যখনই অধীনস্তদের সাথে এবং সহকর্মীদের সাথে কথাবার্তা বলেন বা অনুরূপভাবে অন্যদের সাথে যখন কথা বলেন তখনতাদের এই বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত যে, তাদের পক্ষ থেকে যেন উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। অনেক সময় প্রশাসনিক কারণে কঠোর ভাষায় কথা বলতে হয় বা বলার প্রয়োজন দেখা দেয় কিন্তু এটি কেবল চরম পরিস্থিতিতে হতে পারে। যদি ভালোবাসার সাথে কাউকে বুঝানো হয়,কর্মকর্তা বা ওহদাদারগণ যদি মানুষের মাঝে এই চেতনাবোধ জাগ্রত করে যে, আমরা তোমাদের প্রতি সহানুভূতি রাখি, তাহলে শতকরা নিরানব্বই ভাগ মানুষ এমন যারা বিষয় বুঝে যায় এবং সহযোগিতায় সম্মত হয়ে যায়। এর কারণ হলো জামাতের সাথে তাদের একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো মানুষের মাঝে এই সচেতনতা সৃষ্টি করা বা মানুষের মাঝে এই চেতনাবোধ জাগ্রত হওয়া যে, ওহদাদার বা কর্মকর্তা বা পদাধিকারীরা আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। মানুষের সাথে কোমলতার সাথে কথা বলুন। কোন ভুল-ভ্রান্তির কারণে শুরুতেই এত কঠোরভাবে ধৃত করবেন না যে, অন্য ব্যক্তি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করারইসুযোগ পাবে না, এমনটি যেন না হয়। হ্যাঁ, যারা অভ্যস্ত অপরাধী, যারা বার বার ভুল করে, বার বার ফিতনা এবং অশান্তির কারণ হয়, তাদের সাথে অবশ্যই কঠোর ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু এর জন্যও পুরো তদন্ত হওয়া আবশ্যক। আর একই সাথে এই যে কঠোরতা তা যেন কোনভাবেই ব্যক্তিগত শত্রুতায় পর্যবসিত না হয় বরং যদি সংশোধনের উদ্দেশ্যে কঠোর ব্যবহার করতে হয় তাহলেই তা করা উচিত। মহানবী (সা.) একবার তাঁর নিজের নিযুক্ত ইয়ামেনের গভর্নরকে নসীহত করেন যে, মানুষের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি কর, কাঠিন্য নয়, ভালবাসা এবং আনন্দের প্রসার কর, ঘৃণার বিস্তার যেন না হয়। অতএব এটি এমন নসীহত যা ওহদাদার বা কর্মকর্তা ও জামাতের সভ্য এবং সদস্যদের আন্তঃসম্পর্কের মাঝে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে আর এর ফলে জামাতের সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার প্রেরণা এবং চেতনাবোধ জাগ্রত হবে।

তাই কর্মকর্তাদের ওপর এটি অনেক বড় দায়িত্ব বর্তায়, বিশেষ করে আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং তরবিয়ত বিভাগ আর সিদ্ধান্তকারী বা রায় প্রদানকারী বিভাগের দায়িত্ব হলো মানুষের জন্য সহজসাধ্যতার পন্থা সন্ধান করা। কিন্তু এটিও স্মরণ রাখবেন যে, খোদার নির্দেশের গন্ডির মাঝে থেকে এই রীতি অনুসরণ করতে হবে। দুনিয়াদার বা দুনিয়ার কীটদের মত নয় যারা সহজ সাধ্যতা সৃষ্টির জন্য খোদার নির্দেশাবলীকে অবজ্ঞা করে থাকে। শরীয়তের চতুর্সীমার মাঝে থেকে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে অগ্রগণ্য করে বান্দাদের প্রাপ্যও দিতে হবে আর নিজেদের অঙ্গীকার এবং আমানতেরও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। আমি যেভাবে বলেছি যে, রুলস এবং রেগুলেশনের বই বা নিয়ম-কানুন সংক্রান্ত বই সবার দেখা উচিত। নিজের বিভাগের সংশ্লিষ্ট কাজের জ্ঞান অর্জন করা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তির জানা উচিত যে, তার কাজের সীমা-পরিসীমা কতটুকু। অনেক সময় অনেক কর্মকর্তা তাদের কাজের সীমার জ্ঞানই রাখে না। এক বিভাগ একটি কাজ করে অথচ রুলস-রেগুলেশনে বা নিয়ম-কানুনে সেই

কাজের দায়িত্ব হলো অন্য বিভাগের। অথবা অনেক সময় দু'বিভাগের কাজের পার্থক্য এত সূক্ষ্ম হয়ে থাকে যে, চিন্তা না করেই দু'টো বিভাগ একটি অন্যটির গন্ডিতে নাক গলানো আরম্ভ করে। সম্প্রতি এখানে যুক্তরাজ্যের মজলিসে আমেলার সাথে আমার মিটিং হয়েছে, সেখানে আমি বুঝতে পেরেছি যে, এই সূক্ষ্ম পার্থক্য না বুঝার কারণে বিনা কারণে বা অযথা বিতর্ক আরম্ভ হয়ে যায়। যদি রুলস-রেগুলেশন পড়া হয় তাহলে এভাবে সময় নষ্ট হওয়ার কথা নয়। যেমন তবলীগ বিভাগের তবলীগি পরিকল্পনাও হাতে নিতে হবে এবং যোগাযোগও করতে হবে বা রাবেতা করতে হবে আর যোগাযোগও রাবেতার মাধ্যমে তবলীগের কাজ প্রসারতা লাভ করবে।

অনুরূপভাবে উমুরে খারেজা বিভাগও রয়েছে, তাদেরকেও যোগাযোগ করতে হয় এবং জামাতকে পরিচিত করতে হয়। উভয়টির গন্ডি পৃথক। এক বিভাগ তবলীগি উদ্দেশ্যে যোগাযোগ করবে আর দ্বিতীয় বিভাগ যোগাযোগ করবে গণযোগাযোগের মানসে, সম্পর্কের গন্ডিকে প্রসারিত করা হবে তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো জামাতের পরিচিতি এবং ধর্মের প্রতি মানুষকে পথের দিশা দেয়া যেন মানুষকে এক আল্লাহ্‌র দিকে এনে তাদের ইহ এবং পরকালকে সুনিশ্চিত করার জন্য আমরা চেষ্টা করতে পারি। আর পৃথিবী যে শান্তির জন্য হাহাকার করছে সেদিকেও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন বাহবা নেয়া বা কুড়ানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্টকরা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। যদি এই বিভাগগুলো পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে তাহলে বহুগুণ বেশি ফলাফল আসতে পারে।

এরপর অনেক জায়গা থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গীও প্রকাশ করা হয় যে, বিভিন্ন বিভাগের বাজেট সঠিকভাবে প্রণয়ন করা হয় না। প্রত্যেক বিভাগের বাজেট যা শূরায় পাশ হয়ে থাকে তা দেয়া উচিত আর সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীর সেই বাজেট খরচের অধিকারও থাকা উচিত। হ্যাঁ, সেক্রেটারীর সারা বছরের কাজের পরিকল্পনা আমেলায় উপস্থাপন করা আবশ্যক হবে এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে খরচ হতে হবে আর প্রত্যেক কাজের অগ্রগতির কথা প্রত্যেক মিটিং-এ খতিয়ে দেখা উচিত আর কাজের পরিকল্পনায় যদি কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় বা কারো মনোযোগ যদি উন্নতি, অগ্রগতি বা প্রোগ্রেসের প্রতি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তা নিয়েও চিন্তা করা উচিত বা ভাবা উচিত।

এরপর আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং জামাতী সেক্রেটারীদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, কেন্দ্র থেকে যখন কোন দিক-নির্দেশনা বা সার্কুলার আসে তখন তাৎক্ষণিকভাবে পুরো মনোযোগসহকারে সেগুলোকে কাজে রূপায়িত করা উচিত এবং জামাতের মাধ্যমে করানো উচিত। কোন কোন জামাত সম্পর্কে অভিযোগ আসে যে, কেন্দ্রীয় দিক-নির্দেশনার ওপর পুরোপুরি আমল করা হয় না। কোন দিক-নির্দেশনা সম্পর্কে কোন বিশেষ দেশ বা জামাতের দেশীয় কোন কারণে যদি দ্বিধাদ্বন্দ থাকে তাহলেও তাদের তাৎক্ষণিকভাবে কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করে পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তনের প্রস্তাব করা উচিত। আর এ কাজ জামাতের আমীর বা প্রেসিডেন্টের কাজ। কিন্তু কোনভাবেই যা বৈধ নয়, যা যুক্তিযুক্ত নয়, তাহলো নিজের বুদ্ধির ভিত্তিতে সেই দিক নির্দেশনাকে একপাশে চাপা দিয়ে রাখা, আর তার ওপর আমল না করানো আর কেন্দ্রকেও অবহিত না করা। কোন আমীর বা প্রেসিডেন্ট-এর এমন আচরণ কেন্দ্রের প্রতি অবজ্ঞাসূচক আচরণ হিসেবে গণ্য হবে। আর এ প্রসঙ্গে কেন্দ্র তখন ব্যবস্থাও নিতে পারে।

মুসী বা ওসীয়্যতকারীদের সম্পর্কেও আমি এখানে বলতে চাই, ওসীয়্যতকারীদের প্রথম কথা হিসেবে স্মরণ রাখা উচিত যে, নিজেদের চাঁদা নিয়মিত প্রদান করা বা এর হিসাব রাখা প্রত্যেক মুসীর ব্যক্তিগত দায়িত্ব। কিন্তু কেন্দ্রীয় অফিস এবং সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীরও দায়িত্ব হলো প্রত্যেক মুসীর হিসাব কমপ্লিট বা সম্পূর্ণ রাখা আর প্রয়োজনে তাদেরকে স্মরণ করানো যে, তাদের চাঁদার প্রকৃত পরিস্থিতি বা স্থিতি কি। দেশীয় জামাতের কাজ হলো স্থানীয় জামাতের সেক্রেটারীদের এ্যাক্টিভ করা বা সক্রিয় করা যেন প্রত্যেক মুসীর সাথে তাদের যোগাযোগ থাকে।

অনেক সময় দেখা গেছে যে, কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয় আর সে ব্যক্তি ওসীয়্যতকারী হয়ে থাকে, আর রিপোর্টে লিখে দেয়া হয় যে, এই ব্যক্তি এত দিন থেকে ওসীয়্যতের চাঁদা দেয় নি। যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে, ওসীয়্যতের চাঁদা যদি না দিয়ে থাকে তাহলে তার ওসীয়্যত কিভাবে বহাল রইল, তখন তদন্তে দেখা যায় যে, ওসীয়্যতকারীর কোন দোষ ছিল না, সে চাঁদা দিয়েছে ঠিকই কিন্তু যারা রেকর্ড রাখে তারা অফিসে সঠিক রেকর্ড রাখে নি। এমন রিপোর্ট বিনা কারণে ওসীয়্যতকারীর জন্য ব্যতিব্যস্ততা এবং অস্বস্তির কারণ হয়। দ্বিতীয়ত জামাতি ব্যবস্থাপনার দুর্বলতারও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এখন সঠিক হিসাবের ব্যবস্থা রয়েছে, কম্পিউটারাইজড সিস্টেম রয়েছে। সব কিছু এখন নিয়মতান্ত্রিক। এখন এমন ভুল-ভ্রান্তি হওয়া উচিত নয়। সব দেশের সেক্রেটারী ওসীয়্যত এবং সেক্রেটারী মালের উচিত দেশের সকল সেক্রেটারী মাল এবং সেক্রেটারী ওসীয়্যতকে কর্মঠ করা বা সক্রিয় করা আর জামাতের আমীরদেরও কাজ হলো বিভিন্ন সময় এই বিষয়টি খতিয়ে দেখা। শুধু চাঁদা একত্রিত করা আর এরপর এর রিপোর্ট দেয়াই তাদের কাজ নয় বরং এই ব্যবস্থাপনাকে, এই সিস্টেমকে নির্ভরযোগ্য করে তোলা আর কেন্দ্র এবং স্থানীয় জামাতগুলোর মাঝে সুদৃঢ় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করাও আমীরদের কাজ।

অনুরূপভাবে মুবাল্লেগীন এবং মুরব্বীদের

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার বা পূর্বের কোন খলীফার কখনও এই চিন্তা হয়নি যে, জামাতের কাজ কিভাবে চলবে? এ সম্পর্কে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি ইনশাআল্লাহ্ নিষ্ঠাবান কর্মী বাহিনীর যোগান দিতে থাকবেন।

প্রেক্ষাপটেও আমি একটি কথা বলতে চাই, কোন কোনস্থানে জামাতের মুরব্বী এবং মুবাল্লিগদের রীতিমত মিটিং হয় না। মুবাল্লিগ ইনচার্জ রীতিমত মিটিং করার জন্য দায়ী হবেন। জামাতী, তরবিয়তী ও তবলিগী কাজেরও সঠিক চিত্র তাদের সামনে থাকা চাই। কেউ যদি ভাল কাজ করে তাহলে তার সম্পর্কে সেখানে মত বিনিময় হওয়া উচিত এবং সেই উন্নত কাজের জন্য যেই রীতি অবলম্বন করা হয়েছে তা থেকে যেন অন্যরাও উপকৃত হতে পারে সেই ব্যবস্থাও হাতে নেয়া উচিত। অনুরূপভাবে জামাতের সেক্রেটারীরা বিভিন্ন জামাতকে যে দিক-নির্দেশনা দেয় বা কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন জামাতকে যে দিক-নির্দেশনা পাঠানো হয় সে সম্পর্কেও রিপোর্ট দিন। মুরব্বীদের এটিও দেখা উচিত যে, সব জামাতে এই প্রেক্ষাপটে কতটা কাজ হয়েছে। যেখানে সেক্রেটারীরা সক্রিয় নয় বা এ্যাক্টিভ নয় বিশেষ করে তবলীগ, তরবিয়ত এবং আর্থিক বিষয়ে সক্রিয় নয় সেখানে মুরব্বী/মুয়াল্লেমদের উচিত তাদের স্মরণ করানো। আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত কর্মকর্তাদের তৌফিক দিন, আগামী তিন বছরের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে খিদমতের যে সুযোগ করে দিয়েছেন সেই ক্ষেত্রে তারা যেন নিজেদের সকল শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে দায়িত্ব পালন করতে পারে, নিজেদের প্রতিটি কথা এবং কর্মের ক্ষেত্রে জামাতের জন্য তারা যেন অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারে।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব যা মোহতরমা সাহেবযাদী তাহেরা সিদ্দিকা সাহেবার যিনি মির্যা মুনীর আহমদ সাহেব-এর স্ত্রী ছিলেন। ২০১৬ সনের ১৩ জুলাই সন্ধ্যা ৬টায় তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি হযরত নওয়াব আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব এবং নওয়াব আমাতুল হাফিয বেগম সাহেবার ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন, হযরত নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের পৌত্রী এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৌহিত্রী,আর হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব-এর পুত্রবধু ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন এবং ৯৫ বছর আয়ু লাভ করেন। তিনি কাদিয়ানে মেট্রিক পর্যন্ত প্রাথমিক পড়ালেখা করেন। হযরত আম্মাজান (রা.) তাকে কন্যা বানিয়ে রেখেছিলেন, বিশেষ স্নেহ এবং ভালবাসার সম্পর্ক ছিল তার সাথে। জেহলামে জনাব সাহেবযাদা মির্যা মুনীর আহমদ সাহেব-এর সাথেই ছিলেন। জেহলামে জনাব মুনীর আহমদ সাহেবের চিপ বোর্ড ফ্যাক্টরী ছিল যা কয়েক মাস পূর্বে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। মরহুমা লাজনার প্রেসিডেন্ট হিসেবেও সেখানে কাজ করেছেন। ১৯৭৪ সালে যখন সেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় তখন জেহলাম জামাতের বিরাট অংশ চিপ বোর্ড ফ্যাক্টরীতেই সমবেত হয়। তিনি সেই যুগে জামাতের সদস্যদের খুব সুন্দর আতিথ্য করেন। তার এক কন্যা আমাতুল হাসীব বেগমের বিয়ে হয়েছে জনাব মির্যা আনাস আহমদ সাহেবের সাথে যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর পুত্র, আরেক পুত্রের নাম হলো মির্যা নাসির আহমদ সাহেব যিনি জেহলামের আমীরও ছিলেন। ফ্যাক্টরীর ঘটনার পর তাকে জেহলাম ত্যাগ করতে হয়েছে। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর জামাতা মির্যা সফির আহমদ সাহেবও তার পুত্র। মরহুমা খুবই উন্নত স্বভাবের অধিকারিণী, হাসি-খুশী ও মিশুক প্রকৃতির ছিলেন। ধৈর্য্যশীলা, কৃতজ্ঞ, ইবাদতগুজার মহিলা ছিলেন। খিলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্ক ছিল। আর্থিক বিভিন্ন তাহরীকে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। আতিথেয়তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। জামাতের ব্যবস্থাপনা এবং জামাতের জন্য গভীর আত্মাভিমান রাখতেন। জামাতের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে বা খিলাফতের বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বললে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে বাঁধা দিতেন। আমি যেভাবে বলেছি হযরত আম্মাজান তাকে কন্যা হিসেবে অবলম্বন করেছিলেন। হযরত আম্মাজান নিজের বিয়ের এবং ব্যক্তিগত অনেক জিনিস তাকে দিয়ে গেছেন যাতে হযরত আম্মাজানের নামও লিখা আছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার প্রতি মাগফিরাত করুন, দয়াদ্র হোন, তার সন্তান-সন্ততিকেও তার পুণ্যের ওপর পরিচালিত হওয়ার তৌফিক দিন এবং সব সময় খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট রাখুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

বিজ্ঞপ্তি

পাক্ষিক "আহমদী" পত্রিকার সকল সম্মানিত গ্রাহককে জানানো যাচ্ছে যে, আপনাদের মধ্যে যাদের গ্রাহক চাঁদা বকেয়া রয়েছে তাদেরকে অতিসত্ত্বর পরিশোধ করার বিনীত আহ্বান করা হচ্ছে। এছাড়া গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন–

ফারুক আহমদ বুলবুল
মোবাইল : ০১৯১২-৭২৪৭৬৯

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালা-এ-আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(২৬তম কিস্তি)

এরপর আমি মসীহ্ ইবনে মরিয়মের মৃত্যুবরণ সম্পর্কিত (আলোচনার) পরিশিষ্ট বর্ণনা করতে চাই। আর সেটি হলো, যদি এ আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে, যদিও পবিত্র হাদীস কুরআন ও ইঞ্জিলের আলোকে মসীহ্ ইবনে মরিয়মের মৃত্যু প্রমাণিত কিন্তু সেই সাথে কুরআন মজীদে 'রাফিউকা ইলাইয়া' (অর্থঃ 'আমি তোমাকে আমার দিকে ওঠাবো'– অনুবাদক) শব্দগুচ্ছও তো রয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি যেন পুনরায় জীবিত হয়ে আকাশে উত্থিত হয়েছেন। এই সংশয় নিরসনে এর উত্তর হলো, 'রাফিউকা ইলাইয়া' বাক্যটিতে কোথাও আকাশের কোন উল্লেখ নেই। এর অর্থ শুধুমাত্র এটুকুই যে, "আল্লাহ্ বলেন, হে ঈসা আমি তোমাকে আমার দিকে ওঠাবো'। অতএব এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, 'প্রত্যেক পুণ্যবান সৎ ব্যক্তি মারা গেলে তাঁকে আল্লাহ্‌র দিকেই আধ্যাত্মিক ভাবে উঠানো হয়। আল্লাহ্ কি দ্বিতীয় আকাশে বসে আছেন যেখানে হযরত ইয়াহিয়া এবং হযরত ঈসা অবস্থিত? আর সেই সাথে কুরআন করীম এবং পবিত্র হাদীস অনুযায়ী যখন প্রমাণিত যে, হযরত ঈসা (আ.) সন্দেহাতীত ভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন আবার এই স্বতঃস্বিদ্ধ প্রমাণ সত্ত্বেও 'রাফা' শব্দের 'দেহসহ উঠানো' অর্থ করা চরম পর্যায়ের ভুল বৈ কি। বরং কুরআন করীমের পূর্বাপর ক্রমিক বর্ণনা অনুযায়ী স্বত:স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে ঈসা (আ.) মারা যাওয়ার পর তৎক্ষণাৎ তার আত্মাকে আকাশের দিকে (ঊর্ধলোকে) উঠানো হয়। কারণ কুরআন করীমে স্পষ্টত লিখা রয়েছে যে, প্রত্যেক মু'মিন যখন মারা যায় তখন তার আত্মাকে খোদা তা'লার দিকে উঠানো হয় এবং বেহেশ্‌তে প্রবেশ করানো হয়। যেমন, আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু বলেন ঃ "ইয়া আইয়্যাহাতুহান নাফসুল মুতমায়িন্নাতুরজিয়ী ইলা রাব্বিকি রাযিয়াতাম মারযিয়াহ্ ফাদ্‌খুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি" অর্থাৎ- হে আল্লাহ্‌তে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে চলে এসো। তুমি তাঁতে সন্তুষ্ট, তিনিও তোমাতে সন্তুষ্ট। অতএব তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।" এই জায়গাটিতে 'তাফসীর মা-আলীম' কিতাবের প্রণেতা এ আয়াতটির তফসির (ব্যাখ্যা) প্রসঙ্গে এ গ্রন্থের ৯৭৫ পৃষ্ঠায় লেখেন: "আব্দুল্লাহ্ বিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে মু'মিন বান্দা যখন মৃত্যু মুখে পতিত হয় তখন খোদা তা'লা তার কাছে দু'জন ফেরেশ্‌তা পাঠান এবং তাদের সাথে বেহেশ্‌তের কিছু তোহফাও পাঠান। সে ফিরিশ্‌তাগণ এসে তার আত্মাকে বলেন, 'হে আল্লাহ্‌তে প্রশান্ত আত্মা! তুমি রূহ (আত্মা) এবং রায়হান (সুগন্ধি) এবং নিজ প্রভু-প্রতিপালকের দিকে চলে এসো। তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।' তখন সেই আত্মা মৃগনাভির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও পরম আনন্দদায়ক সুগন্ধির মতো নাসিকায় প্রবেশ করে মন-মস্তিষ্ককে সুরোভিত করে বেরিয়ে আসো। আর ফেরেশ্‌তাগণ আকাশের প্রান্তে প্রান্তে ঘোষণা দিতে থাকেন ঃ 'একটি আত্মা চলে আসছে, এটি অতি পবিত্র ও সুরোভিত।' তখন আকাশের কোনো দুয়ার এমন থাকে না যা তার জন্য খুলে দেয়া হয় না। আকাশের সব ফেরেশ্‌তা তখন তার জন্য প্রার্থনারত হন, এমনকি সে আত্মা আল্লাহ্‌র আরশের পায়া পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং খোদা তা'লার সমীপে সিজদাবনত হয়। অতঃপর মিকাইলকে আদেশ দেয়া হয়, 'যেখানে অন্যান্য আত্মা রয়েছে সেখানে একেও নিয়ে যাও।"

এখন কুরআনের আয়াত এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর বর্ণিত উল্লিখিত রিওয়ায়াত দ্বারা সুস্পষ্টত ও সার্বিকভাবে প্রমাণিত হলো যে, মু'মিনের আত্মাকে তার অন্তর্ধানের পরে পরে তৎক্ষণাৎ আকাশে (উর্ধলোকে) পৌঁছানো হয়। যখন প্রকৃত ও বাস্তব অবস্থা এটাই তখন "ইয়া ঈসা ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফীকা ওয়া রাফিউকা ইলাইয়া"– অথবা "বার্ রাফা'আল্লাহু ইলাইহি"– আয়াতদ্বয়ের অর্থ এদিকে টেনে নিয়ে যাওয়া যে 'হযরত

ঈসাকে দেহসহ আকাশে ওঠানো হয়েছিল' এটা নিছক জবরদস্তি মূলক ও জোর খাটানোর শামিল। অথচ (কুরআন শরীফে) ইবনে আব্বাস বর্ণিত রিওয়ায়াত এবং আল্লাহ্‌র পবিত্র কালাম কুরআনের পূর্বাপর ক্রমিক বর্ণনা অনুযায়ী "মুতাওয়াফ্‌ফিকা' শব্দের অর্থ একমাত্র এটাই যে 'আমি তোমাকে মৃত্যু দিব।' আর এটাও স্বতঃস্পষ্ট যে, পবিত্র কুরআনের প্রাঞ্জল ভাষ্য অনুযায়ী মৃত্যুর পরে পরে পুণ্যবান সৎব্যক্তিদের আত্মা তৎক্ষণাৎ আকাশের দিকে যায় এবং কখনও এমনটি হয় না যে, 'মালাকুল মওত' ফিরিশ্‌তা মানুষের আত্মা 'কবজ' করে (নিজের আয়ত্তে নিয়ে) কয়েক ঘন্টা ব্যাপী সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। ধরুন, আমরা যদি 'ওহ্‌ব' বর্ণিত এ মর্মের রিওয়ায়াতটি গ্রহণও করি যে হযরত ঈসা তিন বা সাত ঘন্টা ব্যাপি মৃতাবস্থায় পড়ে থাকেন তবে কি আমরা এ-ও মেনে নিতে পারি যে তিন বা সাত ঘন্টা ব্যাপী 'মালাকুল-মওত' ফিরিশ্‌তা হযরত ঈসার আত্মাকে নিজ মুঠোয় নিয়ে চেপে ধরে সেখানেই বসে থাকেন অথবা যেখানে যেখানে মানুষ তার শবদেহ বয়ে নিয়ে যায় 'মালাকুল মওত' ফিরিশ্‌তা তার সাথে সাথে ঘুরতে থাকে কিন্তু আকাশের দিকে তাঁর আত্মাকে ওঠায়নি? -এরকম কাল্পনিক ধ্যান-ধারণা পবিত্র কুরআন ও হাদীস এবং অন্যান্য ঐশীগ্রন্থের অপরিবর্তনীয় আহ্‌কাম, বিধি-বিধান ও প্রাঞ্জল ভাষ্য সমূহের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ও বিপরীত। বরং এগুলোর মাধ্যমে ও পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যখন আবশ্যকীয় ভাবে এটাই মানতে হলো যে সকল মু'মিনের আত্মাকে তাঁদের অন্তর্ধানের পর আসমানের দিকে ওঠানো হয়, তখন এতে করে স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত হল যে, 'রাফিউকা ইলাইয়া' (–'তোমাকে আমার দিকে ওঠাবো')-এর অর্থ একমাত্র এটাই যে, হযরত ঈসা যখন মারা গেলেন তখন-তখনই তাঁর আত্মাকে আকাশে ওঠানো হয়েছিল।

নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মানুষের অন্তরের আলো ও স্বচ্ছ বিবেক নিঃর্দ্বিধায় অনুধাবন করে এবং অনায়াসে স্বীকার করে যে, একজন মু'মিন ব্যক্তির মারা যাওয়ার পর শরীয়ত বিধানমতে ও প্রকৃতিক নিয়মে এটাই এক জরুরী বিষয় যে তার আত্মা যেন আকাশের দিকে (ঊর্ধ্বলোকে) উত্থিত ও উন্নীত হয়। আবশ্যকীয় এ প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাটি অস্বীকার করায় প্রকৃতপক্ষে দ্বীনের মৌলিক ও মুখ্য বিষয়াবলীকেই অস্বীকার করা হয়। কাজেই কুরআন ও হাদীসের কোথাও এর বিপক্ষে কোনো প্রমাণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। হযরত ঈসা যদি অন্তর্ধানের পর প্রকৃতপক্ষে দেহসহ উত্থিত হয়ে থাকেন তাহলে কুরআন করীমে সংশ্লিষ্ট আয়াতটির মূল ভাষ্য এরকম হওয়া উচিত ছিল ঃ "ইয়া ঈসা ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা সুম্মা মুহয়িকা সুম্মা রাফিউকা মা'আ জাসদিকা ইলাস্‌সামায়ি" অর্থাৎ, 'হে ঈসা! আমি তোমাকে ওফাত বা মৃত্যু দেব এরপর তোমাকে জীবিত করব। তারপর তোমাকে তোমার দেহসহ আকাশের দিকে উঠাব।'

কিন্তু এখন তো (আয়াতটিতে) 'মুতাওয়াফ্‌ফিকা'-এর পর কেবলমাত্র 'রাফিউকা' ছাড়া অন্য কোনো শব্দ পবিত্র কুরআন জুড়ে কোথাও পাওয়া যায় না। যা 'সুম্মা মুহ্‌য়ীকা'-এর পরে হতো। যদি কোনো জায়গায় এসে থাকে তাহলে সেটি দেখানো উচিত। আমি দাবির সাথে বলছি, হযরত ঈসা প্রকৃতই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এর প্রমাণ পাওয়ার পর সুনিশ্চিত এটাই মানতে হবে যে, যেখানেই 'রাফিউকা' অথবা 'বর্‌রাফা আল্লাহু ইলাইহি' শব্দগুচ্ছ রয়েছে সেখানেই হযরত ঈসার আত্মাকে উঠানো হয়েছে বলে এর স্বতঃসিদ্ধ এ অর্থটিই বোঝায়। যা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য অতি আবশ্যকীয় বিষয়। আবশ্যকীয় বিষয়কে বাদ দিয়ে অনাবশ্যকীয় বিষয়াদির খেয়াল মাথায় নেওয়া বা ধারণ করা সর্বৈব অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। আমি সবিস্তারে বর্ণনা করে এসেছি যে সকল নবী-রসূলকে খোদা তা'লার দিকেই ওঠানো হয়েছে। এখন আমি সুষ্ঠু ও সার্বিকভাবে প্রমাণ করে এসেছি যে, হযরত মসীহ্‌কে দেহসহ আকাশে উঠানো হয়েছিল– এ আকিদা বা বিশ্বাসটি কুরআন করীম ও সহীহ্‌ হাদীসাবলী দ্বারা কখনও প্রমাণিত হয় না। বরং এটি নিছক অবান্তর ও অলীক এবং স্ববিরোধী কথা সংবলিত রিওয়ায়াত ও বর্ণনা-নির্ভর এক বিশ্বাস বলেই প্রতীয়মান হয়।

কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধির শিষ্টতা ও প্রখরতায় বিকশিত ও বিজ্ঞান ও দর্শন মনস্ক এ যুগটিতে এ ধরনের আকিদা-বিশ্বাস নিয়ে ধর্মীয় সফলতা লাভের আশা রাখা বিরাট এক ভুল বৈ কিছু নয়। অন্ধকার আফ্রিকার অধিবাসী ও আরবের মরুবাসী বেদুইনদের মাঝে অথবা সাগর ঘেরা প্রত্যন্ত দ্বীপপুঞ্জে এবং অজ্ঞ ও মূর্খদের জনগোষ্ঠির মাঝে যদি এসব অসার ও অর্থহীন কথাবার্তা ছড়ানো হয় তাহলে এগুলো হয়তো সহজেই বিস্তারলাভ করতে পারে। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞান ও দর্শন বিরোধী আর সেই সাথে আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে (সহীহ্‌ হাদীসাবলীর মাধ্যমে) প্রমাণিত হওয়ার অযোগ্য এমন সব ধ্যান-ধারণা শিক্ষিত লোকের মাঝে আমরা কখনও প্রচার করতে ও বিস্তার দিতে পারি না।

বস্তুত ইউরোপ আমেরিকার গবেষণা মনস্ক লোক যারা নিজেদের ধর্মের অহেতুক বিষয়গুলো থেকেও অব্যাহতি লাভ করেছে তাদের উদ্দেশ্যে কী করে আমরা এ ধরণের জিনিস উপহারস্বরূপ পাঠাতে পারি?! যাদের মন-মস্তিষ্কে নতুন নতুন জ্ঞানের আলো মানবীয় ক্ষমতাগুলোতে ইতোমধ্যে উন্নতির উন্মেষ ঘটিয়েছে তারা এ ধরনের বিষয়াদি কী ভাবে গ্রহণ ও বরণ করে নেবে যেগুলোতে খোদা তা'লা ও তাঁর তৌহীদের অবমাননা হয় এবং তাঁর প্রাকৃতিক নিয়মের ও তাঁর পবিত্র কিতাবের মূল নীতিসমূহ বাতিল ও ভ্রান্ত সাব্যস্ত হয়?!

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্‌ (অব.)

জুমুআর খুতবা

বর্তমান পরিস্থিতিতে আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের করণীয়

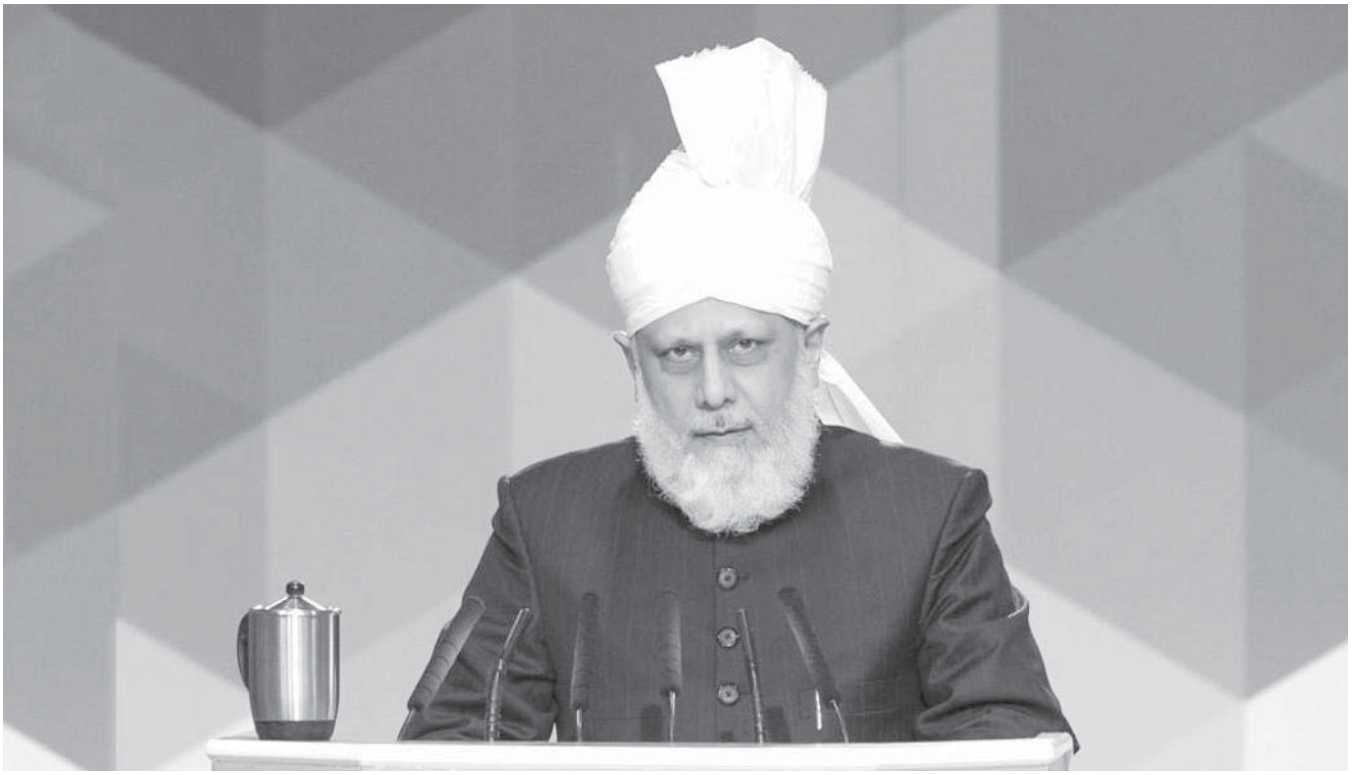

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৯ জুলাই, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজকাল পৃথিবীর অবস্থা খুব দ্রুত অধঃপতিত হচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এর কারণ হচ্ছে মুসলমানদের কিছু গোষ্ঠি বা দল। মুসলমান দেশ সমূহের রাষ্ট্রপ্রধান বা হর্তাকর্তারা এটি বোঝে না যে, ইসলামবিরোধী অপশক্তিগুলো তাদেরকে পরিবেষ্টনের চেষ্টা করছে। ইসলাম এবং জিহাদের নামে যে যুলুম এবং অন্যায় ওঅত্যাচার করা হচ্ছে, ইসলামী শিক্ষার সাথে এসবের দূরতম সম্পর্কও নেই। অনুরূপভাবে যেসব সরকার নিজেদের লোকদের ওপর যুলুম করছে তাদেরও ইসলামী শিক্ষার সাথে দূরতম কোন সম্পর্ক নেই, তারাও ইসলামী শিক্ষা পরিপন্থী কাজ করছে। ইসলামে কোথায় লেখা আছে যে, নিরীহ লোকদেরকে হত্যা কর? আর ইসলামের নামে এরা কেবল অমুসলিমদেরই হত্যা করছে না, বরং তার চেয়ে অনেক বেশি মুসলমানদের গণহত্যা করা হচ্ছে। নিরীহ মানুষ, ছোট, বড়, বৃদ্ধ, যুবা, পুরুষ, নারী সবাই এর শিকারে পরিণত হচ্ছে। মুসলমান দেশগুলোর শক্তি ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে। আর ইসলাম বিরোধী অপশক্তিগুলো এটিই চায় যে, মুসলমান রাষ্ট্রগুলো যেন কখনও শক্তিশালী না হয় এবং অর্থনৈতিকভাবে বা শান্তি ও নিরাপত্তার দিক থেকে ইসলামী সমাজ যেন দৃঢ়তা লাভ করতে না পারে। মুসলমান রাষ্ট্র সমূহের কর্ণধার এবং তাদের লালিত পালিত আলেমরা ইসলামী শিক্ষাকে বোঝে না আর বোঝার চেষ্টাও

করে না। আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক প্রেরীত যুগের ইমাম এবং হিদায়াতদাতার কথা শুনার জন্য তারা প্রস্তুত নয়, যাকে স্বয়ং খোদা তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই যুগে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পৃথিবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য পাঠিয়েছেন। এর ফলশ্রুতিতে যা ঘটছে আর আমরা যা দেখছি তা আমি পূর্বেই বলেছি। ইসলাম, যা শান্তি এবং সুবিচারের সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে মহান পতাকাবাহী, যা মুসলিম সরকারকেও এই কথা বলে যে, শান্তি এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা ইসলামী সরকারের বা মুসলমান সরকারের সবচেয়ে মহান দায়িত্ব, তারা এই শান্তি এবং সুবিচারকে মারাত্মকভাবে পদদলিত করছে। আজকাল সকল মুসলমান দেশে যেসব ফিতনা এবং নৈরাজ্য বিরাজ করছে আর স্বার্থপররা সেটিকে যেভাবে কাজে লাগাচ্ছে এর কারণ হলো সরকার জনসাধারণের কল্যাণ এবং মঙ্গলার্থে কাজ করার পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থকে অগ্রগণ্য করে। আজ এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে হত্যা করছে। রাষ্ট্রপ্রধানদের মাঝে সহ্য এবং ধৈর্য্যের বৈশিষ্ট্য নেই। সম্প্রতি তুর্কিতে যে বিদ্রোহ হয়েছে, নিঃসন্দেহে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে এই বিদ্রোহ কোনভাবেই বৈধ বা যুক্তিযুক্ত নয়, এর কোন বৈধতা নেই, কিন্তু প্রত্যুত্তরে সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছে বা নিচ্ছে তা-ও পৈশাচিক। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যারা-ই সরকারের বিরোধী তারা সেই বিদ্রোহে কোন ভূমিকা না রাখলেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। অথচ এরা জানে বা এদের অতীতের অভিজ্ঞতা আছে যে, এর ফলে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। সত্বর হোক বা বিলম্বে হোক যুলুম এবং অন্যায় যদি অব্যাহত থাকে তাহলে প্রতিক্রিয়া অবশ্যই প্রকাশ পায়। আর এই প্রতিক্রিয়াকেই ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো কাজে লাগায় এবং সেই সুযোগ তারা লুফে নেয়। পরাশক্তিগুলো অস্ত্র বিক্রি করে আর উভয় পক্ষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে। ইরাক, লিবিয়া এবং সিরিয়াতে এসব কিছু দেখা সত্ত্বেও মুসলমান সরকারগুলো তা বোঝে না। যদি কুরআনের শিক্ষা নিয়ে চিন্তা ভাবনা বা প্রণিধান না করা হয়, যদি মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন না করা হয় তবুও যুক্তির দাবি হলো বুঝে শুনে পদক্ষেপ নেয়া। এটি দেখুন যে, মুসলমানদের মতভেদ বা তাদের দেশে যে অশান্তি এবং উৎকণ্ঠা আর ব্যকুলতা রয়েছে এটি কে কে ব্যবহার করছে বা এর ফলে কার লাভ হচ্ছে। কিন্তু এরা বোঝে না। সুতরাং এসব মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর জন্য এই দিনগুলোতে অনেক বেশি দোয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এদেরকে বিবেক বুদ্ধি দান করুন।

এছাড়া সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো পাশ্চাত্যে নিরীহ লোকদের হত্যা করার এক পাশবিক এবং নিষ্ঠুর কার্যক্রম হাতে নিয়ে ইসলামকে চরমভাবে দুর্নাম করার এক ধারার সূচনা করেছে। এটি অসম্ভব নয় যে, ইসলামকে দুর্নাম করার জন্য হয়তো ইসলাম বিরোধী অপশক্তিগুলোই অমুসলিম বিশ্বে এদের দ্বারা এমন কাজ করাচ্ছে যার ফলে ইসলামও বদনাম হবে আর এরাও সাহায্যের নামে এবং পৃথিবীকে সন্ত্রাসের হাত থেকে রক্ষার নামে এসব দেশে নিজেদের ঘাটি প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করবে।

যদি সঠিক ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকে তাহলে তাদের জানা উচিত, এটি কোন ইসলামী শিক্ষা নয় যে, নিরীহ লোকদের এভাবে হত্যা কর বা খুন কর, এয়ারপোর্ট এবং স্টেশন সমূহে মুসাফির আর শিশু ও মহিলা এবং বৃদ্ধ ও অসুস্থ্যদের হত্যা কর, গির্জায় গিয়ে সাধারণ মানুষ এবং পাদ্রিদের হত্যা কর। মহানবী (সা.) তো যুদ্ধে যে সেনাবাহিনী পাঠাতেন তাদেরকেও এই দিক-নির্দেশনা দিতেন যে, শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ, সন্ন্যাসী এবং পাদ্রীদেরকে হত্যা করবে না। বেসামরিক কোন মানুষকে হত্যা করবে না বা যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয় না কোনভাবেই তাদের ক্ষতি করবে না, হত্যা করা তো দূরের কথা। সুতরাং এটি কুরআনেরও শিক্ষা নয় আর মহানবী (সা.)-এরও শিক্ষা নয় এবং তিনি (সা.) ও তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীন আর সাহাবা রিজওয়ানুল্লাহ্ আলায়হিম, কারও আমল বা কর্ম থেকে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম রেখেছেন, আর এই নামই সন্ত্রাস, বলপ্রয়োগ এবং সহিংসতাকে তীব্রভাবে ধিক্কার জানায় এবং শান্তি ও নিরাপত্তার শিক্ষা দেয়। ইসলামের অর্থই হলো শান্তিতে বসবাস করা এবং অন্যের শান্তির বিধান বা ব্যবস্থা করা।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন,

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ

(সূরা ইউনূস ১০:২৬) আর আল্লাহ্ তা'লা শান্তি এবং নিরাপত্তা নিবাসের প্রতি আহ্বান জানান। একজন প্রকৃত মুসলমান, যে নামায পড়ে সে খোদার দয়া, করুণা এবং কৃপার ভিক্ষা চায়। কিন্তু যারা যালেম এবং অত্যাচারী তারা কুরআন মানেও না, কুরআনের ওপর প্রতিষ্ঠিতও নয় আর নামাযও পড়ে না। তারা এক নতুন ধর্ম এবং নতুন শরীয়ত উদ্ভাবন করেছে। যাহোক একজন প্রকৃত মুসলমান যখন এটি চায় অর্থাৎ নিরাপত্তা চায় এবং নামায পড়ে তখন সে দুষ্কৃতি, অহংকার এবং অনাচার ও কদাচার আর পাপাচারিতা থেকে মুক্ত থাকে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নামায মানুষকে অপছন্দনীয় বিষয়াদি এবং পাপাচার থেকে বিরত রাখে। এরপর ইসলাম বলে যে, সালামের প্রচলন কর আর শান্তির প্রচার ও প্রসার কর। সালাম বলা বা সালাম দেয়া শুধু মুসলমানদের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখতে বলা হয়নি। যদিও আজকাল পাকিস্তানের দেশীয় আইন আলেমদের প্রভাবাধীন হওয়ার কারণে এটিকেও তারা কুক্ষিগত করেছে বা মনোপোলাইয করেছে যে, মুসলমান ছাড়া অন্য কেউ সালাম বলতে পারবে না, আর আহমদীরা তো সালাম করার কোন অধিকারই রাখে না। মহানবী (সা.)-এর যুগে সবাইকে সালাম করা হতো বা সালাম দেয়া হতো। বিনা ব্যতিক্রমে সবাইকে সালাম করা হতো।

ইসলামের এই যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমি বললাম,তা শান্তির সাথে সম্পর্ক রাখে বাশান্তি প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্ক রাখে।আমি খুব সংক্ষেপে এগুলো তুলে ধরেছি। এর বিস্তারিত আলোচনায় যদি যান তাহলে যে কোন নির্দেশকেই নিন না কেন, ইসলাম শান্তি, নিরাপত্তা এবং মিমাংসার ধর্ম, সন্ত্রাসের ধর্ম নয়। পৃথিবীর মন যদি জয় করতে হয়, ইসলামকে যদি পৃথিবীতে প্রচার ও প্রসার আর বিস্তার করতে হয় তাহলে তা কেবল ইসলামের আকর্ষনীয় শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। সহিংসতা, কট্টরপন্থা, উগ্রতা এবং আলেমদের নিজেদের বানানো শিক্ষার মাধ্যমে তা কখনও সম্ভব নয়।

কিন্তু এই পথ কেবল তিনিই দেখাতে পারেন যাকে আল্লাহ্ তা'লা এই যুগের ইমাম নিযুক্ত করেছেন। সুবিচার তিনিই প্রতিষ্ঠা করতে পারেন যাকে আল্লাহ্ তা'লা সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায় বিচারক এবং হাকাম ও আদাল হিসেবে পাঠিয়েছেন। ইসলামের সুন্দর শিক্ষা তিনিই প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন যাকে আল্লাহ্ তা'লা এই কাজের জন্য নিযুক্ত করেছেন। আমরা আহমদীরা সৌভাগ্যবান যে, আমরা যুগ ইমাম এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ আর যুগ মাহদীকে মেনেছি। পৃথিবীতে যে যুলুম হচ্ছে আমরা সেই যুলুমের ঊর্ধ্বে বা বাইরে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, ইসলাম স্বীয় শিক্ষাকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে, প্রধানত আল্লাহ্‌র অধিকার বা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। আর দ্বিতীয়ত বান্দাদের প্রাপ্য বা বান্দাদের অধিকার। আল্লাহ্‌র অধিকার হলো তাঁর ইতায়াত বা আনুগত্যকে আবশ্যক জ্ঞান করা। আর বান্দার অধিকার বলতে বুঝায় আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা। শুধুমাত্র ধর্মীয় বিরোধের কারণে কাউকে কষ্ট দেয়ার রীতি মোটেই ভালো নয়। সহানুভূতি এবং সুন্দর সামাজিক জীবন যাপন করা এক বিষয় আর ধর্মীয় বিরোধিতা ভিন্ন বিষয়। মুসলমানদের সেই শ্রেণী যারা জিহাদ সম্পর্কে ভ্রান্তিতে নিপতিত তারা কাফিরদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা বৈধ জ্ঞান করে বরং তারা আমার সম্পর্কেও ফতোয়া দিয়ে রেখেছে যে, এর ধন-সম্পদ লুটপাট কর। অ-আহমদী আলেমদের এই ফতোয়া জামাতের বিরুদ্ধে আজও বলবত রয়েছে। এরা ফতোয়া দিয়ে রেখেছে যে এদের ধন-সম্পদ অর্থাৎ আহমদীদের এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ধন-সম্পদ লুটে নাও, বরং তাদের স্ত্রীদেরকে বের করে নিয়ে যাও। অথচ ইসলামে কখনও এমন নোংরা শিক্ষা দেয়া হয়নি। এটি সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ এক ধর্ম। অথবা আমরা এভাবে বলতে পারি যে, যেভাবে পিতা তার পিতৃত্বে কোন অংশীদারিত্ব পছন্দ করেন না এবং চান যে, তার সন্তানরা যেন পরস্পরকে ভালোবাসে, আর এটি চান না যে, তারা পরস্পরকে হত্যা করবে, অনুরূপভাবে ইসলামও যেখানে এটি চায় যে, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা হবে না, সেখানে ইসলাম এটিও চায় যে, মানব জাতির মাঝে যেন পারস্পরিক প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা এবং ঐক্য বজায় থাকে।

সুতরাং এটি হলো সেই শিক্ষা যা অবলম্বন করে মুসলমানরা বিশ্বে ইসলামের মাহাত্ম্য এবং প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। অর্থাৎ তারা খোদার অধিকারও প্রদান করবে এবং পারস্পরিক প্রাপ্যও দেবে আর ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে থেকে মানব জাতির মাঝে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা সৃষ্টির চেষ্টা করবে। অন্যায়ের ভিত্তিতে যুলুম করে নিরীহ লোকদের হত্যার পরিবর্তে ইসলামের শান্তি ও নিরাপত্তার তরবারির মাধ্যমে মন জয় করে খোদা এবং রসূলের চরণে মানুষকে উপস্থিত করুন। আত্মঘাতি হামলা করে বা যুলুম ও অন্যায় করে খোদাকে অসন্তুষ্ট করার পরিবর্তে তাঁর স্নেহ, ভালোবাসা আর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করুন। ইসলামের ক্রোড় এবং কোলকে পিতৃস্নেহ এবং রহমতের ছায়া স্বরূপ করুন। নিজেদের অন্যায় কর্মকান্ডের মাধ্যমে ইসলামের ওপর আপত্তিকারী এবং হামলাকারীদের আর সুযোগ দেবেন না। যদি এরা বিরত না হয় তাহলে স্মরণ রাখবেন যে, জাগতিক উপায় উপকরণ আর হামলা ও আক্রমনের মাধ্যমে তারা কখনও পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার এবং প্রসার করতে পারবে না। আর আহমদীদেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রতিটি হামলা এবং আক্রমন যা এই বিভ্রান্ত শ্রেণী ইসলামের নামে করছে তা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি নিজেদের দায়িত্ব পালনের প্রতি আমাদের মনোযোগী করা উচিত। প্রতিটি এমন কর্ম যার মাধ্যমে ইসলাম দুর্নাম হয় বা ইসলামের বদনাম হয় এরপর আমাদের পৃথিবী বাসীকে জানাতে হবে যে, আমার ধর্মের ভিত্তি হলো শান্তি এবং সৌহার্দ্য আর নিরাপত্তার ওপর। আমাদের প্রত্যেককে এই কথা বলতে হবে। যদি ইসলামের অনুসারীদের কেউ এমন করে যা শান্তি এবং নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে বা ধ্বংস করে তাহলে তা সেই ব্যক্তি বা সেই গোষ্ঠির ব্যক্তিগত এবং স্বার্থপরতামূলক আচরণ হবে। ইসলামী শিক্ষার সাথে এর দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে অবৈধ কাজ। এর দায়-দায়িত্ব সেই সকল লোকদের ওপরই বর্তায় যারা এমন অপকর্ম করে। ইসলামী শিক্ষার ওপর তা বর্তাতে পারে না। এটি খোদার পরম কৃপা এবং অনুগ্রহ যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত পৃথিবীর সকল দেশে এই কাজের জন্য চেষ্টা করে চলেছে। আর এখন খোদার কৃপায় প্রচার মাধ্যমের সুবাদে এর ভালো বা ইতিবাচক প্রভাবও পড়ছে। তাদের কলাম লেখকরা নিজেরাই লেখে, আর ফ্রান্সে নির্দয়ভাবে যে পাদ্রীকে হত্যা করা হয়েছে তার পরপরই এক কলাম লেখক লিখেছে যে, এই যে কাজ, এটি এই কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে যে, পৃথিবীতে ধর্মীয় যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু সেই কলাম লেখক নিজেই লিখেছেন যে, কিন্তু সত্য এটি নয় বা এমন নয়। এটি ধর্মের ছদ্মাবরণে স্বার্থপর শ্রেণী এবং মনস্তাত্ত্বিক রোগীদের যুদ্ধ। পোপ সাহেবও খুব ভালো বিবৃতি দিয়েছেন যে, নিঃসন্দেহে এটি এক আন্তর্জাতিক যুদ্ধে পর্যবসিত হয়েছে কিন্তু

এটি কোন ধর্মীয় যুদ্ধ নয় বরং এটি স্বার্থের দ্বন্দ। সেসকল লোকদের যুদ্ধ যাদের স্বার্থ রয়েছে এর পেছনে। কেননা কোন ধর্ম অন্যায় এবং যুলুমের শিক্ষা দেয় না। এখন পর্যন্ত অমুসলিমরা নিজেরাই নিজেদের লোকদের বোঝাচ্ছে বা নিয়ন্ত্রণ করছে কিন্তু এই যুলুম এবং নির্যাতন যখন সীমা ছাড়িয়ে যাবে তখন মানুষ প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করবে। তাই আমাদের দায়িত্ব বহুগুণ বেড়ে গেছে যেন আমরা ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করি।

যাহোক একদিকে এই হলো চিত্র কিন্তু অপর দিকে এমন শ্রেণীও রয়েছে যাদের কাছে আমাদের সঠিক বাণী এবং শিক্ষা পৌঁছানো হয়েছে। কিন্তু তারা এর উল্টো অর্থ করার চেষ্টা করে বা নেতিবাচক ও নেগেটিভ অর্থ করার চেষ্টা করে। একজন আমাকে লিখেছেন যে, এক ব্যক্তি, যে সম্ভবত মুর্তাদ হয়ে গেছে বা ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে, আমার বরাতে একটি টুইট করেছে আর আমার ছবিও হয়তো তাতে দিয়েছে যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম আর রসূলে করীম (সা.) যুলুম এবং বর্বর আচরণ করতে বারণ করেছেন। কিন্তু এরপর সে নিজের পক্ষ থেকে তীর্যক এবং হাস্যকর পন্থা অবলম্বন করতে গিয়ে লিখেছে যে, এই নির্দেশ মহিলাদের জন্য নয়, যারা ইসলাম ছেড়ে দেয় বা মুর্তাদ হয়ে যায় তাদের জন্য নয়, অমুক কাজের জন্য নয় আর অমুক কাজের জন্য নয়। অতএব এমন মানুষও আছে, যখন এরা দেখে যে, ইসলামের শান্তি প্রিয়তার যে চিত্র জামাতে আহমদীয়া তুলে ধরে এর মাধ্যমে মানুষের ওপর প্রভাব পড়ছে, তখন এরা সেই প্রভাবকে নষ্ট করার চেষ্টা করে। আজকাল যে বিভিন্ন সোশাল মিডিয়া রয়েছে, টুইটার, ফেইসবুক ও অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করে যা প্রচার করা হয়, এতে লক্ষ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত তা পৌঁছে যায়। তো এমন লোকদের ওপর দৃষ্টি রাখাও আমাদের জন্য আবশ্যক, আর তাদের উত্তর দেয়া বা তাদের খন্ডন করাও আমাদের দায়িত্ব।

অতএব পৃথিবীর মানুষের কাছে ইসলামের সত্যিকার বাণী পৌঁছানোর প্রেক্ষাপটে এখনও আমাদের অনেক কাজ করতে হবে। যদিও জামাতে আহমদীয়ার মাধ্যমে পৃথিবী ইসলাম সম্পর্কে অনেকটা জেনে গেছে কিন্তু এখনও আমরা এটি বলতে পারি না যে, আমরা যথেষ্ট কাজ করে ফেলেছি। বিরোধিতার এই যুগে, যখন অমুসলিমদের পক্ষ থেকে ইসলামেরও বিরোধিতা হচ্ছে আর মুসলমানদের পক্ষ থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামাতেরও বিরোধিতা হচ্ছে, এতে আমাদেরকে পরম প্রজ্ঞা এবং শ্রমের ভিত্তিতে কার্যসাধন করতে হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামই হলো সেই ধর্ম যা পৃথিবীতে অবশ্যই বিস্তার লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ্। আর এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং পুনর্বাসন এখন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মাধ্যমেই হচ্ছে এবং হবে। খোদা তা'লা এটিই নির্ধারণ করে রেখেছেন। কিন্তু আমাদের চেষ্টা করা উচিত আর একই সাথে এই দোয়াও করা উচিত যে, এই উন্নতির দৃশ্য যেন আমরা আমাদের জীবনকালেই দেখতে পাই আর আমাদের দুর্বলতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি যেন এই উন্নতিকে দূরে ঠেলে না দেয়। সুতরাং নিজেদের দুর্বলতাকে ঢেকে রাখা এবং খোদার কৃপারাজিকে আকর্ষনের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে অনেক পরিশ্রম এবং দোয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আমি যেভাবে বলেছি, ইসলাম বিরোধী পাপাশক্তিগুলো আমাদের বিরোধী। আর নামধারী আলেমদের অন্ধ অনুকরণকারী মুসলমানরাও আমাদের বিরোধিতা করছে। কিন্তু প্রতিটি ভয় ও ভীতিকে পরাজিত করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনের পরিপূর্ণতার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। বিভিন্ন স্থানে জার্নালিস্ট বা সাংবাদিকরা প্রশ্ন করে থাকে, ইউরোপেও আমাকে এই প্রশ্ন করা হয়েছে, সুইডেনের সাম্প্রতিক সফরে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছেন যে, চরমপন্থী দলগুলো তোমাদের বিরোধিতা করে থাকে আর তোমাদের প্রাণ হুমকির মুখে, তোমরা কিভাবে কাজ করবে? আমি বললাম, সঠিক বলেছেন, আমার আশঙ্কা রয়েছে আর জামাতের সদস্যরাও হুমকির সম্মুখীন কিন্তু এই হুমকি আমাদেরকে আমাদের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারবে না। আশঙ্কা এবং বিপদ সবারই রয়েছে এবং সর্বত্র রয়েছে। আমি যেভাবে বলেছি তোমরাও হুমকির সম্মুখীন, এখানে আহমদী বা অমুসলিমের প্রশ্ন নয়। স্বার্থপর মানুষের এজেন্ডা যারা মেনে চলে না বা অনুসরণ করে না বা তাদের কথায় যারা সায় দেয় না তাদের জীবন নিঃসন্দেহে হুমকির সম্মুখীন। কিন্তু একই সাথে তারাও আহমদীদের বিরোধী যারা উগ্র জাতীয়তাবাদী বা যারা ইসলাম বিরোধী। তাই আমরা তো উভয় পক্ষ থেকে হুমকির মুখোমুখি। কিন্তু যাহোক এক মু'মিন এসব বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে আর ইনশাআল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদী ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

পৃথিবীর বিরাজমান পরিস্থিতির জন্য এবং সকল আহমদীর প্রতিটি অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার জন্য আর জামাতের সমষ্টিগতভাবে পৃথিবীর সর্বত্র দুষ্কৃতকারীদের দুষ্কৃতি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আমাদের দোয়া এবং সদকার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে এ দিকে দৃষ্টি থাকা চাই। আমি যেভাবে পূর্বেই বলেছি যে, পরিস্থিতি ক্রমশঃ অবনতিমুখর, আল্লাহ্ তা'লা দুষ্কৃতকারীদের দুষ্কৃতি তাদের মুখেই ছুড়ে মারুন যারা ইসলামকে দুর্নাম করছে। ইসলামের নামে যুলুম ও নির্যাতনের আশ্রয় নিয়ে খোদার ধর্মকে যারা বদনাম করছে বা দুর্নাম করছে আল্লাহ্ তা'লা অচিরেই তাদের পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন আর সকল সমস্যা এবং বিপদাপদকে তিনি দূরীভূত করুন। রসূলে করীম (সা.) দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে একবার বলেছেন যে, দোয়ার দ্বার যার জন্য খোলা হয়েছে তার জন্য যেন রহমতের দ্বার খুলে দেয়া হয়েছে। আর খোদার কাছে যা কিছু

যাচনা করা হয় তার মাঝে খোদার দৃষ্টিতে সবচেয়ে পছন্দনীয় হলো তাঁর কাছে নিরাপত্তার ভিক্ষা চাওয়া, তাঁর নিরাপত্তার বেষ্টনীতে আসার জন্য দোয়া করা। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, সেই পরীক্ষা যা এসে গেছে আর সেই পরীক্ষা যা এখনও আসেনি দোয়া এই উভয়ের মোকাবেলায় কাজে আসে বা কাজে দেয়। অতএব হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, দোয়ার রীতি অনুসরণ ও অবলম্বন করা তোমাদের জন্য অবধারিত। আরেকবার তিনি বলেন, খোদার কাছে বা খোদার দৃষ্টিতে দোয়ার চেয়ে বেশি সম্মানিত আর কিছু নেই।

এরপর মহানবী (সা.) সদকা খয়রাত বা আর্থিক কুরবানী সম্পর্কে বলেন যে, পরীক্ষা এবং অগ্নি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য সদকা খয়রাত কর। বরং তিনি (সা.) এটিও বলেছেন যে, সদকা খয়রাত করা বা আর্থিক কুরবানী করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। সাহাবীদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয় যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! যার কাছে কিছুই নেই সে কি করবে। তিনি বলেন, তার উচিত হবে নেক আদেশ-নিষেধ এবং ইসলামী শিক্ষা মেনে চলা, নেকী এবং পুণ্যের শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করা আর পাপ থেকে বিরত থাকা, এগুলোই তার জন্য সদকা।

কিন্তু এর অর্থ মোটেও এটি নয় যে, যে ব্যক্তি আর্থিক কুরবানী বা সদকা করে তার নেক কথা না মানলেও চলবে বা মন্দ কাজ থেকে সে যদি বিরত না থাকে তাহলে কি যায় আসে কেননা সে সদকা করেছে। না, কখনও নয়, এটি তো খোদার পক্ষ থেকে নিজের বান্দাদের প্রতি করুনা দৃষ্টি মাত্র যে, কারো যদি কোন উপায় না থাকে, কেউ যদি নিরুপায় হয়, আর্থিক স্বচ্ছলতা বা সঙ্গতি না থাকে তাহলে নেক কাজ করা আর মন্দ বিষয় থেকে বিরত থাকাই তার জন্য সদকা বলে গণ্য হয়। নতুবা কেউ যদি নেক কাজ না করে আর মন্দ কাজ থেকে বিরত না থাকে তাহলে তার আর্থিক কুরবানী বা আর্থিক সদকাও কোন কাজের নয়। যেভাবে লোক দেখানো নামায কোন গুরুত্ব রাখে না আর এরূপ নামাযীদের মুখেই তা ছুড়ে মারা হয় একইভাবে এমন সদকারও কোন গুরুত্ব থাকে না বা গুরুত্ব নেই। একজন মু'মিনের কাছে এটিই আশা করা হয় যে, সে যখন সদকা করে, দোয়া করে, তার প্রতিটি কাজকেও সে খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত করার চেষ্টা করবে। এই অবস্থা যখন হয় তখনই তা খোদার কৃপা বা অনুগ্রহরাজি আকর্ষণের কারণ হয় আর বিপদ-আপদ এবং সমস্যা থেকে মানুষকে রক্ষা করে। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার বলেন যে, দোয়া এবং সদকার মাধ্যমেই বিপদ-আপদ দূরীভূত হয়। এরপর দোয়া গৃহীত হওয়ার অবস্থা কেমন হওয়া উচিত, এ সম্পর্কে তিনি বলেন, দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য একটি আবশ্যকীয় বিষয় হলো মানুষের নিজের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করা। যদি পাপ থেকে বিরত থাকতে না পারে, খোদার নির্ধারিত সীমাকে যদি সে লঙ্ঘন করে তাহলে দোয়ায় কোন কার্যকারিতা বাকী থাকে না।

সুতরাং আমাদের খোদার নির্ধারিত সীমা পরিসীমার মাঝে থেকে দোয়া এবং আর্থিক কুরবানী করা আর সদকার ওপর জোর দেয়ার অধিক চেষ্টা করতে হবে, তবেই আমরা ক্রমাগতভাবে খোদার কৃপাভাজন হতে পারি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার দোয়ার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন, আমি সব সময় দোয়া করি কিন্তু তোমাদেরও সর্বদা দোয়ায় রত থাকা উচিত। নামায পড় আর তওবা করতে থাক। যদি এমনটি হয় তাহলে খোদা তা'লা নিজেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। পুরো ঘরে এক ব্যক্তিও যদি এমন থাকে তাহলে তার কল্যাণে খোদা তা'লা অন্যদেরও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। যাদের বিশেষ ঈমান থাকে খোদা তাদের প্রতি স্নেহের সাথে দৃষ্টি দেন এবং তিনি নিজেই তাদের হিফাযত করেন। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কখনও কোন সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবানের প্রতি অবিশ্বস্ত হন না। সারা পৃথিবীও যদি তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তবুও তারা তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা মহা শক্তির আঁধার। মানুষ ঈমানের শক্তিবলে তাঁর নিরাপত্তার ছায়ায় স্থান পায়, তাঁর শক্তি এবং ক্ষমতার বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ দেখে এবং কোন লাঞ্ছনা তখন আর তাকে স্পর্শ করতে পারে না। স্মরণ রেখ, খোদা তা'লা সবচেয়ে শক্তিশালীর চেয়েও বেশি শক্তিশালী বরং তিনি যা করতে চান তা করার পুরো ক্ষমতা রাখেন। আন্তরিকভাবে নামায পড়, দোয়ায় নিয়োজিত থাক আর নিজের সকল আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের এই শিক্ষাই দাও। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে খোদামুখী হয়ে যায় তার কখনও কোন ক্ষতি হয় না। ক্ষতির মূল হলো পাপ।

সুতরাং আমাদের বিশুদ্ধ চিত্তে খোদার সামনে বিনত হওয়া এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, যেন তিনি সকল বিপদাপদ এবং সমস্যাকে দুরীভূত করেন আর শত্রুদের ব্যর্থ করেন। জামাতের বিরুদ্ধে বিরোধীদের প্রতিটি ষড়যন্ত্র এবং আক্রমণকে আল্লাহ্ তা'লা ব্যর্থ করুন। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনেও আমাদের কিছু দোয়া শিখিছেন যা আমাদের পাঠ করা উচিত এবং বুঝে শুনে পাঠ করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কুরআনে বিদ্ধৃত বিভিন্ন দোয়া সম্পর্কে আমাদেরকে পথের দিশা দিয়েছেন আর এই গূঢ় কথা শিখিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে যেই সমস্ত দোয়া শিখিয়েছেন তা এই উদ্দেশ্যেই শিখিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি বিশুদ্ধ চিত্তে এই দোয়াগুলো করে তাহলে খোদা তা'লা তা গ্রহণ করবেন। সুতরাং বিপদাপদ দুরীভূত হওয়া এবং অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার জন্য এই কুরআনী দোয়া সমূহের ওপর আমাদের জোর দেয়া উচিত। কুরআন করীম আমাদেরকে একটি দোয়া শিখিয়েছে যা সচরাচর আমরা নামাযেও

পাঠ করে থাকি। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এটি বেশি বেশি পড়ার প্রতি গভীরভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। সেই দোয়া হলো,

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

(সূরা আল্-বাকারা: ২০২) অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ইহজাগতিক কল্যাণেও ভূষিত কর এবং পারলৌকিক কল্যাণেও ভূষিত কর আর আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মানুষ ব্যক্তিগত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দু'টো বিষয়ের মুখাপেক্ষি। একটি হলো ইহজাগতিক সংক্ষিপ্ত জীবন এবং এতে যে সমস্ত সমস্যা, বিপদাপদ ও পরীক্ষার সে সম্মুখীন হয় তা থেকে নিরাপদ থাকা। আর দ্বিতীয় হলো অনাচার, কদাচার, পাপাচারিতা এবং আধ্যাত্মিক ব্যাধি যা তাকে খোদা থেকে দূরে ঠেলে দেয়, সেগুলো থেকে মুক্তি পাওয়া। ইহজাগতিক কল্যাণ হলো দৈহিক হোক বা আধ্যাত্মিক, সকল প্রকার বিপদ-আপদ, নোংরা জীবন এবং লাঞ্ছনা থেকে সে যেন মুক্ত থাকে।

وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

-র অন্তর্গত পারলৌকিক ফল এবং কল্যাণরাজিও ইহজাগতিক নেকী এবং পুণ্যেরই ফল। মানুষের যদি জাগতিক কল্যাণরাজি লাভ হয় তাহলে তা পরলোকের জন্য একটা ভাল লক্ষণ হিসেবে গণ্য হতে পারে। আর আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করার যে বিষয়টি রয়েছে সে সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি শুধু সেই অগ্নিই নয় যা কিয়ামত দিবসে হবে। এই পৃথিবীতেও সহস্র সহস্র প্রকার অগ্নি রয়েছে। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, বিভিন্ন প্রকার দুশ্চিন্তা, ভয়ভীতি, আত্মীয়-স্বজনের সাথে লেন-দেন, রোগ-ব্যাধি এইসব বিষয় এর অন্তর্গত। মু'মিন দোয়া করে যে, সকল প্রকার অগ্নি থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। এরপর রয়েছে, অবিচলতা এবং দৃঢ়চিত্ততার জন্য দোয়া। অনেক সময় পরিস্থিতি অবনতি মুখর হয়, পরীক্ষা আসে, মানুষ অবিচল থাকতে পারে না। তাই আমাদেরকে অবিচলতার দোয়া শিখানো হয়েছে, শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য লাভের দোয়া শিখানো হয়েছে, আর সেই দোয়া হলো-

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ اِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

(সূরা আলে ইমরান: ১৪৮)

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! আমাদের দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা ও আমাদের কার্যকলাপে সীমালঙ্ঘন ক্ষমা কর, আমাদের অবিচল কর, দৃঢ়চিত্ত কর আর কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলেন,

জানা কথা যে, খোদা তা'লা যদি পাপ ক্ষমা না করতেন বা ক্ষমাকারী না হতেন তাহলে এমন দোয়া তিনি আদৌ শিখাতেন না। পুনরায় কুরআনে আরেকটি দোয়া রয়েছে যে,

رَبِّ اِنِّيْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

(সূরা আল্-কাসাস: ২৫)

অর্থাৎ হে খোদা! তোমার কল্যাণরাজি হতে যা কিছু আমার প্রতি অবতীর্ণ কর নিশ্চয় আমি তার ভিখারী। এই দোয়াও আমাদের করা উচিত। কুরআনে এমন আরো অনেক দোয়া রয়েছে যা খোদার কৃপাবারী আকর্ষণের জন্য আমাদের সব সময় পড়া উচিত। আমি যেভাবে বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, খোদা তা'লা কুরআন শরীফে যেসব দোয়ার উল্লেখ করেছেন তা করার উদ্দেশ্য হলো মানুষ যদি বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহ্‌র কাছে এই দোয়াগুলো করে তাহলে আল্লাহ্‌তা'লা সেইসব দোয়া গ্রহণের জন্য প্রস্তুত। এরপর রসূলে করীম (সা.)-এরও দোয়া রয়েছে। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরও বিভিন্ন দোয়া রয়েছে। এক দোয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার প্রতি ইলক্বা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই দোয়া শিখিয়েছেন। আর সেই দোয়া হলো, 'রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হ্‌ফাযনী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী'।

তিনি বলেন, আমার হৃদয়ে এই প্রেরণা সঞ্চার করা হয়েছে যে, এটি ইসমে আযম, এগুলো সেই শব্দ, যে ব্যক্তি এগুলো পড়বে সে সকল বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

আল্লাহ্ তা'লা সমষ্টিগত ভাবে বা সামগ্রিকভাবে জামাতের সদস্যদেরকে মোটের ওপর সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন, বিরোধিদের অনিষ্ট এবং দুষ্কৃতি তাদের মুখেই ছুঁড়ে মারুন, মুসলমানদেরও আল্লাহ্ তা'লা বিবেক বুদ্ধি দিন, তারা যেন খোদার প্রেরীত ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে পারে আর ঐক্যবদ্ধ উম্মত হিসেবে ইসলামের শান্তিপূর্ণ এবং সুন্দর শিক্ষাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচার করতে পারে।

নামাযের পর আমি তিনটি জানাযা পড়াব। একটি হলো জনাব ইয়োন ওয়ারনান সাহেবের জানাযা যিনি বেলীযের অধিবাসী। সম্প্রতি ৪৯ বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি বেলীয জামাতের প্রাথমিক আহমদীদের একজন। ইন্তেকালের পূর্বে সেক্রেটারী তবলীগ হিসেবে কাজ করছিলেন। ২০১৪ সালে যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করেন। খুবই নিবেদিত প্রাণ আহমদী ছিলেন। আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ আহমদী ছিলেন। যদিও তিনি মাত্র স্বল্পকাল পূর্বেই বয়আত করেছেন কিন্তু জামাতের সাথে তার এমন আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল যা হয়তো অনেক পুরনো আহমদীর মাঝেও পাওয়া যাবে না। খোদা তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আর এমন নিবেদিত প্রাণ আহমদী আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আরো দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা সৈয়দ নাদের সৈয়দাঈন সাহেবের যিনি রাবওয়ার নাসের ফায়ার রেসকিউ সার্ভিসের ইনচার্জ ছিলেন। তিনি গোলাম সৈয়দাঈন সাহেবের পুত্র। ২০১৬

সনের ২৩শে জুলাই তারিখে ইসলামাবাদে ৫৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হৃৎপিন্ডের রক্তনালীতে রক্ত জমে যাওয়ার কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার দাদী ১৯০৫ সনে কুহাট থেকে পত্র লিখে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.-এর কাছে বয়আত করেছিলেন। কিন্তু ঘরের অন্যান্যরা তখন আহমদী হয়নি। সৈয়দ নাদের সৈয়দাঈন সাহেব ১৯৮২ সনে নিজেই গবেষণা করে বয়আত করেন। তিনি করাচীতে বিএসসি করেন, এরপর সেখানেই অর্থাৎ করাচীতেই বসতি স্থাপন করেন। ১৯৭৯ সালে করাচী থেকে ইসলামাবাদ স্থানান্তরীত হন। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার জেলা পর্যায়ে বেশ কিছু বিভাগে খিদমত করার সুযোগ হয়েছে তার। জেলার মোহতামিম ছিলেন। খিদমতে খালকের কাজ করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় মেডিক্যাল ক্যাম্প লাগানোর সৌভাগ্য হয়েছে তার। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ইসলামাবাদ জেলার রাইটার ফোরামের ইনচার্জের দায়িত্ব পালনেরও সৌভাগ্য হয়েছে তার। এরপর তিনি ইসলামাবাদ থেকে রাবওয়া স্থানান্তরীত হন। ২০০০ সনে জীবন উৎসর্গ করেন। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার অধীনস্ত দমকল বাহিনী নাসের ফায়ার এন্ড রেসকিউ সার্ভিস বিভাগের তিনি ইনচার্জ ছিলেন। স্পোর্টস কম্লেক্স-এরও তিনি ইনচার্জ ছিলেন। জুডো, ক্যারাটে ও মার্শাল আর্টের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি, এতে খুবই দক্ষ ছিলেন এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রসিদ্ধ মার্শাল আর্ট এক্সপার্ট ছিলেন। তিনি অন্যান্য দেশেও এই ক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। রাবওয়াতেও তিনি খোদ্দামদের বা অল্প বয়স্ক ছেলেদের মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। খিলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্ক ছিল, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে খিদমত করতেন। খুবই সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তার মাঝে সব সময় হাসী মুখে থাকার এক বৈশিষ্ট্য ছিল, স্বাস্থ্য যতই খারাপ হোক আর সমস্যা যতই ভয়াবহ হোক না কেন সব সময় হাসি-খুশি থাকতেন। খোদা তা'লা পরকালেও তার সাথে এমনই ব্যবহার করুন যা তার জন্য এবং তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও আনন্দের কারণ হবে। আল্লাহ্‌র ফযলে তিনি মূসী ছিলেন। রাবওয়াতেই কবরস্থ হয়েছেন। স্ত্রী ছাড়া তার পিতা-মাতাও জীবিত আছেন। তিনি তিন কন্যা এবং তিন পুত্র রেখে গেছেন। তার এক ছেলে মাদ্রাসাতুল হিফযে কুরআন হিফয করছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

তৃতীয় জানাযা জনাব নযীর আহমদ আইয়ায সাহেবের যিনি আমেরিকার নিউইয়র্ক জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। গত ২৩ জুলাই ২০১৬ সনে ৬৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি ১৯৪৭ সনের ২৩ মে তানজানিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সনে নিউইয়র্ক স্থানান্তরীত হন আর জামাতী কাজে অংশগ্রহণ আরম্ভ করেন। প্রথমে সেক্রেটারী মাল, এরপর ৩৫ বছর পর্যন্ত নিউইয়র্ক জামাতের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। প্রত্যেক মাসে একবার জামাতের মুবাল্লিগের সাথে নিউইয়র্কের বিভিন্ন নামাজের কেন্দ্রে যেতেন। আর্থিক কুরবানী এবং সকল আর্থিক তাহরীকে অংশ নেয়ার চেষ্টা করতেন। রীতিমত ই-মেইল ও চিঠি-পত্রের মাধ্যমে কুরবানীর প্রতি জামাতের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। সানন্দে এবং দায়িত্ববোধের চেতনা নিয়ে জামাতের কাজ করতেন। সচরাচর যুবকদের প্রশিক্ষণও দিতেন। অনেক সময় কর্মকর্তারা কর্মীদের দ্বিতীয় লাইন প্রস্তুত করে না কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য হলো যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করতেন, যেন তারা জামাতের খিদমতে অগ্রগামী থাকে এবং এগিয়ে আসে। মসজিদে বা কেন্দ্রে যুবক যুবতীদের আনার ব্যবস্থা করে রেখেছেন, খেলাধুলা বা অন্যান্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন যেন আজকালকার যুবকদের মনোযোগ আকৃষ্ট থাকে এবং তারা পথ হারিয়ে না বসে। রীতিমত প্রত্যেক রোববার পুরুষ ও মহিলাদের তালিমী ক্লাসের ব্যবস্থা করতেন। তাহের একাডেমী নামে সেখানে এটি জারী রয়েছে। হিউম্যানিটি ফার্স্ট নিউইয়র্কের তিনি ডাইরেক্টর ছিলেন এবং এ ক্ষেত্রেও তিনি অনেক কাজ করেছেন। প্রেসিডেন্ট হয়েও তিনি সকল প্রকার কাজ করতেন, প্রয়োজনে কেন্দ্রে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজও তিনি নিজে করতেন আর ময়লা-আবর্জনা উঠিয়ে বাহিরে ফেলে আসতেন। নামাযের প্রতি গভীর একাগ্রতা ছিল, মাকবেরা মুসীয়ান নিউইয়র্কে তিনি কবরস্থ হয়েছেন। শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্য হিসেবে তিনি তার স্ত্রী এবং একমাত্র কন্যা আসমা আইয়ায সাহেবাকে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, মাগফিরাত করুন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) একবার তাকে বলেছিলেন যে, আপনি আমেরিকার জামাতগুলোর জন্য এক আদর্শ প্রেসিডেন্ট, আমার দোয়া থাকবে যে, সব সময় যেন আপনি এমনই থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা করুন, এমন প্রেসিডেন্ট যেন আমাদের সামনে আরো আসে। তিনি ৩৫ বছর পর্যন্ত জামাতের নিষ্ঠাবান প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন।

আমেরিকার আমীর সাহেব এবং নায়েব আমীর সাহেবও লিখেছেন যে, পরম বিনয়ের সাথে তিনি জামাতের কাজ করতেন। প্রশাসনিক কাজে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অংশ নিতেন আর জামাতের সদস্যদের সাথে মিলে সাধারণ কর্মীর ন্যায় কাজ করতেন, শুধু কর্মকর্তা সেজে বসে থাকেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। নামাযের পর যেভাবে বলেছি আমি তাদের সকলের গায়েবানা জানাযা পড়াব।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

দোয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মোহাম্মদ উসমান গনি
ছাত্র : জামেয়া, ৩য় বর্ষ

দোয়া আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, 'ডাকা' এবং ব্যাপক অর্থে এর অর্থ হচ্ছে, যাচনা করা বা সাহায্য চাওয়া। দোয়া কী? দোয়া হচ্ছে কাউকে নিজের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করার নাম। অর্থাৎ দোয়া হচ্ছে, আমাদের নিজেদের বিপদাপদের সময় বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লার সদয় দৃষ্টি হওয়াকে বুঝায়। দোয়া কী? এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর পুস্তক বারাকাতুদ দোয়াতে বলেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর সহজ সরল নেক বান্দার মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ সুলভ ইতিবাচক সম্পর্কের নাম দোয়া। আল্লাহ্‌র করুণা ও আন্তরিকতা তাতে সাড়া দেয়, আর ক্রমান্বয়ে তাতে নৈকট্য দান করতে থাকেন। দোয়ার মাধ্যমে এই সম্পর্ক এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় এবং এমন এক বৈশিষ্টপূর্ণ রং ধারন করে, যা আশ্চর্যজনক ফলাফল সৃষ্টি করে।

আমাদের প্রিয় নবী বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "আদ-দোয়ায়ো মুখ্‌খুল ইবাদাত।" অর্থাৎ দোয়া হচ্ছে ইবাদতের সারাংশ। এবার চলুন দেখা যাক দোয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কি বলা আছে।

দোয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআনের মহান বাণী ঃ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

এবং যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন (হে মুহাম্মদ [সা.] তুমি বল) নিশ্চয়ই আমি (তাদের) নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই, যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। অতএব, তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ পায়। (সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৭)

এ আয়াতে মহান রাব্বুল আলামীন মানুষের জন্য সুখবর দিয়ে রেখেছেন যে, তিনি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেন অর্থাৎ দোয়া কবুল করেন। আর আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতে এটিও বলেছেন যে, আমি তো দোয়া কবুল করব কিন্তু এর একটি শর্ত আছে। এবং এই শর্তটি হচ্ছে তাঁর ডাকে সাড়া দেয়া এবং তাঁর ওপর ঈমান আনা। আসলে এ দু'টি শর্তের মাধ্যমে বুঝায় আল্লাহ্ তা'লার সকল আদেশ-নিষেধকে মেনে চলা। আর এর মধ্যে প্রধান কাজ হচ্ছে তাঁর প্রেরিত নবী-রসূলের প্রতি ঈমান আনা। তাহলে এ থেকে বুঝা যায় যে, সকল দোয়া বা প্রার্থনা কবুল করা হবে না। এখানে একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর এটি হচ্ছে, ইসলাম ধর্মের শেষ নবী শরীয়তধারী শেষ রসূল, কামেল মানব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বলে গিয়েছেন যে, আখেরি যুগে অর্থাৎ ঈমানশূন্য যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) আসবেন এবং তিনি ঈসা (আ.)-এর গুণে গুণান্বিত হবেন। তাঁকে মানতে হবে। এ কথার প্রতি জোর দিতে গিয়ে তিনি (সা.) বলেছেন,

"যখন তোমরা তাঁর (আ.)-এর সন্ধান পাবে তাঁর হাতে বয়আত করবে, যদি বরফের পাহাড়ের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা, আল-মাহদী।" (সুনানে ইবনে মাজা, বাব খুরুজুল মাহদী) আলহামদুলিল্লাহ্, তিনি (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ্ (আ.) এসে গেছেন এবং তিনি এসে মারাও গিয়েছেন। এখন বর্তমানে তাঁর (আ.) প্রতিষ্ঠিত জামাতের খেলাফত জারী আছে। এখন এ খেলাফতের ৫ম খলীফার যুগ চলছে। অতএব, রসূল (সা.) এর আদেশ মান্য করাও আল্লাহ্‌র আদেশ মান্য করার নামান্তর। এবং যারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদেশ মান্য করবে না অর্থাৎ যুগের মসীহ্ এর ওপর ঈমান আনবে না তারা আল্লাহ্‌র আদেশও মান্য করবে না এবং আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার অনুযায়ী দোয়াও কবুল বা গ্রহণ করা হবে না। অতএব দোয়াকে কবুল করাতে চাইলে যুগের মসীহ্ (আ.) কে মান্য করা আবশ্যক।

পবিত্র কুরআনের অন্য একস্থানে আছে,

অর্থাৎ- অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর (এবং এর পরিবর্তে) আমি তোমাদের স্মরণ করব। এ আয়াতে যা বুঝানো হয়েছে, এটি আসলে ওপরের আয়াতের ব্যাখ্যারই নামান্তর।

দোয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অমূল্য বাণী ঃ

দোয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী বিশ্বনবী কামেল মানব যার সৃষ্টি না হলে পৃথিবীই সৃষ্টি হত না তিনি অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "দোয়া হচ্ছে ইবাদতের মগজ"। দোয়া ছাড়া তকদীর বা ভাগ্য পরিবর্তন হয় না। যখন কোন মুসলমান খোদার সমীপে দোয়া করে, তখন আল্লাহ্ তা'লা তিন অবস্থায় দোয়াকে কবুল করে থাকেন।

(১) হয় এটাকে ঐ অবস্থায় এ জগতেই কবুল বা গ্রহণ করেন।

(২) নতুবা এটাকে প্রার্থনাকারীর জন্য আখিরাতের ভান্ডার হিসেবে গ্রহণ করে নেন।

(৩) দোয়া ঐশী নীতি বা পরিকল্পনার কারণে যদি গ্রহণ করা না-ই হয়, তবুও এর কারণে প্রার্থনাকারীর জন্য আখিরাতের অনুরূপ কোন কষ্ট বা মন্দকে দূর করে দেন।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "তোমাদের জন্য দোয়া করা ও যাচনা করা আবশ্যকীয় কিন্তু দোয়া গ্রহণ করা ও ক্ষমা করা এটা আমার দায়িত্ব। (তিবরানী)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, "মানুষ যখন সিজদায় থাকে, তখন সে তার প্রভু-প্রতিপালকের সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করে, এজন্য সিজদায় সবচেয়ে বেশী দোয়া কর।" (মুসলিম শরীফ, কিতাবুস সালাত)।

অন্য এক জায়গায় মহানবী (সা.) বলেছেন যে, "যখন তোমরা দোয়া কর, তখন এ দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে দোয়া কর যে, আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তোমাদের দোয়া গ্রহণ করবেন বা শুনবেন। আর স্মরণ রেখো! খোদা তা'লা গাফেল ও বেপরোয়া হৃদয়ের কথা শুনেন না।" (সহীহ বুখারী)

হযরত সালমান ফার্সী (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি মহানবী (সা.)কে বলতে শুনেছি যে, তিনি (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময় ও অতি দয়াশীল। যখন কোন বান্দা তাঁর সমীপে দু হাত উঠিয়ে যাচনা করে, তখন তিনি এটাকে অপূর্ণ ও শূন্য অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান (তিরিমিযী কিতাবুত দাওয়াত)

অন্য এক জায়গায় হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, "তিন প্রকারের দোয়া নিঃসন্দেহে কবুল করা হয়ে থাকে (১) অত্যাচারিতের দোয়া (২) মুসাফের অর্থাৎ সফরকারীর দোয়া এবং (৩) সন্তান-সন্ততির জন্য তার বাবার দোয়া।" (তিরমিযী কিতাবুত দাওয়াত)।

অপর এক স্থানে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি চায় যে তার দোয়া যেন আল্লাহ্ তা'লা তার কষ্টের সময় কবুল করেন। তার উচিত, সে যেন তার সুখ-সাচ্ছন্দ্য ও তার নিরাপদ সময়ে বেশি বেশি দোয়া করে।" (তিরমিযী আবওয়াবুদ-দাওয়াত)

দোয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও তাঁর অমূল্য বক্তব্য ঃ

দোয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ ও হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেছেন, দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয়। এবং দোয়া মানুষকে অযৌক্তিক কথা-বার্তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেন, দোয়ার মাধ্যমে অসাধ্যকে সাধন করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে তিনি (আ.) অন্যত্র বলেন, "দোয়া এমন এক জিনিস, যা শুকনো খড়কেও সবুজ সতেজ করতে পারে এবং মৃতকেও জীবিত করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা তার বান্দার তকদীর ও ইচ্ছাকে সেভাবেই রেখেছেন, সে অনুযায়ী যে কোন পাপী ব্যক্তি যে ধরনের বিপদে বা কষ্টে নিপতিত হোক, দোয়া তাকে রক্ষা করতে পারে।" (আল হাকাম, ২৮ ফেব্রুয়ারী-১৯১৩)।

তিনি (আ.) আরও বলেন, "মনে রাখবে, দোয়া সেই অস্ত্র, যা এ যুগে বিজয় লাভের জন্য আমার হাতে দেয়া হয়েছে। হে আমার বন্ধুগণ! তোমরা কেবল এ দোয়ার অস্ত্র দিয়েই যুদ্ধে জয় লাভ করতে পার।"(তাযকেরাতুশ-শাহাদাতাঈন)।

তিনি (আ.) আরও বলেন, "প্রকৃতির যদি কোন বিধান থেকে থাকে, তা হলে দোয়াই সে বিধানের অংশ।" (বারাকাতুদ দোয়া পৃষ্ঠা-১১)

তিনি (আ.) আরও বলেন, আমার নিজের অভিজ্ঞতায় আমি দেখিয়াছি যে, আগুন বা পানি হইতেও দোয়া অধিকতর দ্রুত ও শক্তির সাথে কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি যত উপায় উপকরণ যোগাইতেছে, এর মধ্যে সবচাইতে অধিক শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ হল দোয়া, দোয়ার মত অন্য কিছু নাই।" (বারাকাতুদ দোয়া, পৃষ্ঠা ১৪)

দোয়ার প্রতি জোর দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সর্বদা দোয়াতে রত থাকে না এবং অতি বিনয়ের সাথে খোদাকে স্মরণ করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নয়।" (কিশতিয়ে নূহ)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেন, "সাপের বিষের ন্যায় মানুষের মধ্যেও বিষ রয়েছে আর এই বিষের প্রতিষেধক হলো দোয়া। এর মাধ্যমে উর্ধ্বলোক থেকে এক প্রস্রবন প্রবাহিত হয়। যে দোয়া থেকে গাফেল সে মারা গেছে, এক দিন ও রাত যে দোয়া থেকে শূন্য, সে শয়তানের নিকটবর্তী হয়ে গেছে। প্রতিদিন হিসাব নেয়া উচিত, দোয়ার হক্ব বা দায়িত্ব আদায় করতে পেরেছি কি না। (মলফুযাত, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৯১)

তিনি (আ.) আরও বলেন, "দোয়া এক প্রকার মৃত্যু। মৃত্যুর সময় যেভাবে

ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা কাজ করে, ঠিক সেভাবে দোয়ার ক্ষেত্রেও ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা থাকা আবশ্যকীয়।" (মলফুযাত, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫১৬)

তিনি (আ.) আরও বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত দোয়ার মাঝে সত্যিকার ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটা প্রভাবহীন ও বৃথা কাজ হবে।" (মলফুযাত, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা ৪৫৫)

তিনি (আ.) আরও বলেছেন যে, একমাত্র দোয়ার মাধ্যমেই আহমদীয়া তথা খাঁটি ইসলামের বিজয় সাধন বা অর্জন করা সম্ভব। আর এর জের ধরেই তো আমাদের প্রাণপ্রিয় বর্তমান খলীফা দোয়ার প্রতি জোর দেয়ার জন্য বারবার তাগিদ দিচ্ছেন। তাই আসুন আমরা দোয়ার প্রতি মনোযোগী হই।

খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল মুসলেহ মাওউদ (রা.) দোয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে একস্থানে বলেছেন, "আমার জামাতের এ ধরনের শত শত মুরব্বী বা মুয়াল্লেমের প্রয়োজন নেই যারা বাহাসে অর্থাৎ বিতর্কতে জয় লাভ করবে, কিন্তু আমার জামাতে এমন মুরব্বী মুয়াল্লেমের প্রয়োজন যারা খোদার সমীপে দোয়া করতে জানে।"

আমাদের প্রাণপ্রিয় বর্তমান খলীফা বলেছেন, "যদি কারো দোয়া গৃহীত না হয়ে থাকে তাহলে, উচিত হচ্ছে প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা করার সময় থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত চিন্তা করা এবং কোথায় ঘাটতি রয়েছে তা খুঁজে বের করা।"

দোয়া গ্রহণীয় হওয়ার সময় ঃ

কিছু কিছু এমন সময় রয়েছে যে সময়ে দোয়া গৃহীত হয়ে থাকে। আর সে সময়গুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

* রাতের শেষ ভাগে দোয়া গ্রহণীয় হওয়ার উপযোগী ও সর্বোত্তম সময়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, "আমাদের প্রভু-প্রতিপালক প্রত্যেক রাতে নিকটবর্তী আকাশে নেমে আসেন। যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কে আছে যে আমাকে ডাকছে যেন আমি তার ডাকে সাড়া দেই। কে আছে যে আমার কছে যাচনা করছে যাতে আমি দান করি। কে আছে যে, আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে যাতে আমি তাকে ক্ষমা করে দেই। (তিরমিযী কিতাবুত দাওয়াত)।

অন্য এক স্থানে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, "জুমুআর দিনে এমন একটি মুহূর্ত আসে, যখন কোন মুসলমানের এই মুহূর্তটি পাওয়ার সৌভাগ্য হয়, তখন সে যদি নামারত অবস্থায় থাকে এবং যে দোয়াই করবে তা নিঃসন্দেহে কবুল করা হবে। এবং তিনি (সা.) তাঁর হাতের ইশারার মাধ্যমে বলেছেন যে, এই মুহূর্তটি খুবই অল্প সময়ে জন্য হয়ে থাকে।" (মুসলিম কিতাবুল জুমুয়া)

* মহানবী (সা.) বলেছেন, "আযান ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া ব্যর্থ হয় না অর্থাৎ কবুল হয়।" (সহীহ বুখারী)

* সূর্য অস্ত যাওয়ার এবং উদিত হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ে দোয়া গৃহীত হয়ে থাকে।

* রমযানে ইফতারের পূর্ববর্তী সময়ের দোয়াও কবুল করা হয়ে থাকে।

দোয়া গ্রহণীয় হওয়ার শর্তবালী ঃ

দোয়া গ্রহণের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ– শর্ত রয়েছে, আর সেগুলো হচ্ছে ঃ (১) নিজের মধ্যে অর্থাৎ দোয়াকারীর মধ্যে এক আমুল পবিত্র পরিবর্তন সাধন করা। (২) দোয়া গ্রহণের জন্য দৃঢ় ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস, পূর্ণ মনোযোগ ও একাগ্রতা থাকা আবশ্যক। এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্ দোয়া কবুল করে থাকেন এবং এর ক্ষমতা অবশ্যই রাখেন। (৩) বান্দার মধ্যে বিনয় ও খোদার ভয় সৃষ্টি হওয়া আবশ্যকীয়। যেভাবে পবিত্র কুরআনে আছে, "তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালককে ভয়-ভীতির সাথে স্মরণ করো।"

(৪) দোয়ার জন্য শরীর, পোশাক, জায়গা ও বিছানাপত্র পুতপবিত্র ও পরিষ্কার হওয়া জরুরী। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন ও বান্দার নিকটবর্তী হন এবং সামান্যতম নোংরা থেকেও তিনি দূরে অবস্থান করেন।

(৫) এক হাদীসে বর্ণিত আছে, দোয়া উর্ধ্বালোকে ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে থেমে যায়। এবং ততক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করে যতক্ষণ পর্যন্ত দোয়ার সূচনায় ও উপসংহারে মহানবী (সা.) এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করা না হয়।

(৬) দোয়ার জন্য আশিসমন্ডিত স্থান বেছে নেয়া উচিত, কারণ এতে মনের মধ্যে অনেক প্রভাব ফেলে এবং এতে করে দোয়া গ্রহণীয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(৭) দোয়াতে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করা উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নামগুলোর দোহাই দিয়ে দোয়া করা উচিত।

(৮) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেছেন, "মনে রাখা দরকার, বিনয় ও কাতরতাই একমাত্র শর্ত নয়। অন্যান্য বহু শর্ত রয়েছে, যেমন ঃ ধার্মিকতা, পবিত্রতা, সত্যবাদিতা, সংশায়াতীত অটল থাকা, খোদাপ্রেম ও গভীর মনোনিবেশ ইত্যাদি।" (বারাকাতুদ দোয়া পৃষ্ঠা-১৬)

(৯) তিনি (আ.) আরও বলেন, "যিনি দোয়া করেন ও যার জন্য দোয়া করা হয়, তাদের উভয়েরই কতকটা ব্যক্তিগত যোগ্যতা থাকা দরকার, যা দোয়াকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে, যে পর্যন্ত না সেই উপযুক্ততা অর্জিত না হয়, সে পর্যন্ত দোয়া কবুল হওয়ার আশা করা যায় না, আর এই সব কিছুর ওপরে রয়েছে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। (বারাকাতুদ দোয়া পৃষ্ঠা-১৭)

দোয়া করার নিয়ম এবং দোয়া কবুল না হওয়ার কিছু বিশেষ কারণ ঃ

দোয়া কিভাবে করতে হবে তার কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। যে কেউ যে কোন পবিত্র জায়গা থেকে দোয়া করতে

পারবে। আর এ কারণে পবিত্র কুরআনে আছে, "তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালককে দাঁড়িয়ে, বসে ও শোয়া অবস্থায় স্মরণ করে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯২)

দোয়ার মাধ্যমে দোয়াকারীর হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ হয় এবং আল্লাহ্‌র সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কও গড়ে ওঠে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আছে, "শোন! আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।" (সূরা আর রাদ ঃ ২৯)

এবং আল্লাহ্ তা'লাকে যে কেউ যে কোন নামেই ডাকতে পারে কেননা এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আছে, "আর সকল সুন্দর নাম আল্লাহ্‌রই। অতএব, তোমরা তাঁকে এসব নাম ধরে ডাক।"

আমাদের দোয়া কবুল না হওয়ার পেছনের কারণ কী? এর উত্তর হচ্ছে সঠিক ভাবে দোয়া করতে না জানা। এখানে আমি এটি বলছি না যে, দোয়া করতে হলে নিয়ম-কানুন মানতে হবে কিন্তু দোয়া এমনভাবে করা উচিত, যাতে এতে আমাদের প্রয়োজনীয়তার প্রকাশ পায়। দোয়া করার জন্য বিনয়ী ও আবেগ-অনুভূতিশীল হওয়া আবশ্যক। কেননা, কেউ যদি দোয়া করার সময় বিনয়ী ও আবেগ-অনুভূতি দেখাতে না পারে তাহলে দোয়া গৃহীত হয় না। আর এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করার জন্য আমি একটি উপমা দিচ্ছি। ধরুন! আপনি কোন দুনিয়াভী বাদশাহর সামনে আপনার নিজের প্রয়োজনীয়তার জন্য কিছু চাচ্ছেন বা বলছেন এবং যে প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন সেটি যদি আপনি বিনয় ও আবেগানুভূতির সাথে প্রকাশ করতে না পারেন তাহলে বাদশাহ্ হয়তবা সাময়িক ভাবে এটি শুনবে কিন্তু এটি গ্রহণ করবে না এবং আপনার প্রয়োজনীয়তাও দূর করবেনা কেননা, মানুষের কথা বলার ধরনের মাধ্যমেই তার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা প্রকাশ পেয়ে থাকে। তাই দোয়া করার সময় এ বিষয়ের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

দোয়া গ্রহণীয় না হওয়ার আরও একটি প্রধান কারণ হচ্ছে পূর্ণ বিশ্বাস না থাকা এবং দোয়া অনুযায়ী কাজ না করা। ধরুন, যদি কোন কৃষক জমিতে ভাল ফসল ফলাতে চায় তাহলে তার উচিত জমিতে ভালভাবে চাষ দিয়ে ফসলের চারা রোপন করা। তারপর জমির সঠিক পরিচর্যা করা কিন্তু কৃষক শুধুমাত্র চাষ দিয়ে এবং চারা রোপন করেই মনে করে যে, এখন তো আমার কাজ শেষ এবং জমির আর কোন পরিচর্যা করার দরকার নেই। তাহলে কৃষকের এই ধারনা নিতান্তই ভুল ছাড়া কিছুই হবে না। কেননা আমরা জানি যে, জমিতে চারা রোপনের পর জমির আরও অনেক দেখাশুনা ও পরিচর্যা নিতে হয়। তাই কৃষক জমিতে কোন ফলন পাবে না। কারণ ফসলী জমির সঠিক পরিচর্যা না করলে ফলন হয় না বরং তা নষ্ট হয়ে যায়। দোয়াও ঠিক এরকমই। তাই আমাদের উচিত দোয়া অনুযায়ী কাজ করা এবং এর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা।

কিন্তু অনেক সময় প্রাকৃতিক বা আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী দোয়া গৃহীত হয় না। আর এ প্রসঙ্গে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "একটি আদরের সন্তান জলন্ত অঙ্গার কিংবা ছোট সাপ নিয়ে খেলবার জন্য যতই চিৎকার করুক না কেন, আর যত আকুতি-মিনতি করুক না কেন, সুধা বিষ পান করার জন্য জিদই করুক না কেন, মা কি তা করতে দিবে? কখনই না, বাচ্চার কাছে এগুলো যত আকর্ষণীয় হোক না কেন। মনে করুন, মা যদি এরূপ করেই বসে– আর শারীরিক কোন ক্ষতি নিয়ে বাচ্চা বেঁচে যায় তাহলে সেই শিশু বড় হয়ে মায়ের এই বোকামীর জন্য মায়ের বিরুদ্ধে অনুযোগ করতে থাকবে।" (বারাকাতুদ দোয়া, পৃষ্ঠা-১৭)

আমরা অনেক সময় না বুঝে অর্থাৎ যা আমাদের জন্য ক্ষতিকর তার জন্যও দোয়া করে থাকি কিন্তু মহান আল্লাহ্ তা'লা হচ্ছেন মহান ক্ষমতার অধিকারী ও মহান দয়াবান। তিনি যা চান তাই করতে পারেন কিন্তু তিনি তা করেন না কেননা, তিনি তার বান্দার প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল। তাই আসুন আমরা সঠিক ভাবে দোয়া করার চেষ্টা করি এবং সেই সাথে দোয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে অনুধাবন করার চেষ্টা করি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই তৌফিক দান করুন, আমীন।

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে নতুন সংযোজন করা হচ্ছে যে, এখন থেকে সকল আহমদী সদস্য যারাই লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক তারা প্রকাশক ও সম্পাদক বরাবর লেখা পাঠাবেন। সেক্ষেত্রে নিম্ন ঠিকানায় লিখতে হবে।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক ও সম্পাদক
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

হিমালয় কন্যাতে মনোমুগ্ধকর কিছু স্মৃতি

মোহাম্মদ কামরুল হাসান (আকবর)
সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশায়াত

কিছুদিন পূর্বে আমাদের ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত মোহতরম মাহবুব হোসেন সাহেবের কাছ থেকে জানতে পারলাম তিনি মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবকে নিয়ে আহমদনগর পঞ্চগড় সফরে যাবেন। উদ্দেশ্য হলো আঞ্চলিক ইশায়াত সম্মেলন করা। তখন আমি ভাবতে লাগলাম আমার B.C.S কোচিং না থাকলে আমিও যেতে পারতাম। যা হোক এই দুঃখ নিয়েই কয়েকদিন অতিবাহিত হলো। হঠাৎ তাদের যাত্রার আগের দিন আমাদের স্যার জানালেন যে, আগামী তিন দিনের মধ্যে কোন ক্লাস নেই। আমার তখন কিঞ্চিৎ সূর্যের আলোয়ে চিকচিক করছে। এই কথা আমাদের ইশায়াত দপ্তরের মুরুব্বী সাহেবকে বললাম। তিনি তৎক্ষণাৎ ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অনুমতি নিয়ে আমাকে তাদের সফর সঙ্গী করে নিলেন। এ সফরে আমাদের সাথে ছিলেন তারা হলেন– মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব, মোহতরম ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত সাহেব, মোহতরম ন্যাশনাল সেক্রেটারী জায়েদাদ সাহেব, খাকসার কামরুল হাসান (আকবর), মামুন-উর-রশিদ মুরুব্বী সিলসিলাহ্ এবং জামাতের একনিষ্ঠ খাদেম ড্রাইভার এস, এম সিরাজুল ইসলাম। এছাড়া ক্ষণিকের সফর সঙ্গী ছিলেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশতানাতা সাহেব। ২১ শে সেপ্টেম্বর ভোর ৫টা ১৭ মিনিটে আমরা রওয়ানা হই।

গুলশান ডিওএইচএস রাস্তার পাশে অপেক্ষা করছিলেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত সাহেব। তাঁকে আমরা গাড়ীতে নেই, আমরা গাড়ীর মধ্যে একে অন্যের সাথে আলাপ আলোচনা করি। আমাদের গাড়ী যখন আশুলিয়া পৌঁছায় তখন আমরা হালকা নাস্তা করি। ইশায়াত সেক্রেটারী সাহেব তাঁর ধানসিঁড়ি রেষ্টুরেন্ট থেকে আমাদের জন্য নাস্তা নিয়েছিলেন। তারপর আশুলিয়া বলিভদ্র নামক স্থানে ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশতানাতা সাহেব তাঁর বাড়ী যাওয়ার জন্য নেমে যান। সকাল বেলার ভ্রমণ অনেক আনন্দদায়ক। দুই পাশের মনোরম পরিবেশ আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে। আমরা সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে টাঙ্গাইল এলেঙ্গাতে গাড়ীর গ্যাস নেই এবং নাস্তা সেরে নেই। সকালের নাস্তা নিয়ে একটা মজার ঘটনা ঘটে। আমরা সবাই একসাথে নাস্তা খাচ্ছি। নাস্তার

বাংলাবান্ধা বর্ডারের সামনে সর্ববামে লেখক, মোহতরম মাহবুব হোসেন (ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত), মোহতরম মোবাশশেরউর রহমান (ন্যাশনাল আমীর), এস. এম. সিরাজুল ইসলাম, মোহতরম মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ (ন্যাশনাল সেক্রেটারী জায়েদাদ) এবং মামুন-উর-রশীদ

খাওয়ার শেষের দিকে সিরাজ ভাই আমাকে বললেন 'দশমাইল' গিয়ে দুপুরের ভাত খাব। আমি তখন অবাক হলাম যে, দশ মাইল যেতে তো ১৫/২০ মিনিট লাগবে। আম মনে করেছি যে, দশমাইল যাবার পর আমীর সাহেবকে বলব যে, আমি ভাত খাব না। অতঃপর দশমাইল যখন পৌঁছাই তখন বেলা বাজে ১.৩০ মিনিট। দশমাইল মূলত দিনাজপুরের একটি স্থানের নাম।

দশমাইলে ভাতগাঁও জামাতের সেক্রেটারী মাল সাহেব দাঁড়িয়েছিলেন ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সাথে সাক্ষাত করার জন্য। আমরা আসার পর তিনি আমাদের মেহমানদারী করেন। তারপর আমরা সেখানে'মালাইয়ের চা' পান করি। এর পরে মালাইয়ের চা বিভিন্ন স্থানে খেয়েছি কিন্তু দশমাইলের মত স্বাদ আর কোথাও পাইনি। বীরগঞ্জে আমরা মসজিদ পরিদর্শন করি। বীরগঞ্জের প্রেসিডেন্ট সাহেবের আইটি একাডেমি পরিদর্শন করি। রাস্তার দুই পাশের মনোরোম পরিবেশ আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে। রাস্তা পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে করতোয়া নদী আর এই নদী থেকে মানুষ জীবনবাজি রেখে বালু আর পাথর তুলছে। শ্রমিকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেই পাথর ঘাড়ে টেনে তুলে নৌকা বোঝাই করে। অবশেষে আমরা ৪টা ৩০ মিনিটে হিমালয়ের কন্যা পঞ্চগড় আঞ্জুমানে পৌঁছি। গাড়ী থেকে নেমে আমরা স্থানীয় প্রেসিডেন্ট ও মুরব্বী এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করি। তারপর গেষ্ট হাউজে বিশ্রাম নেই।

প্রথম দিন রাতে বৃষ্টি বাদল ও ভ্রমণে ক্লান্ত ছিলাম বলে আর কোথাও বের হইনি। ২য় দিন অর্থাৎ ২২ তারিখ ফজরের নামাযের পর নাস্তা সেরে সকাল ৮টার মধ্যে আমরা 'বাংলাবান্ধা'র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আহমদনগর থেকে বাংলাবান্ধার দূরত্ব ৫৫ কিলোমিটার। এই যাত্রা পথে আমরা দেখেছি 'চা বাগান' যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। রাস্তার দু'পাশে ধানক্ষেত ও আখের ক্ষেত এবং কমলালেবু ও বিভিন্ন ফলদ গাছ দেখেছি।

বাংলাবান্ধায় আমরা সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে পৌঁছি। বাংলাবান্ধা হচ্ছে 'বাংলাদেশের শেষ সীমানা' বা জিরো পয়েন্ট। ঐ সময় আকাশে ছিল ঝাঁঝালো রোদ। আমরা বিভিন্ন পোজে ছবি তুলি। তারপর আমরা জেলা পরিষদের ডাকা বাংলো অর্থাৎ উপজেলা তেঁতুলিয়া পরিদর্শন করি। এই ডাক বাংলার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে করতোয়া নদী যার পাশে ভারতের বর্ডার। তেঁতুলিয়া নামকরণ করা হয় একটি তেঁতুল গাছকে ঘিরে। আমরা সেই গাছ দেখেছি। সেখানকার বাজার থেকে আমরা জাম্বুরা কিনেছি, কলা ও নাস্তা খেয়েছি। অতঃপর আমরা ১২টা ৩০ মিনিটে গেষ্ট হাউজে ফিরে আসি। আহমদনগর আসার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আঞ্চলিক ইশায়াত সম্মেলন করা। আমরা যোহরের নামাযের পর বিভিন্ন জামাতের প্রেসিডেন্ট ও ইশায়াত সেক্রেটারীদের নিয়ে দুপুরের খাবার খাই। আঞ্চলিক ইশায়াত সম্মেলন চলতে থাকে দুপুর ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে সুন্দরভাবে সম্মেলন শেষ করি।

সন্ধ্যায় আমরা আশে পাশের আহমদী

ঐতিহ্যবাহী তেঁতুলিয়ার ডাক-বাংলোর সামনে সর্ববামে
মোহতরম মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ (ন্যাশনাল সেক্রেটারী জায়েদাদ),
মোহতরম মোবাশশেরউর রহমান (ন্যাশনাল আমীর) এবং
মোহতরম মাহবুব হোসেন (ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত)

পরিবারের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করি। এরপর মুরব্বী সাহেব এবং সিরাজ ভাইকে নিয়ে পঞ্চগড় সদরে যাই। সদর জেলা ঘুরে দেখি। সেখানে হালকা নাস্তা করি। এশার নামাযের শেষে রাতের খাবার সেরে ঘুমাতে যাই। ৩য় দিনে ফজরের নামায পড়ে ৬-৪৫ মিনিটে আমরা নাস্তা সেরে নেই। সকাল ৭টায় আমরা সৈয়দপুরে আঞ্চলিক ইশায়াত সম্মেলন করার উদ্দেশ্যে বের হই। যাত্রাপথে আমরা ডোমার একটা স্থানে নেমেছি চা পান করার জন্য। আমরা সব জায়গায় চা পান করে স্বাদ পেয়েছি। কিন্তু ডোমার নামক স্থানে চা পান করে স্বাদ পাইনি। ন্যাশনাল আমীর সাহেব রসিকতা করেন যে, মনে হয় লাশের কফিনের চা পাতা। এটা শুনে আমরা সবাই হাসাহাসি করি।

অতঃপর আমরা ৯টা ৩০ মিনিটে সৈয়পুরে নতুন মসজিদে পৌঁছি। সৈয়দপুর মসজিদের চারপাশ সবুজ সমারোহে ভরপুর। মসজিদটাও দেখতে অনেক সুন্দর। আধাপাকা বিল্ডিং এর সাথে বারান্দা রয়েছে এবং আশে পাশে আহমদী পরিবার রয়েছে। সৈয়দপুরে আঞ্চলিক ইশায়াত সম্মেলন করি সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। দ্বিতীয় সম্মেলনও আমরা ভালভাবেই শেষ করি। ন্যাশনাল আমীর সাহেব জুমুআর খুতবা দেন। জুমুআর নামাযের পর মসজিদের বারান্দায় সবার সাথে আমীর সাহেব দুপুরের খাবার খান। যদিও এক জন আহমদী তার বাড়ীতে আমাদের আমীর সাহেব তাতে রাজী না হয়ে সবার সাথে বারান্দায় বসেন এবং বলেন আমাদের জন্য যে খাবার তৈরী করা হয়েছে সবাইকে একটু একটু করে দেন। এটাকে বলে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম। আমি এরকম দৃশ্য কোথাও দেখিনি। আমরা যখন একসাথে খাচ্ছি মনে হচ্ছে যে এটা একটা বনভোজন। আহমদনগরে আতিথেয়তা ভাল ছিল তবে সৈয়দপুরের আন্তরিকতা আরও হৃদয়গ্রাহী ছিল।

আমাদের কেন্দ্রের হাফেজী ক্লাসের ছাত্র মাসরুর আরেফিন সেখানে সবাইকে চকলেট বিতরণ করে। মাসরুর আরেফিন ঢাকার উদ্দেশ্যে আমাদের সাথে সফর সঙ্গী হিসেবে যুক্ত হয়। আমরা ৩টা ৩৫ মিনিটে সৈয়দপুর হতে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। কিছু দূর যাওয়ার পর মাসরুর আরেফিন বমি করে। বমি করা দেখলে আমার নিজেরও খারাপ লাগে কিন্তু কেন জানি তখন কোন অসুবিধা মনে হয়নি। এবং তাকে আমার কোলে ঘুমানোর সুযোগ দেই এবং মুরব্বী সাহেবও তার প্রতি আদর দেখিয়েছে যেমন তার যখন বমির ভাব হত তিনি পলিথিন মুখের সামনে ধরতেন। তারপর আমরা যাত্রা পথে শেরপুর বগুড়ায় দই ও মিষ্টি দোকান 'সাউদিয়া' থেকে দই ও মিষ্টি নেই এবং আমরা সবাই মিষ্টি খেয়েছি। এরপর রাত ১১টা ১৫ মিনিটে গুলশান ধানসিঁড়ি রেষ্টুরেন্টে পৌঁছাই। ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত সাহেব তাঁর রেষ্টুরেন্ট হতে আমাদের সবার রাতের খাবারের প্যাকেট দেন। অবশেষে আমরা ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে বকশী বাজারে পৌঁছাই।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী জায়েদাদ সাহেবকে দেখেছি যে তাঁর ৮২ বছর বয়স চলছে তারপর তিনি যেভাবে আমাদের সাথে সফর করেছেন তা শিক্ষনীয় মত। তিনি আমাদের বিভিন্ন বিষয়ে সুন্দরভাবে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এ বয়সে এসেও তিনি জামাতের কাজ উদার মনে করেন। আমরা সবাই তাঁর জন্য দোয়া করি যেন জামাতের কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারে। তারপর ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত সাহেব তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য ফেলে আমাদের সাথে সফর করেন। তিনিও আমাদের সাথে যাত্রা পথে অনেক হাস্যোজ্জল ছিলেন। তিনি তাঁর আঞ্চলিক ইশায়াত সম্মেলন দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেছেন। সবাই তাঁর জন্য দোয়া করবেন যেন এই ধরনের সম্মেলন সারা বাংলাদেশে করতে পারেন। মুরব্বী সাহেব ও খাকসার আঞ্চলিক ইশায়াত সম্মেলনে সহযোগী হিসেবে ছিলাম।

সবশেষে খাকসারের কিছু কথা, এই সফরে খাকসারের যাওয়ার কথা ছিল না কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অশেষ রহমত ছিল বলে যেতে সক্ষম হয়েছি। এটাই আমার ন্যাশনাল আমীর ও ন্যাশনাল সেক্রেটারীদের সাথে প্রথম সফর আল্লাহ্ তা'লার ফজলে ভাল উপভোগ করেছি। এই ধরনের লেখা এটাই আমার প্রথম। জানিনা কেমন লিখেছি এই সফরের বর্ণনা। সাহিত্যের বিষয়ে পড়াশুনা করলে হয়ত সুন্দরভাবে লিখতে পারতাম। কোন ধরনের ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমার চোখে দেখবেন। দোয়া কামনা করে ইতি টানছি।

সম্প্রীতি সমৃদ্ধ করুন

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

সম্প্রীতির অভাবে পরিবারের সদস্যরা সাধারণত স্বেচ্ছাচারী হয়। এরূপ পরিবারের সদস্যের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসার অভাব পরিলক্ষিত হয়। সে পরিবারের সদস্যদের মাঝে আদর ও কদরের টানা-পড়েন লক্ষ্য করা যায়। এমন পরিবারের সদস্যরা এলোমেলো, অসাজানো ও অগোছালো জীবন যাপন করে। পক্ষান্তরে ঐ পরিবারের সদস্যরা পরিবারের প্রধানের হুকুমকে সমীহ করে না। যার ফলে তদ্রুপ পরিবারে লাগাতার বিশৃংখলা তো থাকেই সাথে থাকে অশান্তি, কলহ আর উন্নতির চরম ভাটা। সম্প্রীতির অভাবে কেবল পরিবারই নয় পরন্তু সমাজ, দেশ ও অঞ্চল সব পরিবেশই নিদারুনভাবে বিপর্যয়ে নিপতিত হয়। এমতাবস্থায় মানুষের জীবন চরমভাবে শঙ্কাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। হৃদয়ান্তরে থাকেনা মমত্ববোধ, হিতাচরণ আর হিতকামনা। হীন প্রবৃত্তির হৃদয়গুলিতে তখন প্রকটভাবে বিরাজ করে নিষ্ঠুরতা। প্রয়োজনে বলপ্রয়োগে অন্যের প্রাণনাশ করে হলেও তার সর্বস্ব গ্রাস করার প্রবৃত্তি দুষ্টগণের মনে চাঙ্গা দিয়ে উঠে। ফলে সমাজ প্রাঙ্গণে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে অশান্তি ও অরাজকতার আগুন, অদম্য ভাবে চলতে থাকে মারামারি, খুনাখুনি আর রাহাজানী।

সম্প্রতি দেখছি এ পরিস্থিতির চিত্র কেবল সীমিত স্থানেই সীমাবদ্ধ নয়, সম্প্রীতির অভাবহেতু মহাযজ্ঞের ভয়ঙ্কর রূপ আজ বিশ্বের সর্বত্র বিস্তার লাভ করছে। পাঠকদেরকে আমি সেদিকে নিতে চাই না। কারণ বিস্তর এলাকা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখতে গেলে আমার লেখার কলেবর বিস্তৃত হয়ে যাবে। কাজেই আমি আমার উদ্দেশ্যকে স্বীয় গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেই সমাপ্ত করার চেষ্টা করব। বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে যিনি ভাবার তিনি অহর্নিশিই ভাবছেন। তিনি অর্থাৎ বর্তমান দিনে ধর্ম জগতের ঐশী প্রতিনিধি আমাদের প্রিয় নেতা তদ্বিষয়ে প্রত্যহ কোন না কোন মঞ্চ হতে দুর্বিসহ এ নাকাল পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কোন না কোন নসিহত করেই যাচ্ছেন। সুতরাং তাঁর পবিত্র বক্তব্যকে ডিঙ্গিয়ে গিয়ে এ অধমের কলমে কিছু লেখার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। দোয়া করছি মহান আল্লাহ্ তাবৎজনকে সম্প্রীতির অভাবে অশান্তি ও কষ্টের দাবদহ হতে পরিত্রাণ লাভের তৌফিক দান করুন।

আমার লেখার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের নিজেদেরকে নিয়ে। স্বপরিবেশকে ঘিরে। আহমদী স্বজনদের নিয়ে। অধুনাকালে আমরা লক্ষ করছি যে, আমাদের নিজ পরিমন্ডলেও সম্প্রীতির প্রভাব অনেকটাই শিথিল হয়ে পড়েছে। পরস্পরে আমাদের যে কদরে কোলাকুলি করার কথা তেমনটি করছি না। যে মহব্বতে একে অন্যের খবর নেয়ার কথা তেমনটি নিচ্ছি না। যে মানসে অন্যকে হিতদান করার কথা তা করছি না। ফলে নিজেদের পরস্পরের মধ্যে দরদের দূরত্ব বাড়ছেই পাশাপাশি হৃদ্যতাও হ্রাস পাচ্ছে। আন্তরিকতার অভাব প্রকট হচ্ছে। বিবাহ বিষয়ক সম্পর্কে বিরোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এমনকি আমরা নিজেরাও আহমদীয়াতের আন্তরিকতা হতে শিথিল হয়ে পড়ছি। জামাতের ওহদেদার (কর্মকর্তা) ও সাধারণ সদস্যদের মাঝে ভালবাসার দূরত্ব বাড়ছেই। অনুরূপ হওয়া কোনভাবেই বাঞ্চনীয় নয়। এমন অবস্থা আমাদের জন্য অবশ্যই হতাশার কারণ। আমরা যদি আমাদের এ অবস্থার পরিবর্তন না করে সম্প্রীতিতে সমৃদ্ধ না হই তবে আমরা কখনো আমাদের তবলীগের ক্ষেত্রে সফলকাম হব না। আধ্যাত্মিক আমলে গ্রহণীয় হব না। সন্তানদের তরবীয়তে সফলকাম হব না। ফলশ্রুতিতে আমরা খোদার নৈকট্য অর্জনে সার্বিকভাবে ব্যর্থ হয়ে পড়ব। এমন পরিণতিতে পতিত হওয়ার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমাদেরকে আহমদীয়াত গ্রহণ করে এর জন্য বিভিন্ন ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে সুকঠিন সংগ্রাম করার কোনই মূল্য নেই। অতএব সম্প্রীতির বিষয়টিকে সুগভীর চিন্তায় উপলব্ধি করার প্রচন্ড তাগিদ রয়েছে। বিদায় হজ্জের ভাষণে রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, "তোমরা এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই।" এ উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর বয়আতের ১০ নং শর্তে বলেছেন, "আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ আ.) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে

অটল থাকিব। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতো বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।"

স্বর্গ জগত কর্তৃক স্বীকৃত মহান ব্যক্তিদ্বয় আমাদেরকে পরিপূর্ণ গুণের মু'মিন হওয়ার অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁরা এটিই চেয়েছিলেন যে, আমরা যেন সম্প্রীতি স্থাপনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আদর্শ হই। আমরা আহমদীরা পরস্পর যেন এমন গুণের ভাই হয়ে যাই যার দৃষ্টান্ত আপন ভ্রাতৃদ্বয়ের মাঝেও খুঁজে পাওয়া যায় না, বরং কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের হৃদয়ের অভিমান ও অভিযোগগুলি মুছে এমনভাবে পরিস্কার রাখব যেমন একটি আয়না পরিষ্কার থাকে। সম্প্রীতির বন্ধনে আমরা এমন সুদৃঢ় হবো যেমন একটি শিকলের প্রতিটি কড়া সংযুক্ত থাকে। ভালবাসায় পরস্পরে এমনভাবে আকর্ষিত হব যেমনি কিনা চুম্বক লোহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে অনুরূপ আদর্শ শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালোবাসেন যাহারা তাঁহার পথে সারিবদ্ধ হইয়া এমনভাবে যুদ্ধ করে যেন তাহারা সীসা-গলিত প্রাচীর। অতঃপর যাহারা এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া বক্রতা অবলম্বন করে তখন আল্লাহ্ও তাহাদের হৃদয়গুলিকে বক্র করিয়া দেন।" (আল কুরআন, ৬১ঃ৫-৬)

বন্ধুগণ! আমরা সবাই অবগত যে, আমরা আহমদীরা বর্তমান জগতে স্বতন্ত্র এক গুণের মুসলমান, স্বতন্ত্র এক গুণের ভাই। আমরা সবাই সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি যে, আমাদের এক খোদা আছেন যিনি আমাদের হৃদয়গুলিকে স্পষ্ট করে দেখেন। আমরা প্রত্যেকেই তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রীত এবং তাঁর আদরের দাস। সুতরাং আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনভাবেই কোন দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। মনঃকষ্ট, মনঃপীড়া থাকতে পারে না। আমাদের মধ্যে অ-বিভাজন, অ-বিভক্ততা, হিংসা, বিদ্বেষ কোন কিছুই থাকতে পারে না। থাকতে পারে না কোন সংঘাত, কলহ আর পরশ্রীকাতর দুষ্টতা। কেননা আমাদের উদ্দেশ্যে আমাদের পবিত্র নেতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষা হল, "তোমরা তোমাদের পরস্পরের বিভেদসমূহ যত সম্ভব তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেল, এতেই তোমাদের জন্য মঙ্গল নিহিত রয়েছে।" আমরা সবাই তো এই মঙ্গলের প্রত্যাশী। সুতরাং আমাদের মধ্যে সম্প্রীতির বাঁধন হবে এমন শক্ত-সমৃদ্ধ যেমন সীসা-গলিত প্রাচীর। এই বক্তব্যে খাদ থাকতে পারে না, অবশ্যই তা নিখাদ এবং নিখুঁত। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, ইদানিং আমরা এই বড়াই ও পরিস্থিতির মধ্যে ভাটা লক্ষ্য করছি। কিছুটা টানা-পড়েন দেখছি। আমাদের পরস্পরের মধ্যে সুশীল-সৌহার্দ চিত্রের ব্যত্যয় দেখছি। যদি এমনটা হয়ে থাকে তবে খোদা তাঁর বিধান মতে আমাদের হৃদয়গুলিকে আরো বক্র করে দিবেন যা আমাদের জন্য হবে নিদারুন পরিতাপের বিষয়। পরিণতিতে আমরা হব সর্বস্বহারা। আমরা অনুরূপ হব না, হতে পারি না। কেননা আমরা আহমদী। আমরা ইসলামের পূর্ণ আদর্শ অনুসারী মুসলমান। আমরা নিজেরা তো সম্প্রীতি-সৌম্যে সমৃদ্ধ হবই উপরন্তু বিশ্ববাসী সবাইকে ইসলামের নির্দেশিত সম্প্রীতির আদলে গড়ে তুলব, এটি আমাদের দায়িত্ব। আর এজন্যই আমরা আহমদী, আমরা পরস্পর ভাই তথা খোদার মনোনীত ও তাঁর প্রিয় মানুষের দল।

আমাদের পরস্পরের মধ্যে আমরা ভ্রাতৃত্বের যে ভাটা দেখছি সেক্ষেত্রে পুনঃ জোয়ার আনার জন্য আমাদের যা করণীয় তা হলো–

বা-জামাত নামায কায়েমে দৃঢ় হওয়ার জন্য প্রত্যেককে মসজিদ মুখী হওয়া দরকার। মসজিদে গিয়ে জামাতে নামায আদায় করা দরকার। মসজিদ হলো ইবাদতকারী পরস্পরের মধ্যে সৌম্যভাব বৃদ্ধি করণের উত্তম অঙ্গন। সেখানে হৃদয় থাকে অনাবিল-নির্মল। খোদার ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত প্রত্যেকেই খোদার প্রীতি অর্জনের আশায় উদ্বিগ্ন থাকে বিধায় তখন হৃদয় থাকে খুবই কোমল। সে হৃদয়ে তখন অন্যের প্রতি আন্তরিক প্রীতি জাগে প্রবলাকারে। সেখানে পরস্পরের কোলাকুলিতে প্রত্যেকেই প্রশান্তি লাভ করে। কাজেই আমাদের পরিবারের প্রত্যেককে রীতিমত মসজিদে গমন করার ও জামাতে নামায আদায় করার অভ্যাস করা দরকার। সময় ও সুযোগে একে অন্যের সাথে টেলিফোনে আলাপ করে পরস্পরের সুখ দুঃখের খবর নিয়ে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে হৃদ্যতা বৃদ্ধি করা দরকার। নিজেদের মধ্যে সালাম বিনিময়ের অভ্যাস শতগুণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সুখে-দুঃখে, শান্তিতে-স্বস্তিতে, রোগে-শোকে, আপদে-বিপদে সর্বাবস্থায় আন্তরিকতার সাথে একে অন্যের খবর নেয়া দরকার। কারোর সু-খবরে তাকে অভিনন্দন জানানো কিংবা বিষাদ সংবাদে সমবেদনা প্রকাশ করা দরকার।

কেউ সন্তান লাভ করলে বা বিবাহ করলে তার ঘরে/বাড়ীতে গিয়ে আনন্দ পরিবেশে শামিল হয়ে যথাসম্ভব সেই আনন্দকে আরো মধুময় করার চেষ্টা করা দরকার। কেউ কোন উপলক্ষে দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করা এবং সম্ভব হলে অন্যকে দাওয়াত দেয়া দরকার। কারোর ভালো কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করে তাকে সাহায্য করা এবং সদোপদেশ দিয়ে কাউকে মন্দকর্ম হতে বিরত রাখার চেষ্টা করা দরকার। আপন আত্মীয় স্বজনদের মাঝে সম্পদ ও সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ করা থেকে বিরত থাকা দরকার। এ নশ্বর জীবনের সমৃদ্ধির লালসায় প্রলুব্ধ হয়ে স্বজনদের সাথে বিরোধ নিয়ে মৃত্যুবরণ করা কী সমীচীন? মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেন, "আধিক্য লাভের প্রতিযোগিতা তোমাদিগকে (আল্লাহ্ হইতে) উদাসীন করিয়া দেয়। ইহা

কখনও নহে। তোমরা অচিরেই (সে সত্যকে) জানিতে পারিবে। নিশ্চয় তোমরাই (পার্থিব জীবনে) জাহান্নামকে দেখিবে। সেদিন তোমরা (তোমাদিগকে প্রদত্ত) নেয়ামতসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে"। (সূরা আত্ তাকাসুর)। এ প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "হে প্রিয় বৎস! কুরআনে যে নরকের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে এই দুনিয়ার লালসাই হলো সেই নরক। অবশেষে যখন এই পৃথিবী হইতে বিদায় নিতেই হইবে তখন সুধীজন ইহাতে হৃদয় বাঁধিবে কেন? তাই এ দু'মুখী প্রেমিকার প্রেমে কী লাভ? যা কখনো সন্ধি, কখনো যুদ্ধ করিয়া তোমাকে বিনাশ করে" (পুস্তক, আল-ওসীয়্যত)। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাহাত্ম মন্ডিত এই শিক্ষা তো আমাদেরকে অনুসরণ করা উচিত। অতএব যে করেই হোক আর যেভাবেই হোক আমাদের মাঝে সম্প্রীতি সমৃদ্ধ করা দরকার। সচেতন থাকা দরকার সম্পদের আধিক্যতা অর্জনের মোহে বিবাদ করে যেন কোন ভাবেই আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি বিনষ্ট না হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের সাথে বিবাদ মিমাংসা করতে প্রস্তুত নহে বরং বৈরিতা পোষণ করে সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়।" সুতরাং আমাদের নিজেদের মাঝে কোনভাবেই বিবাদ সৃষ্টি নয় বরং সম্প্রীতি বৃদ্ধি করাই হবে আমাদের প্রধান দায়িত্ব। উল্লিখিত কর্ম সাধনই হলো নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি সমোজ্জ্বল করার উপায়।

হে সদয় আত্মার আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ! হৃদয়ের উদারতাকে প্রসারিত করুন। কারোর কটূক্তিকে বড় করে স্মরণে রেখে বিষন্ন হবেন না। পরন্তু প্রাণে প্রাপ্ত আঘাতকে দোয়ার কান্নার জলে মুছে ফেলার চেষ্টা করুন। নিজে দুঃখ পেয়ে দুঃখ দাতাকে সুখ দেয়ার চেষ্টা করুন। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-সন্তান, ভাই-বোনের মধ্যে বিভেদকে যথা শীঘ্র মিটিয়ে ফেলুন। "যে আপন ভ্রাতার সাথে আগে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেয় সে-ই উত্তম" (আল-হাদীস)। সুতরাং অন্যের অন্যায়কে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ক্ষমা করে মহৎজন হওয়ার চেষ্টা করুন। দাম্ভিকতা অহংকার, পান্ডিত্যভাব, প্রতিপত্তি ও বংশ বড়াই সর্বোতভাবে পরিহার করুন। এসব অপগুণ কাউকে উত্তম করে না পরন্তু অধম করে। হযরত বায়েযীদ বোস্তামী (রহ.) বলেছেন, "তুমি যখন তোমার বাহ্যিক সম্পূর্ণ কিছুকে বিসর্জন দিতে সমর্থ হবে তখনই তুমি সম্পূর্ণ হবে।" হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যাকে দেখলে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়।" সুতরাং বিনয়ী ও বিনত স্বভাব ও ব্যবহার দ্বারা প্রত্যেককে আপন করে নেয়ার দৃষ্টান্ততুল্য আহমদী হও। যখনই কোন অঙ্গনে আপনার কথা কিংবা নাম উচ্চারিত হবে তখনই যেন সবাই সমস্বরে বলে, 'হ্যাঁ', আসলেই তিনি শ্রেষ্ঠজন"। যখন আমরা বর্ণিত আদর্শের আহমদী হতে পারব তখন অবশ্যই আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি সমুন্নত হবে। সেই সম্প্রীতি হবে নজীরহীন। এ আদর্শই হবে আমাদের জন্য তবলীগের হাতিয়ার। আমরা কথা নয়, আমাদের কর্ম ও আমল দ্বারা এখন তবলীগ করতে চাই, আমাদের বলা, আমাদের শোনা, আমাদের চলা, আমাদের সব আচরণ যেন আমাদের শত্রু ও অহিতাকাঙ্খি এবং বৈরিদের দ্বারাও প্রশংসিত হয়।

ঐশী জগত হতে প্রেরিত মহাজনকে গ্রহণ করার পরও যদি আমরা আমাদের আমলকে সবদিক থেকে মাহাত্মমন্ডিত করতে না পারি, প্রশংসনীয় করতে না পারি তবে তা হবে আমাদের জন্য অতীব দুঃখ এবং আফসোসের কারণ। পরিণামে আমরা জামাত থেকে সেভাবে নিক্ষিপ্ত হয়ে যাব যেভাবে কিনা বাগানের মালী বিশ্রী ফুল গাছটিকে বাগান থেকে উত্তোলন করত: আবর্জনা স্তুপে ফেলে দেয়। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে জামা'তের সম্পর্ক থেকে সেভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে দিবেন যেভাবে কিনা এক বৃক্ষমালিক গাছের মরা শাখাকে কান্ড হতে কর্তন পূর্বক বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

প্রিয় বন্ধুগণ! আমরা ঈমান এনেছি এবং যাবতীয় সৎকর্ম করার একান্ত প্রয়াসী। আমরা যদি আমাদের বাস্তব জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তবে আমাদের মহান প্রতিপালক খোদা আমাদেরকে তাঁর রহমতের ছায়াতলে প্রবিষ্ট করবেন। যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "ইহাই হলো আমাদের জন্য সুস্পষ্ট সফলতা" (৪৫:৩১)। আমরা আমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন সুদৃঢ় রাখার চেষ্টা করবো। যত প্রকার কৌশল সম্ভব প্রয়োগ করত: আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধনকে সমৃদ্ধ রাখব। কোনভাবেই যেন আমরা অন্যের কষ্টের কারণ না হই, বিরক্তির কারণ না হই। আমাদের কোলাকুলিতে যেন মোটেই কৃত্রিমতা না থাকে, সালাম প্রদানে যেন ছলনা না থাকে; কুশল বিনিময়ের ক্ষেত্রে যেন কোন খাদ না থাকে। অন্যথায় তা হবে কপট হৃদয়ের কাজ।

হে আমাদের আল্লাহ্! তুমি আমাদের সবার হৃদয়কে সহজ সরল করে দাও। প্রেম ভালবাসার গুণে ভরপুর করে দাও। আমাদের সবাইকে প্রেম-প্রীতি তথা সম্প্রীতির আদরে বেঁধে রাখার তৌফিক দান কর। হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমার হৃদয়কে এমন গুণে গুণী কর যেন আমার মৃত্যুতে অন্যেরা আমার কবর পাশে দাঁড়িয়ে সজল চোখে বলে, "হ্যাঁ, সত্য সত্যই আজ আমরা আমাদের একজন নিষ্ঠাবান ভাইকে ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী হতে চিরস্থায়ী জগতে বিদায় দিলাম"। সৌহার্দ ও প্রেম-ভালবাসা সমৃদ্ধ উপমাহীন জীবনের পক্ষেই সম্ভব স্বীয় সত্তা সম্পর্কে এমন অনুপম সুন্দর মন্তব্য লাভ করা। কবি বলেছেন–

এমন জীবন করিতে হইবে গঠন
মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভূবন।

বিশ্বশান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

ধর্মীয় মূল্যবোধ অনাবশ্যক বলে বিবেচিত হচ্ছে

আজকের ধর্মীয় সামগ্রিক দৃশ্যপট পর্যবেক্ষণ করলে যে কেউ দেখতে পারেন যে, ধর্মের অভ্যন্তরে একটা পরস্পর-বিরোধী অবস্থা বিরাজ করছে। সধারণভাবে তো ধর্মের বাঁধন শিথীল হয়ে পড়ছে বটে, কিন্তু সাথে সাথে সেটাকে আবার অনেক ক্ষেত্রে শক্ত হতেও দেখা যাচ্ছে। সমাজের কোন কোন ক্ষেত্রে, প্রায় প্রতিটি ধর্মে এক প্রকার মধ্যযুগীয় গোঁড়ামি ও প্রতিপক্ষের প্রতি অসহিষ্ণু একটা মতাদর্শের তীব্র পশ্চাদমুখী আকর্ষণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

নৈতিকতার ক্ষেত্রে ধর্ম পিছিয়ে পড়ছে। অপরাধ অবাধে সংঘটিত হচ্ছে। সত্য দ্রুত অপসৃত হচ্ছে। সমতা এবং সুবিচার শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। সমাজের প্রতি সামাজিক দায়িত্বাবলী উপেক্ষিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে, একটা স্বার্থপর ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা শক্তি অর্জন করছে। এমনকি, তা শক্তিলাভ করছে পৃথিবীর সেই দেশগুলোতেও, যেগুলো, আর যাই হোক, নিজেদেরকে ধর্মীয় বলেই দাবী করছে। এগুলো এবং এর সঙ্গে আরও বহু সমাজিক খারাপি, যা কিনা নৈতিকভাবে অবক্ষয়প্রাপ্ত একটা সমাজের প্রকাশ্য লক্ষণ, তা আজ পরিণত হয়েছে একটা নিয়মে।

যদি কোন ধর্মের নৈতিক মূল্যবোধগুলো সেই ধর্মের আত্মা এবং তার দেহ গঠন করে থাকে, তাহলে বলতে হবে যে, সেই সকল মূল্যবোধের ওপরে ক্রমাগত ক্রিয়াশীল একটা শ্বাসরোধ-প্রক্রিয়া চলছে, যা আমাদেরকে এই অপরিহার্য সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, যখন ধর্মের দৈহিক পুনরুত্থান ঘটানো হচ্ছে, ঠিক তখনই সেই দেহ থেকে আত্মার অতিদ্রুত নির্গমন ঘটছে। সুতরাং আজ আমরা ধর্মের মধ্যে যা প্রত্যক্ষ করছি তা হচ্ছে, ধর্মের ঐ তথাকথিত পুনরুজ্জীবনও যা, শবদেহের পুনরুত্থানও তা-ই, যা কিনা এদিক-সেদিক হাঁটতে থাকবে যাদুকরের মড়া চালান দেওয়ার মতই।

অন্যান্য ক্ষেত্রে দীর্ঘ নিশ্চলাবস্থা এবং উৎসাহব্যঞ্জক উন্নতির অভাব সাধারণ ধার্মিক মানুষদের মধ্যে একঘেঁয়েমীর জন্ম দিয়েছে। তারা অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটে যাওয়ার যে প্রত্যাশা রাখে তা-ও পূরণ হয় না। অতিপ্রাকৃতিক শক্তির হস্তেক্ষপে আজগুবী ঘটনাবলীর মাধ্যমে, তাদের মনোমত করে, দুনিয়াটাকে বদলিয়ে ফেলার জন্য জাগতিক ঘটনাবলীও সংঘটিত হয় না। তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী রূপকাশ্রিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির পূর্ণতা দেখতে চায়, কিন্তু তেমন কিছুও ঘটে না। এরাই হচ্ছে সেইসব লোক যারা নতুন নতুন ধর্মমত সৃষ্টির উপাদান যোগায়, আর সেই উপাদান হচ্ছে তাদের হতাশার গলিত লাশ। অতীত থেকে নিষ্কৃতি লাভের বাসনা থেকেই সৃষ্টি হয় তাদের নতুন কিছু দিয়ে শূন্যতা পূরণের আকাঙ্খা।

এই সব ধ্বংসাত্মক প্রবণতা ছাড়াও, একটা চরম অসুবিধা সৃষ্টিকারী ব্যাপার যা, সম্ভবতঃ ধর্মীয় গোঁড়ামীর পুনরুত্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তা পৃথিবীর শান্তি নষ্ট করে ফেলছে। এই জাতীয় গোঁড়ামীর অভ্যুত্থানের দরুন একটা নেশাকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হচ্ছে, যা আইডিয়া বা ধ্যান-ধারণার অবাধ আদান-প্রদান এবং আলাপ আলোচনার শুভ চেতনার মারাত্মক ক্ষতিসাধন করছে। যেন এতেও কিছুই হচ্ছে না। অসাধু রাজনীতিকদের স্বেচ্ছাচারিতা এই জাতীয় উত্তপ্ত আবহাওয়াকে নিজেদের স্বার্থেই কালিমালিপ্ত হয়ে পড়ছে।

উপরন্তু, ঐতিহাসিকভাবে আন্তঃধর্মীয়

বিবাদ বিসম্বাদ তো রয়েই গেছে। এছাড়াও তথাকথিত 'ফ্রি মিডিয়া' বা অবাধ ও নিরপেক্ষ গণ-মাধ্যমগুলি সাধারণভাবে মুক্ত থাকার পরিবর্তে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে অদৃশ্য হাতের দ্বারা। ফলে, সেগুলো বিশ্ব পরিস্থিতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। সুতরাং যখন কোন একটা দেশের গণ-মাধ্যম, সেই দেশের একই ধর্মাবলম্বী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখপাত্র হিসেবে অপর একটা প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের নিন্দা-বিদ্বেষের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়, তখন পরিস্থিতিটা আরও বেশি জটিল আকার ধারণ করে। তখন ধর্মই এই সব কলহ বিবাদের প্রথম শিকারে পরিণত হয়। ধর্মের জগতে আজ পৃথিবীতে যা ঘটছে তাতে আমি সত্যি সত্যিই উদ্বিগ্ন এবং ক্ষুব্ধ। ধর্মগুলির ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্য থেকে ভুল বুঝাবুঝি দূরীকরণের জন্য সত্যিকারের আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণের একটা গভীর আবশ্যকতা সৃষ্টি হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি যে, ইসলাম এরূপ সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য সহকারে সেই কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম যাতে সম্পূর্ণরূপেই আমাদের সব চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা পূরণ হতে পারে।

বিষয়টিকে আমি ভালভাবে বোধগম্য করার জন্য কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছি।

যেমন, আমি বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে ধর্মের জন্য যা বিশেষভাবে প্রয়োজন তা হচ্ছে ধর্মের দ্বারা সার্বজনীনভাবে সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, ধর্মকে ধর্মীয় সার্বজনীনতা স্বীকার করতে হবে, এবং তা এই অর্থে যে, সকল মানুষ ধর্ম, গোত্র ও ভৌগলিক-পরিচয় নির্বিশেষে একই স্রষ্টার সৃষ্টি। অতএব, তারা সকলেই ঐশী নির্দেশ লাভের সমান অধিকারী। অবশ্য, তেমন ঐশী নির্দেশ যদি তাদের কারো প্রতি, মানব সমাজের কোনও অংশের জন্য, কখনও দান করা হয়। এতে করে সত্যের ওপরে কোন ধর্মের একচেটিয়াকরণের যে ধারণা তা দূর হয়ে যাবে।

সকল ধর্ম, সেগুলির নাম ও মতবাদ যাই হোক না কেন, সেগুলো যেখানেই পাওয়া যাক না কেন এবং যে যুগেরই হোক না কেন, সেগুলোর প্রত্যেকটির কিছু না কিছু ঐশী সত্যের অধিকারী হওয়ার দাবী করার অধিকার আছে। অধিকন্তু যে কাউকে স্বীকার করতে হবে যে, মতবাদ এবং শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, সব ধর্মই একটি অভিন্ন উৎস থেকে এসেছে। একই ঐশী কর্তৃত্ব বা অথরিটি, যা পৃথিবীর কোন এক এলাকার এক ধর্মের প্রবর্তন করেছে, তা পৃথিবীর অন্যান্য এলাকার এবং অন্যান্য যুগের মানুষদেরও ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনেরও তত্ত্বাবধান করেছে। এবং, এটাই হচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন করীমের বাণী।

(হযরত মির্যা তাহের আহমদ রাহে. রচিত 'বিশ্বশান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান' পুস্তক-এর বাংলা সংস্করণ, পৃ: ১-৩)

দৃষ্টি আকর্ষণ

সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অনুমতিক্রমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল ইশায়াত (প্রকাশনা) বিভাগের পক্ষ থেকে প্রথমবারের মত **বাংলা নযমের বই** প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আপনারা জানেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় বুযূর্গ মৌলভী মোহাম্মদ ছলিমুল্লাহ্ সাহেবের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত হয়ে বাংলাদেশে আরো অনেক প্রতিভাবান নযমের লেখক তৈরী হচ্ছে এবং হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

তাই আপনাদের মধ্যে যারা বাংলা নযম লিখেন তারা অতি সত্তর আমাদের কাছে সেগুলোর একটি কপি পাঠিয়ে দিন। আমরা সেখান থেকে যাচাই-বাছাই করে ইনশাআল্লাহ্ উক্ত বইয়ে ছাপাবো। উল্লেখ্য, এই বইয়ের সাথে আমরা নযমগুলির একটি অডিও সি.ডি দেয়ার চেষ্টা করবো যাতে আপনারা অতি সহজে সেগুলো আত্মস্থ করতে পারেন। একারণে নিজেদের নযমের জন্য যদি আপনাদের কাছে কোন সুর নির্দিষ্ট থাকে তাহলেও আমাদের জানাবেন।

আমাদের কাছে নযম পাঠাবার ঠিকানা:

প্রাপক
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক ও সম্পাদক
৪ নং, বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১।
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ।
প্রয়োজনে: ০১৭২৬-৫৪৯৫৪৮ এবং ০১৯১২-৮৩৫৯৮১ (জি.এম. সিরাজুল ইসলাম)

কুরআনের আলোয় ঊষা

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনাচারে ধর্মীয় বিধান মেনে চলা ও তার প্রতিপালন করা একান্ত আবশ্যক। জীবনকে পূর্ণ করার পদ্ধতি জানা ও আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি-বিধান জেনে তা পালন করার কোন বিকল্প নেই। পবিত্র কুরআন হচ্ছে 'Complete code of life' বা সম্পূর্ণ জীবন বিধান। তাই বিধানকে জানতে হলে কুরআন পাঠ করা ও এর কাজ আমাদের জীবনে থাকতে পারে না। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "ওয়া কুরআনাল ফাজরি ইন্না কুরআনার ফাজরি কানা মাশহুদা"

"এবং প্রভাতে কুরআন পাঠ কর, প্রভাতে কুরআন পাঠ (আল্লাহ্‌র নিকট) নিশ্চয় গ্রহণীয়।" (১৭ : ৭৯) পবিত্র কুরআন জ্ঞানের আকর– মহাসমুদ্র। এতে বর্ণিত হয়েছে জ্ঞানের প্রতিটি শাখা। সুবিন্যস্ত এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান, ঐশী গুণাবলী, অজ্ঞাত জ্ঞান, চির সত্যের আধার, জীবনের সব আয়োজন। ব্যাপকতার দিক দিয়ে এই কিতাব ছেয়ে আছে সমস্ত জগৎ সংসার ও সৃষ্টিকে– উৎকৃষ্টতার দিক দিয়ে এ গ্রন্থ অনবদ্য। এই গ্রন্থকে হিফাযত করা হয়েছে 'লওহে মাহফুয'-এ ; এই মহান বাণীকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু। তিনি বলেন, ইন্না নাহনু নায্‌যালনায্ যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিযুন।

"নিশ্চয় আমরাই এই যিকর (কুরআন) নাযিল করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমরাই ইহার হিফাযতকারী।" (১৫ : ১০) এই কুরআন নাযিল করা হয়েছে এমন এক মহিমান্বিত রজনীতে যেই রাত হাজার মাস অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।

"নিশ্চয় আমরা ইহাকে "লায়লাতুল কদরে" নাযিল করিয়াছি।" (৯৭ : ২)

মহান রাব্বুল আলামীন বলেন,

"এবং এই কুরআনে যাহা কিছু আমরা ধীরে ধীরে নাযিল করি উহা মু'মিনগণের জন্য আরোগ্য এবং রহমত বিশেষ; কিন্তু উহা যালিমদিগকে ক্ষতিতেই বৃদ্ধি করে।" (১৭ : ৮৩)

কুরআন আমাদেরকে সত্যদর্শনের আয়না প্রদান করেছে। "সত্য"-এর প্রকৃত উপলব্ধি দান করার মানসে কুরআন আমাদের সামনে তিনটি দুয়ার উন্মুক্ত করেছে।

"১) যুক্তির দুয়ার, ২) ঐশী তত্ত্বোপলব্ধির

দুয়ার, ও ৩) আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজির দুয়ার।" (সুরমা চশমায়ে আরিয়া গ্রন্থ থেকে)

পবিত্র কুরআন স্ব-মহিমায় উদ্ভাসিত এক ঐশী গ্রন্থ। এ গ্রন্থ আমাদেরকে সেই পথে পারিচালিত করে– যা সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় (১৭ : ১০); এতে ইবাদতকারী জাতির জন্য রয়েছে পয়গাম (২১ : ১০৭); এটি মুত্তাকিদের জন্য নিশ্চিতরূপে সম্মানসূচক উপদেশবাণী (৬৯ : ৪৯); এ গ্রন্থ বাস্তব ভিত্তিক সত্য-সুদৃঢ় বিশ্বাস (৬৯ : ৫২); হৃদয় স্পর্শী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আকর এই সম্মানিত কিতাব (৫৪ : ৬); এই গ্রন্থ সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা (১৬ : ৯০); এটি আলোময়– যার মধ্যে শুধু আলো আর আলো (২৪ : ৩৬); আমাদের হৃদয় মাঝে ব্যাধিসমূহের নিরাময় এই কুরআন (১০ : ৫৮); এটি সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী (২ : ১৮৬); এই গ্রন্থ ফয়সালাকারী কালাম (৮৬: ১৪); এতে কোন সন্দেহ নাই (২ : ৩); এই কিতাবে সন্নিবেশিত আছে স্থায়ী আদেশাবলী (৯৮ : ৪)।

মানব জীবনের উদ্দেশ্য কী? সে উদ্দেশ্য লাভে আমরা কীভাবেই-বা ব্রতী হতে পারি? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "নিশ্চয়ই জানবে যে, এটা যেমন সম্ভব নয় যে, আমরা চক্ষু ছাড়াই দেখি, কান ছাড়াই শুনি, জিহ্বা ছাড়াই কথা বলি, ঠিক তেমনি এটাও সম্ভব নয় যে, কুরআন ছাড়াই সেই প্রিয় বন্ধুর চেহারা দেখি। আমি যুবক ছিলাম এখন বৃদ্ধ হয়েছি, কিন্তু আমি এমন কাউকেই পাইনি, যে ঐ পবিত্র ঝর্ণা ছাড়াই স্বচ্ছ মারেফতের পেয়ালা পান করেছে।" (ইসলামী নীতি দর্শন)

"হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে এবং তদনুযায়ী আমল করে। তার উদাহরণ হল ঐ লেবুর ন্যায়– যা খেতেও সুস্বাদু এবং ঘ্রাণও সুগন্ধযুক্ত আর যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে না (কিন্তু তদনুযায়ী আমল করে) তার উদাহরণ হলো ঐ খেজুরের ন্যায়– যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু যার কোন সুঘ্রাণ নেই আর ফাসেক–ফাজের (ইন্দ্রিয়াসক্ত) যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে তার উদাহরণ হল, রায়হানা জাতীয় গুল্মের ন্যায় যার খুবই সুঘ্রাণ আছে কিন্তু খাওয়ায় একেবারে স্বাদহীন আর ঐ ফাজের ব্যক্তি- যে একেবারে কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হল, ঐ হাঞ্জালা জাতীয় ফলের ন্যায়- যা খাওয়ায় স্বাদ নেই এবং যার কোন সুঘ্রানও নেই।" (বুখারী ৮ম খন্ড, ৪৬৪৯ নং হাদীস)

"হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেছেন তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকেও শেখায়।" (বুখারী, ৮ম খন্ড, ৪৬৫৬ নং হাদীস)

কুরআন প্রেমী ব্যক্তিরা জগতে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার এমন উদাহরণ রেখে গেছেন– যা দেখে শত্রু-মিত্র আপন পর সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেছে। এই ঐশী আলোর ঝলক এর নিয়মিত পাঠকারী ও আমলকারীকে অপরূপ মহিমা দান করে। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) সম্পর্কে বলা হয়, তাঁর মা এত অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করতেন যে, তিনি মাতৃগর্ভেই ১৮ পারা কুরআন মুখস্থ করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলতেন, "কুরআন আমার রিযক এবং আত্মার সতেজতার উৎস। দিনে আমি বেশ কয়েকবার এটি পড়ি, কিন্তু আমার আত্মার চাহিদা কখনও মিটে না। এটি নিরাময়, এটি রহমত, এটি আলো, এটি হেদায়াত।" তিনি কুরআন পাঠের পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেন ঃ

"পৃথিবীতে পড়ার যোগ্য সবচেয়ে সহজ গ্রন্থ হলো কুরআন। এটিকে যদি পড়তে হয় তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো খোদাভীতি। আল্লাহ্ স্বয়ং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি মুত্তাকীকে কুরআন শিখাবেন। কুরআন পাঠের জন্য ছাত্রের সময় বের করা এবং জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকা দরকার। যদি সে তাকওয়ার পথ অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তাকে এমন স্থান থেকে রিযক দেন যা সে ভাবতেও পারে না এবং তিনি তার অভিভাবক হয়ে যান। কুরআন পাঠের দ্বিতীয় শর্ত হলো, খোদার প্রতি পুরো আত্মনিবেদনের প্রেরণা নিয়ে যথাযথভাবে চেষ্টা করা, তাহলে আল্লাহ্ সকল জটিলতা দূরীভূত করার প্রতিশ্রুতি দেন।

কুরআন পাঠের নিয়ম হলো, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কুরআন এমনভাবে পাঠ করা যেন কুরআন তার প্রতি নাযিল হচ্ছে, আর প্রত্যেক আয়াত তার জন্য নাযিল হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেখানে আদম এবং ইবলীসের কথা বলা হয়েছে, সেখানে তার আপন অবস্থা বিশ্লেষণ করা উচিত আর নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত যে, সে কি আদম না ইবলীস আর একই রীতি পুরো কুরআনে অনুসরণ করা উচিত। কোন স্থানে সে জটিলতার সম্মুখীন হলে তাকে তা চিহ্নিত করা উচিত। দ্বিতীয়বার পড়ার সময় স্ত্রী বাচ্চাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। সে দেখবে যে তার প্রথমবারের বেশীর ভাগ জটিলতার সমাধান হয়ে গেছে। তৃতীয়বার পড়ার সময় তার বন্ধুদের শামিল করা উচিত আর চতুর্থবারে ব্যাপক গন্ডিকে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কুরআনের রহস্য উন্মোচনের জন্য তার অব্যাহতভাবে দোয়া করে যাওয়া উচিত।" (হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন [রা.]-এর বাংলা অনুবাদ পৃষ্ঠা নং ৯৩-৯৪ দ্রষ্টব্য)

কুরআনের কোনরূপ বিকৃতি ছাড়াই একশত বছর ধরে বিদ্যমানতা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, মহানবী (সা.) এর অতুলনীয় পবিত্রকরণ শক্তির মাহাত্ম্য

ও কুরআনে বিধৃত জ্ঞানের আলোকমালা কেমন করে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। এমনকি পাশ্চাত্য লেখকরাও মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি নাযিল কৃত কুরআন ও আজকের আমাদের হাতে প্রাপ্ত কুরআনের মাঝে কোন পার্থক্য নিরূপন করতে পারেনি। অর্থাৎ সেই কুরআন ও সেই নবীর আদর্শ আমাদের মাঝে আজো বিদ্যমান। শুধু পালন করে যাওয়াটাই আমাদের কাজ।

প্রফেসর টি. ডাব্লিও আরনল্ড তার ইসলামিক ফেইথ (লন্ডন) পুস্তকের ৯, পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

"The text of this recension substantially corresponds to the actual utterances of Muhammad himself."

অর্থাৎ : এই সতর্ক গ্রন্থিত 'টেক্সট' হুবহু ঠিক তাহাই- যাহা মুহাম্মদেরই মূল উচ্চারণ।"

পবিত্র কুরআনের আলো লাভ করতে হলে চাই সঠিক ও পবিত্র অন্তকরণ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন– বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন সমস্যা না থাকলে পবিত্র কুরআন মাত্র সাত দিনে মানুষকে পবিত্র করতে সক্ষম। কিমিয়ায়ে সা' আদাত গ্রন্থে ইমাম গাজ্জালী (রহ.) ইবাদত অধ্যায়ে বলেন :

"পবিত্র হস্ত ব্যতীত যেরূপ প্রকাশ্যে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। তদ্রুপ যাহার হৃদয় পুরোপুরি কর্দম হইতে পবিত্র নহে এবং ভক্তি ও মহব্বতের নূরে আলোকিত নহে সে আত্মাও কুরআনের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়ার যোগ্য নহে।"

যেই মহান উদ্দেশ্য নিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ধরাধামে এসেছেন তা হলো, জগদ্বাসীকে খোদাপ্রাপ্ত মানুষ বানানো এবং সেই সাথে মানুষে-মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জগতে শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠা। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেছেন: কানা খুলুকুহুল কুরআন অর্থাৎ পবিত্র কুরআন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের পূর্ণ রূপায়ন। তাই মুহাম্মদী রঙিন হতে হলে কুরআনকে আঁকড়ে ধরার কোন বিকল্প নেই। কামরুল আম্বিয়া হযরত মির্যা বশির আহমদ (রা.) বলেন : ".....তরবিয়তের বিধান অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, প্রথম থেকেই তা কুরআন এবং রাসূলের আদর্শের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।" (আদর্শ জননী)

বর্তমানে পাশ্চাত্যের দাজ্জালী ফিতনা যেভাবে মাথাচাঁড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে– তাতে "তুর পাহাড়ে" আশ্রয় নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর সেই "তুর" হলো কুরআন। প্রত্যহ কুরআন পাঠ, এর মর্ম অনুধাবন ও স্বচ্ছ হৃদয়ে নিজ জীবনে এর বাস্তবায়ন করতে পারলে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ উত্তাল বিপদরাশি হতে আল্লাহ্ আমাদেরকে উদ্ধার করবেন প্রতিশ্রুতি মোতাবেক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উদাত্ত কণ্ঠে তাই বলেন :

"তোমাদের প্রতি আর এক অত্যাবশ্যকীয় উপদেশ এই যে, কুরআন শরীফকে এক অনাবশ্যকীয় দ্রব্যের মত পরিত্যাগ করিও না। কারণ কুরআনেই তোমাদের জীবন রহিয়াছে। যাহারা কুরআনকে সম্মান করিবে, তাহারা আকাশেও সম্মান লাভ করিবে। যাহারা সকল হাদীস এর ওপর কুরআনকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে, তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইবে। মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ (সা.) ভিন্ন কোনই রাসূল এবং শাফী (যোজক) নাই। অতএব, তোমরা সেই মহাগৌরবসম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার ওপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না- যেন আকাশে তোমরা মুক্তি প্রাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পার।" (কিশতিয়ে নূহ্)

তিনি (আ.) বলেন :

"আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয় এ (পবিত্র কুরআন) একটি অনন্য মুক্তো। এর বাইরে আলো, এর ভিতরে আলো, এর ওপরে আলো এর নিচে আলো এবং এর প্রতিটি শব্দে আলো। এ এক আধ্যাত্মিক বাগান, এর থোকা ফল নাগালের মধ্যে এর মধ্যে পাওয়া যায়। এর দ্বারাই প্রতিটি প্রদীপ জ্বালানো হয়। এর আলো আমার এই হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। এই আলো আমি আর অন্য কোন উপায়েই সংগ্রহ করতে পারতাম না। আল্লাহ্‌র কসম! যদি কুরআন না থাকতো, তাহলে আমি জীবনে কোন আনন্দই পেতাম না। এর সৌন্দর্য লাখো ইউসুফের সৌন্দর্যকে অতিক্রম করে গেছে। আমি এর প্রতি প্রবল আগ্রহে ধাবিত হই এবং এথেকে প্রাণভরে পান করি। এ আমাকে লালন করেছে তেমনিভাবে যেভাবে ভ্রূণ লালিত হয় গর্ভাশয়ে। এর বিস্ময়কর প্রভাবে প্রভাবিত আমার হৃদয়। এর সৌন্দর্য আমাকে দূরে নিয়ে যায় আমার আত্মা থেকে। আমার কাছে কাশফী হালতে অর্থাৎ দিব্য দৃষ্টির অবস্থায় প্রকাশিত হয়েছে যে, পবিত্রতার বাগান সিঞ্চিত করা হয় কুরআনের পানি দ্বারা, যা জীবনদায়িনী পানির এক উত্তাল মহাসমুদ্র। এথেকে যে পান করে সে বেঁচে যায়, এবং অন্যদেরও বাঁচায়।" (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম)

আমাদের আত্মার পাত্র ভরে পান করি এই জীবন সুধা। সকালের কুরআন তেলাওয়াত দিয়ে হোক দিনের সূচনা। আর কুরআনের আলোতেই হোক দিবসের পথচলা। প্রত্যেক প্রভাত যেন সাক্ষ্য দেয়, আমরা ভীতির সাথে রাত্রিযাপন করেছি; আর প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন সাক্ষ্য দেয়, আমরা খোদাভীতির সাথে দিন অতিবাহিত করেছি। আমীন। সুম্মা আমীন।

প্রথম আঞ্চলিক ইশায়াত সম্মেলন

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের প্রস্তাবনা অনুযায়ী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত মোহতরম মাহবুব হোসেন সাহেব বাংলাদেশের ১ম আঞ্চলিক ইশায়াত সম্মেলন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগর ইতিহাসের সে দিনটির সাক্ষী হয়ে রইল। ২১-২৩শে সেপ্টেম্বর উক্ত সম্মেলনের তারিখ নির্ধারন করা হয়। সে অনুযায়ী ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখ ভোরে আমরা আহমদনগরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। বিকাল ৪.৩০ মিনিটে আহমদনগর মিশন হাউজে পৌঁছাই। বর্ষা-বাদলের দিন থাকায় সেদিন আর কোন জামাতী প্রোগ্রাম করা হয়নি। আমাদের মূল অনুষ্ঠান ছিল ২২ তারিখ দুপুর ২.৩০-৪.৩০ মিনিট পর্যন্ত। যাই হোক ২২ তারিখ দুপুরের খাবার শেষ করার পর অনুষ্ঠান শুরু করতে বেলা ৩টা বেজে যায়। মোট ৯টি জামাত এখানে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মুয়াল্লেম শাহ্ আলম খান সাহেব। এরপর মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করেন। তিনি উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত মোহতরম মাহবুব হোসেন সাহেব তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর উপস্থিত জামাতের সদস্যদের কাছ থেকে তাদের সমস্যাবলী শোনা হয়। বই পড়ার গুরুত্ব, পাক্ষিক আহমদীর গ্রাহক বৃদ্ধি, বকেয়া চাঁদা আদায় প্রভৃতি বিষয়াবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। তারপর সবার সাথে গ্রুপ ছবি তোলা হয়।

অনুরূপভাবে ২৩শে সেপ্টেম্বর সকাল ১০-১২টা পর্যন্ত সৈয়দপুরে ৫টি জামাতের অংশগ্রহণে একই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যারা এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন তাদের নামসহ বিস্তারিত তথ্য নিম্নে দেয়া হলো।

ক্র.নং	সদস্যের নাম	জামাতের নাম	পদবী
১	মোহাম্মদ তাহের যুগল	আহমদনগর	প্রেসিডেন্ট
২	ডা: শের আলী আহমদ	আহমদনগর	সেক্রেটারী ইশায়াত
৩	ইছরাইল দেওয়ান	শালশিঁড়ি	প্রেসিডেন্ট
৪	মোহাম্মদ নূরুদ্দীন	ভাতগাও	ভাইস প্রেসিডেন্ট
৫	সালেহ আহমদ	ডোহান্ডা	সেক্রেটারী মাল
৬	মোহাম্মদ ইউসুফ আলী	বীরগঞ্জ	প্রেসিডেন্ট
৭	মোহাম্মদ মিজানুর রহমান প্রধান	কমলাপুকুরী	প্রেসিডেন্ট
৮	শাহ্ আলম খান	হেলেঞ্চাকুড়ী	মুয়াল্লেম
৯	মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান	জগদল	প্রেসিডেন্ট
১০	এস.এম.নসরুল্লাহ্	দিনাজপুর	প্রেসিডেন্ট
১১	মোহাম্মদ নজিবুর রহমান	সৈয়দপুর	প্রেসিডেন্ট
১২	মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম	সৈয়দপুর	তবলীগ সেক্রেটারী
১৩	মোহাম্মদ সোহেল রানা	সৈয়দপুর	কায়েদ
১৪	সৈয়দ আহাম্মদ দেওয়ান	সৈয়দপুর	যয়ীমে আলা
১৫	মোহাম্মদ লুৎফর রহমান	সৈয়দপুর	মুয়াল্লেম
১৬	শেখ শরীফ আহমদ	সৈয়দপুর	মুরুব্বী সিলসিলাহ্
১৭	খন্দকার মাহবুবুল ইসলাম	রংপুর	প্রেসিডেন্ট
১৮	মোহাম্মদ সালাহ্উদ্দিন	রংপুর	সেক্রেটারী ইশায়াত
১৯	জহির রায়হান	মাহীগঞ্জ	প্রেসিডেন্ট
২০	মোহাম্মদ ওয়াক্কাসুর রহমান	কিসমত মেনানগর	প্রেসিডেন্ট
২১	মোহাম্মদ জামালউদ্দিন প্রামাণিক	চড়াইখোলা	প্রেসিডেন্ট

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সৈয়দপুরে আঞ্চলিক ইশায়াত সম্মেলনে
হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বইয়ের সেট বিতরণ করছেন
মোহতরম মাহবুব হোসেন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত

উক্ত অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত সাহেব প্রত্যেক জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের হাতে সে জামাতের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাংলায় অনুবাদকৃত বইয়ের একটি সেট এবং একটি স্মরনিকা তুলে দেন। প্রত্যেক জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব তাদের জামাতে পাক্ষিক আহমদীর গ্রাহক বৃদ্ধির জন্য ওয়াদা করেন। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে আমরা মোট ৪০ জন গ্রাহক বৃদ্ধির ওয়াদা পাই, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা প্রত্যেক জামাতের কাছে তাদের গ্রাহকদের বকেয়া চাঁদার তালিকা পৌঁছে দেই এবং তারা আমাদেরকে ওয়াদা করেন যে, শীঘ্রই এই বকেয়া পরিশোধ করবেন, ইনশাআল্লাহ্।

উক্ত সম্মেলনে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব যা যা বলেনঃ

এটি বাংলাদেশের **১ম** আঞ্চলিক ইশায়াত সম্মেলন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে ইশায়াত বিভাগের গুরুত্ব অনেক। **'ফতেহ ইসলাম'** পুস্তকে তিনি (আ.) ইসলাম প্রচারের পাঁচটি শাখার মধ্যে সর্বপ্রথম **প্রণয়ন ও প্রকাশনা** বিভাগকে স্থান দিয়েছেন। তালীম, তরবিয়ত এবং তবলীগ প্রতিটি বিভাগই ইশায়াত বিভাগের সাথে জড়িত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতে বলেন, সামর্থ্যবানদের উচিত বই কিনে গরীবদের উপহার দেয়া। বই কিনে পড়া সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেন। আরো বলেন, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই কমপক্ষে তিন বার পড়া উচিত।

পাঠচক্র করে পড়ার বিষয়ে বলেন, আমাদের উদ্ভাবিত পন্থা অবলম্বন করে এখন অ-আহমদীরা বেশী এগিয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের পাঠচক্র করে পড়ার প্রতি আরো সচেতন হতে হবে।

তাহরীকে জাদীদের ৩৩৭ নং ধারা স্মরণ করিয়ে দেন যেখানে বলা আছে, **'জামাতের সকল সদস্যই যেন জামাতের প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী সমূহের গ্রাহক হন সে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন'**। বাংলাদেশ জামাতের একমাত্র মুখপত্র **'আহমদী'** পত্রিকার গ্রাহক হবার প্রতি জোর দিয়ে বলেন, এটি বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন পত্রিকা যা ১৯২২ সালে শুরু হয়ে এখনো চালু রয়েছে। আহমদী পত্রিকা সম্বন্ধে আরো বলেন, এটি তবলীগের একটি বড় মাধ্যম। যে বাড়ীতে আহমদী পত্রিকা থাকে সে বাড়ীতে জ্ঞানের ভান্ডার থাকে।

মোহতরম ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত সাহেব যা যা বলেনঃ

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলাম প্রচারের জন্য এ যুগে সবচেয়ে বেশী প্রকাশনার প্রতি জোর দিয়েছেন। আর তিনি এটি কুরআনের ভিত্তিতেই করেছেন। কেননা পবিত্র কুরআন মজীদে শেষ যুগের যেসব বৈশিষ্টপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো-

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١١﴾

(ওয়া ইযাস্ সুহুফু নুশিরাত)। অর্থাৎ, "এবং পুস্তক-পুস্তিকা যখন ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা হবে (এবং) ছড়িয়ে দেয়া হবে" (সূরা আত্ তাকভীর-১১) । এ আয়াতে বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্র, সাময়িকী ও পুস্তক-পুস্তিকার প্রকাশনা ও প্রচারের বিরাট আয়োজন, লাইব্রেরী-পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার সাধনের ব্যবস্থা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে।

তিনি তাহরীকে জাদীদের ইশায়াত সেক্রেটারীর দায়িত্ব সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ ধারাগুলোর মধ্যে ৩৩৬ এবং ৩৩৭ নং ধারার উপর সবচেয়ে বেশী জোর দেন যেখানে বলা হয়েছে, **'তিনি জামাতের সদস্যদের জন্য জামাতী পুস্তকাদী সহজপ্রাপ্য করার চেষ্টা করবেন'**। আর সে অনুযায়ী বই সহজলভ্য করার ব্যাপারে উপস্থিত জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবদের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন।

তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য জামাতের সদস্যদের নিকট প্রতিদিন মাত্র **দুই টাকা** জমা করার আহ্বান জানান। এছাড়া জ্ঞানচর্চার জন্য প্রতিদিন **এক ঘন্টা** সময় ব্যয়ের আকুল আবেদন জানান।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের উক্ত ইশায়াত সম্মেলনের ফলে জামাতের এ বিভাগের কাজকে আরো বেগবান করুন। জামাতের প্রতিটি সদস্যকে ধর্মীয় জ্ঞানচর্চা করার এবং তদনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

প্রতিবেদনে- কেন্দ্রীয় ইশায়াত দপ্তর

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের এক নিষ্ঠাবান বীরের স্মরণে

"তাদের অবস্থা (তখন) কেমন হবে, যখন আমরা তাদেরকে এমন একদিন একত্র করবো যাতে কোন সন্দেহ নেই? আর সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তাকে এর প্রতিদান দেয়া হবে, এবং তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ২৬)

মরহুম আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব তৎকালিন পূর্ব-পাকিস্তানের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্তর্গত তারুয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত আহমদীয়া মুসলিম পরিবারে ০১-০২-১৯৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পিতামাতার বড় সন্তান।

মরহুম আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব আহমদীয়া জামাতের একজন প্রাক্তন বুযূর্গ ছিলেন। তিনি ছিলেন জামাতে আহমদীয়ার একজন নিবেদিত প্রাণ। তিনি সবার অতি পরিচিত ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ছিলেন, মানুষের সঙ্গে ক্ষণিকের সাক্ষাতেই তাঁর হাস্যোজ্জোল মুখে অন্যের হৃদয় জয় করতে সক্ষম ছিলেন তিনি। সবার আগে অন্যকে সালাম ও কুশলাদি বিনিময় করার অভ্যাস ছিল তার। এই গুণী ব্যক্তি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবার দুঃখ কষ্টে সবসময় এগিয়ে আসতেন। তাঁর সাধ্যমত তিনি তাদের দুঃখ কষ্ট দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তিনি শৈশব থেকেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন । যৌবনে পদার্পন করার সাথে সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতিশ্রুতি অনুসারে শেষ যুগে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আগমনের সত্যতা ও ধর্মীয় জ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে পবিত্র ভূমি কাদিয়ানে যাওয়ার জন্য পিতামাতার নিকট আগ্রহ ব্যক্ত করেন। শ্রদ্ধেয় পিতামাতা সন্তানের নেক উদ্দেশ্যকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিয়ে কাদিয়ানে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দেন। পুণ্যভূমি কাদিয়ানে যাওয়ার পর আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর সান্নিধ্য লাভ করেন। কাদিয়ানে অবস্থান কালে ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর স্বহস্তে লেখা হৃদয়গ্রাহী উর্দু নযম সুন্দরভাবে শিক্ষালাভ করেন। কাদিয়ানে কয়েক বছর অবস্থানের পর ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ হয়ে যায়। তখন তিনি কাদিয়ানের বুযূর্গানের অনুমতিক্রমে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান, তার জীবদ্দশায় মানুষের নিকট আমাদের প্রানপ্রিয় খলীফার স্মৃতি চারণ করতেন। ১৮-০২-১৯৫২ সালে পাকিস্তান ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে সৈনিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। তৎকালীন মাতৃভূমি রক্ষার্থে জীবনবাজি রেখে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বিজয়ীবেশে বীরের মর্যাদা লাভ করেন। ১৯৭১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্বপরিবারে পাকিস্তান সেনানিবাসে আটক হন। ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা লাভের পর পাকিস্তান সেনানিবাস থেকে মুক্তিলাভ করে নিজ জন্মভূমিতে স্বপরিবারে ফিরে আসেন। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হতে অবসর গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় কর্মজীবন শুরু করেন। খাকসারের সাথে ১৯৮৮ইং হতে দীর্ঘ ২৮ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মস্থলে একত্রে পথচলার সৌভাগ্য হয়। ১৯৮৮ সাল থেকে মরহুম আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের বাসা থেকে আমাদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হালকার কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে হালকার অন্যান্য সদস্যদের বাসায় ধারাবাহিকভাবে হালকার কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এই গুণী ব্যক্তি হালকার প্রতিটি সদস্যের ঘরে ঘরে গিয়ে সবার খোঁজ খবর নিতেন এবং হালকার সাপ্তাহিক মিটিংয়ে তার উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। তিনি অনেক সময় শারিরীক অসুস্থতা নিয়েও হালকা মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতেন। তার উপস্থিতি আমাদের নতুন প্রজন্মকে এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন যে, কোন অজুহাতেই জামাতের কর্মকান্ড হতে বিরত থাকা যাবে না। তাঁর জীবদ্দশায় কেন্দ্রীয় সালানা জলসা থেকে শুরু করে বিভিন্ন গ্রামগঞ্জে যেকোন জলসায় তাঁর উর্দু নযম ছিল অত্যন্ত শ্রুতিমধুর , তাঁকে অনেকেই নযমের সম্রাট বলে আখ্যায়িত করতেন। ২০১৬ সালে তারুয়ায় আঞ্চলিক জলসায় তাঁর নযম উপস্থাপনের কথা ছিল কিন্তু তিনি হঠাৎ শারিরীক অসুস্থতার কারণে আর আমাদের নযম শোনার ভাগ্য হল না। গত ২২ জানুয়ারী ২০১৬ইং তারিখে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের সি এম এইচ-এ তিনি আমাদেরকে কান্নার সাগরে ভাসিয়ে এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। ২৩ জানুয়ারী ২০১৬ইং তারিখে এই রাষ্ট্রীয় বীরকে কুমিল্লা সেনানিবাসের ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে সেনাবাহিনীর একটি চৌকস দল মরহুমের নিজ গ্রামের বাড়ী তারুয়ায় নিয়ে যায়। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদ প্রাঙ্গনে মরহুমের জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সেনাবাহিনী সদস্যগণ কফিনটি জাতীয় পতাকায় আচ্ছন্ন করে কাঁধে করে কবরস্থানে নিয়ে যায়। এরপর এই জাতীয় বীরকে সশস্ত্র সালাম দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। বর্তমানে তাঁর সুসন্তানেরা পিতার আদর্শকে ধারণ করে আহমদীয়া জামাতের খেদমতে নিবেদিত আছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হালকার প্রতিটি সদস্য ও সদস্যার জীবনে এই মরহুমের নেক কর্মময় জীবনের স্মৃতিগুলো পাথেয় হয়ে থাকবে।

সর্বশেষে আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করি মরহুমকে তিনি জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করুন। (আমীন)

গিয়াস উদ্দিন আহমদ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হালকা

সংবাদ

তেরগাতী জামাতের সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ০৭/০৮/২০১৬ তারিখ রবিবার বাদ মাগরিব হতে রাত ১০.৩০ মিনিট পর্যন্ত অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাত তেরগাতীর আয়োজনে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ আনোয়ার আলী। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আশরাফ উদ্দিন ছোটন। নযম পরিবেশন করেন জনাব মাসরূর আহমদ উৎস। বক্তৃতা পর্বে বক্তব্য রাখেন: খাতামান নাবীঈন (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব এ বিষয়ে আলোকপাত করেন- জনাব আফজাল আহমদ ইয়াছিন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ক্ষমা ও দয়ার দু'টি ঘটনা সম্পর্কে বলেন জনাব সাইফ আহমদ। হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কী জীবন সম্পর্কে বলেন জনাব নূরুল ইসলাম। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতিবেশীদের সাথে সদাচারণ এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব আশরাফ উদ্দিন ছোটন। বাংলা নযম পরিবেশন করেন দুর্জয় আহমদ তুষার। জিহাদ সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মাওলনা রাসেল সরকার, মুরব্বী সিলসিলাহ। সবশেষে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ৫৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দ তোফায়েল আহমদ

শ্যামপুরে সাধারণ সভা ও সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

অদ্য বাদ জুমুআ হতে বাদ আসর পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শ্যামপুরে একটি সাধারণ সভার পর সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, জনাব আলহাজ্জ মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শ্যামপুর। এতে প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আব্দুল করিম, (সেক্রেটারী নও মোবাঈন)। বাংলা নযম পেশ করেন জনাব নাসের আহমদ (কায়েদ)। বক্তৃতা পর্বে বক্তৃতা করেন ঃ জনাব ফিরোজ আহমদ, (পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করা)। মোজহারুল ইসলাম, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট (প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার)। মোহাম্মদ জাকির হোসেন, মোয়াল্লেম (মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মদ [সা.])। মোহাম্মদ নজমুল হক, জেনারেল সেক্রেটারী- (ধর্মীয় সহনশীলতা ও চুক্তিরক্ষা)। মোহাম্মদ আবুল কাশেম, সেক্রেটারী তবলীগ (অপরের দোষত্রুটি ঢেকে রাখা)। আলহাজ্জ মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শ্যামপুর (বিদায় হজ্জ)। প্রশ্ন-উত্তর পর্ব ঃ জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠান শেষ হয়। উল্লেখ্য উক্ত সীরাতুন নবী (সা.) জলসায় ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ নাজমুল হক

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে ওয়াক্‌ফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদ সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২৪-০৬-২০১৬ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে ওয়াক্‌ফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন- নাফিজা সুলতানা শাফা। হাদীস পাঠ করেন- সুরাইয়া। তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াক্‌ফে জাদীদ এর চাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন- নাফিয়া শারমিন। ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদ এর কল্যাণ সম্পর্কে বলেন- আফরোজা মতিন (প্রে. লা. ই. আ.)। দোয়ার মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি হয়। উক্ত সেমিনারে ৫৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

মিলা পাটোয়ারী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাজশাহীর স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ০৬/০৮/২০১৬ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র রাজশাহীর স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমায় উদ্বোধনী অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন, কেন্দ্রের প্রতিনিধি মোহতরমা মরিয়ম সুলতানা, নায়েব সদর-২। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন রাশেদা করিম ও নযম পাঠ করন আকলিমা খাতুন। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন, মাওলানা মোহাম্মদ সালাউদ্দীন, মুরব্বী সিলসিলা। লাজনা নাসেরাত এর মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যেমন: কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, কাসিদা, হাদীস, কুইজ ও খেলাধূলা ইত্যাদি আয়োজন করা হয়। সবশেষে পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী ভাষণ এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

আকলিমা খাতুন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৮-০৭-২০১৬ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমনগরের উদ্যোগে তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন বিলকিস তাহের। নযম পাঠ করেন, আমাতুস সামী। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উত্তম চরিত্র সম্পর্কে বলেন- আফরোজা মতিন (প্রে. লা. ই. আ.)। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত সেমিনারে জেরে তবলীগ ১০ জনসহ ৫৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

মিলা পাটোয়ারী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে ২৩তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২৮-০৭-২০১৬ তারিখ বৃহস্পতিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমনগরে ২৩তম বার্ষিক ইজতেমা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রথম অধিবেশন সকাল ৯-৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত চলে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আফরোজা মতিন, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন তালাত মেহতাব রত্না।

উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগর। এরপর নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আব্দুল মতিন, মুরব্বী সিলসিলাহ্ আহাদনামা পাঠ করেন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ আহমদনগর, হাদীস পাঠ করেন নিশাত জাহান রজনী। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন আফরোজা মতিন (প্রে. লা. ই. আ.) এরপন নযম পেশ করেন ফারজানা শাওন। বাৎসরিক সাধারণ রিপোর্ট পেশ করেন জেনারেল সেক্রেটারী, বাৎসরিক আর্থিক রিপোর্ট পেশ করেন, সেক্রেটারী মাল। বাংলা নযম পেশ করেন আমাতুসসামী। বয়আতের দশটি শর্তের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন স্বপ্না মেহতাব। এরপর লাজনাদের নযম ও কুইজ প্রতিযোগিতা নেয়া হয় এবং খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। নামায ও দুপুরের খাবারের পর ৩টা থেকে দ্বিতীয় সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন- বিলকিস তাহের। নযম পেশ করেন- নাফিতা সুলতানা সাফা। মালী কুরবানীর গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন–রিনাত ফৌজিয়া। স্বাস্থ্য কথা সম্পর্কে আলোচনা করেন- নাফিয়া শারমিন। এতায়াতে নেযাম সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন- নাসিমা বশির। শুকরিয়া জ্ঞান করেন- চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি। পরিশেষে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি হয়। উক্ত ইজতেমায় ৩৩৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

মিলা পাটোয়ারী
সেক্রেটারী ইশায়াত
লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে নও মোবাঈন সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২৮-০৭-২০১৬ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে আহমনগর মসজিদ প্রাঙ্গনে নও মোবাঈন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে কুরআন তেলাওয়াত করেন- লাবন্য শামীম। হাদীস পাঠ করেন- বিউটি বেগম। দোয়া পরিচালনা করেন (প্রে. লা. ই. আ.)। চাঁদা প্রসঙ্গে বক্তব্য প্রদান করেন- বিলকিস তাহের। নামায ও কুরআনের বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন- আফরোজা মতিন (প্রে. লা. ই. আ.)। বয়আতের ১০ টি শর্ত নিয়ে আলোচনা করেন- মিলা পাটোয়ারী। উক্ত সেমিনারে ১৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

মিলা পাটোয়ারী

উথলীতে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ৫ম বার্ষিক স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২৬/০৮/২০১৬ তারিখ শুক্রবার উথলীতে ৫ম বার্ষিক স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়। তারপর মোছাঃ সেলিনা আক্তারের সভাপতিত্বে সভার কাজ আরম্ভ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার বিষয়গুলো হলো ঃ লিখিত পরীক্ষা, কুরআন তেলাওয়াত, নযম, আরবী কাসিদা, হাদীস, বক্তৃতা, খেলাধূলা, কুইজ, মৌখিক। সকাল ৯টা থেকে ১২টা ৩০ মিনিটে ১ম অধিবেশন শেষ হয়। তারপর জুমুআ ও আসর নামায জমা করা হয়। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বিকাল ৩টায় দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। সর্বপ্রথম আমেলার কর্মকর্তাগণ ও লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র অন্যান্য সদস্যগণ সন্তানদের তরবিয়তের ওপর বক্তাগণ জ্ঞানগর্ব বক্তব্য পেশ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আই.) এর আদর্শ ও দিক নির্দেশনা লাজনাদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন জনাব জাহিদুল ইসলাম শুভ, মুরব্বী সিলসিলাহ্ এবং মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান মঃ আঃ উথলীর যয়ীম সঠিকভাবে সহযোগিতায় ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোছাঃ সেলিনা আক্তার

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনাতে তবলীগি রিফ্রেসার্স কোর্স অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনাতে ০৯/০৮/২০১৬ তারিখ হতে ১১/০৮/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত তিনদিন প্রত্যহ বাদ মাগরিব হতে এশা পর্যন্ত তবলীগি রিফ্রেসার্স কোর্সের আয়োজন করা হয়। উক্ত কোর্স পরিচালনা করেন স্থানীয় মুরব্বী মাওলানা খোরশেদ আলম এবং অংশগ্রহণকারী ২৫ জন সদস্য/সদস্যাকে একটি করে "দাঈ-ইলল্লাহ্ প্রশিক্ষণ কোর্স" বই ফটোকপি করে প্রদান করা হয় এবং হালকা নাস্তার ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত কোর্সে প্রতিদিন গড়ে ৫ জন আনসার, ৫ জন খোদ্দাম এবং ৭ জন লাজনা অংশগ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ ওমর আলী

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে আহমদনগরে ১৮তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২০ আগষ্ট ২০১৬ তারিখ আহমদনগর জামে মসজিদে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১৮তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামায বাদ অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠান শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব তুষার। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব তাহের যুগল খোদ্দাম এবং আতফালদের উদ্দেশ্যে হেদায়াতমূলক ভাষণ দান ও দোয়া করেন। তারপর শুরু হয় সিলেবাস অনুযায়ী ইজতেমার বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। উক্ত প্রতিযোগিতা দুপুর ১টা পর্যন্ত চলতে থাকে।

যোহরের নামাযের বাদ স্থানীয় জামাতের কায়েদ জনাব শের আলী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং অনুষ্ঠান সমাপ্ত ঘোষণা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ১২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মৌ. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রধান

পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ

আমার পুত্র কামরুল্লাহ্ বিন তারিক ইসলাম যুক্তরাজ্যের গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেছে। সে সেখানকার প্রখ্যাত এ্যাডাম স্মিথ বিজনেস স্কুল থেকে এই সম্মান অর্জন করেছে। বর্তমানে সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত আছে। আমি সবার কাছে তার সার্বিক উন্নতির জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

প্রফেসর তারিক সাইফুল ইসলাম
রাজশাহী

সংবাদ প্রেরণকারীদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

জামা'ত ও মজলিসি কর্মকাণ্ডের সংবাদ প্রেরণকালে জামা'তের সকল সদস্যকে স্পষ্ট অক্ষরে এবং সংবাদ আকারে পাঠানোর জন্য বিনীত আহ্বান করা যাচ্ছে।

কৃতী ছাত্রী

আমাদের একমাত্র কন্যা নোশিন আন্‌জুম ২০১৫ইং সালে অনুষ্ঠিতব্য এস.এস.সি পরীক্ষায় ময়মনসিংহ থেকে মেয়েদের মধ্যে ১ম স্থান অধিকার করে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। তার উত্তরোত্তর সফলতা ও সার্বিক কামিয়াবীর জন্য আপনাদের সকলের কাছে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

রাশেদ মিনহাজ ও
জ্যোস্নারা মিনহাজ

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন

ফারুক আহমেদ বুলবুল
মোবাইল : ০১৯১২-৭২৪৭৬৯

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ এর সাবেক আমীর সাহেবের ইন্তেকাল

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ এর সাবেক আমীর মরহুম এডভোকেট তাইজ উদ্দিন আহমদ সাহেব, পিতা ঃ মরহুম বদর উদ্দিন আহমদ, মাতা ঃ মরহুমা শরীফা খাতুন গত ৩রা আগষ্ট রোজ বুধবার সকাল ৭-৩০ মিনিটে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৬৩ বৎসর। মরহুম নারায়ণগঞ্জ জামাতের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য জনাব বদর উদ্দিন সাহেবের তৃতীয় পুত্র। তিনি দীর্ঘদিন লিভার সিরোসিস, ডায়াবেটিস রোগে বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে, ৩ কন্যা, ৩ ভাই, একমাত্র বোন সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মরহুম আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ এর ২০০৬ইং সন হতে ২০১১ইং সন পর্যন্ত ৫ বছর আমীরের দায়িত্ব পালন করেছেন। ইহা ছাড়া মরহুম আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ এর কাযা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। জামাতের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে মজলিসের কয়েকটি দফতরের দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করে গেছেন। মরহুম জামাতের যেকোন আদেশ উপদেশ অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে পালন করতেন এবং নিজ জামাতের সদস্যগণের দ্বারা বাস্তবায়নের চেষ্টা করতেন। জামাতের বিভিন্ন দিবস পালন, স্থানীয় জলসার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং আর্থিক অনুদান প্রদান করেছেন। মরহুম ১৯৭৬ইং সন থেকে আইন পেশায় জড়িত ছিলেন। দীর্ঘদিন নারায়ণগঞ্জ জজ কোর্টে এ.জি.পি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ঢাকার রাজারবাগ রাইফেল ক্লাবের আজীবন সদস্য ছিলেন এবং বিভিন্ন জাতীয় শুটিং প্রতিযোগিতায় অসংখ্য পুরস্কার লাভ করেন। বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে সম্মাননা লাভ করেন। মরহুমের প্রথম নামাযে জানাযা বাদ যোহর নারায়ণগঞ্জ জজ কোর্ট প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ এর স্থানীয় মসজিদ কমপ্লেক্স প্রাঙ্গনে ২য় নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় বাদ আছর। জানাযার নামাযে ইমামতি করেন মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব। ৩য় নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় নারায়নগঞ্জস্থ মাসদাইর কবরস্থান প্রাঙ্গনে। উক্ত জানাযায় ইমামতি করেন মাওলানা নাবিদুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ। তিনি নেযামে খিলাফতের সাথে ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক রেখে পূর্ণ জীবন অতিবাহত করে গিয়েছেন। জামাতের এমন একজন কর্মঠ ও একনিষ্ঠ কর্মীকে হারিয়ে গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। মরহুমের পরিবারের সকল সদস্যসহ নিকট আত্মীয় ও শুভানুধ্যায়ীদের সহমর্মিতা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

পরম করুণাময় খোদা তা'লার নিকট দোয়া করছি তিনি মরহুমের সকল কর্মকে সাদরে গ্রহণ করুন এবং তার বিদেহী আত্মাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মোকামে স্থান দান করুন। সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীদের নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পরিবারবর্গকে ধৈর্যধারন ও নিরাপদ রাখেন সেজন্য আন্তরিকভাবে সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

মঈন উদ্দিন আহমদ
মরহুমের বড় ভাই

ঘাটুরার প্রেসিডেন্ট সাহেবের মায়ের ইন্তেকাল

খাকসারের মা মোসাম্মৎ রাবেয়া খাতুন গত পহেলা রমযান ০৭ জুন ২০১৬ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ৮-০০ ঘটিকায় বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মরহুমা অত্যন্ত ধার্মিক, নিয়মিত নামায আদায়কারী, মেহমান নেওয়াজি এবং নিয়মিত চাঁদা আদায়কারী ছিলেন। জামাতের সাথে গভীর সম্পর্কের অধিকারী ছিলেন। যখনই তাঁর নিকট কেউ আসত তিনি দোয়ার জন্য অনুরোধ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা আমার মাকে জান্নাতবাসী করুন, আমীন।

মোহাম্মদ মূসা মিয়া
প্রেসিডেন্ট ঘাটুরা

শোক সংবাদ

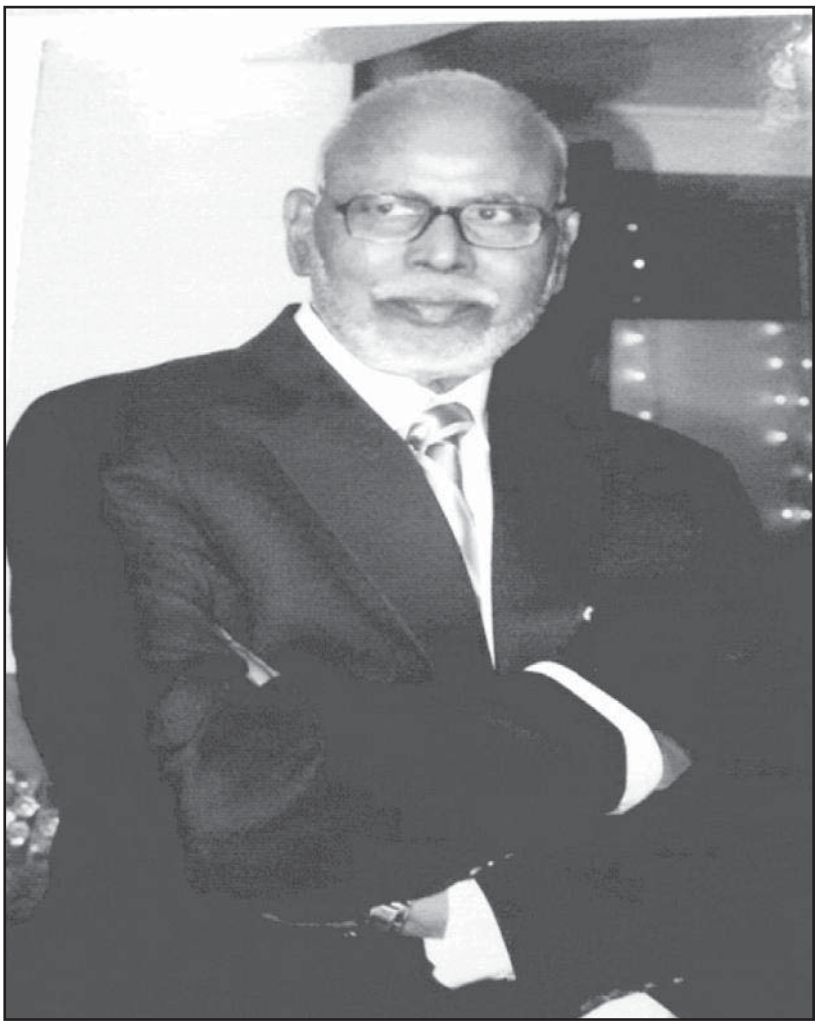

আমরা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি নিজামপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ স্বনামধন্য বিদ্যানুরাগী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রামের আমীর জনাব মোনেম বিল্লাহ পিতা: মোহাম্মদ সফি সাহেব গত ১৮ সেপ্টেম্বর রাত ১১.৩০ মিনিট ঢাকার ল্যাব এইড হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি স্ত্রী ব্যতিত সুযোগ্য দুই পুত্র এবং দুই কন্যা এবং অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। মরহুম মোনেম বিল্লাহ সাহেবের পরিবারে আহমদীয়াত আসে তাঁর দাদা আব্দুল মজিদ সাহেবের মাধ্যমে। তিনি ১৯০৮ সালে হযরত খলিফাতুল মসিহ্ আওয়াল (রা.)-এর হাতে বয়'আত করে আহমদীয়া জামাতে দাখেল হন। এরপর মরহুম মোনেম বিল্লাহ সাহেবের পিতা মোহাম্মদ সফি সাহেব ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় ভারতের বিহারের মুঙ্গের থেকে তৎকালীন পূর্ব বাংলার চট্টগ্রামে হিজরত করে এখানেই বসতি স্থাপন করেন। উল্লেখ্য, মরহুম ১৯৬৫ সাল হতে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘদিন নিজামপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ইংরেজী বিভাগে অধ্যাপনা করেন এবং প্রায় ১৫ বছর অত্যন্ত সুনামের সাথে অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। দেশে বিদেশে তাঁর অনেক যোগ্য ছাত্র রয়েছে যারা বিভিন্ন অফিস আদালতে গুরুত্বপূর্ন দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ১৯ তারিখ দুপুর ৩ ঘটিকায় তাঁর লাশ নিজামপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পৌঁছালে সেখানকার মানুষের উপর এক শোকের ছায়া নেমে আসে। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষনিকভাবে কলেজের সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেন এবং বিপুল সংখ্যায় মরহুমের সহকর্মী ও ছাত্র শিক্ষক তাঁর জানাযার নামাযে অংশগ্রহন করেন। নিজামপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অনুষ্ঠিত শোকসভায় অন্যান্য বক্তাগণের পাশাপাশি তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ফেনী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. ফসিউল আলম সাহেব বক্তব্য রাখেন এবং জানাযায় অংশগ্রহন করেন। মরহুমের প্রথম জানাযা ১৯ তারিখ সকাল ১০ ঘটিকায় বকশী বাজারে অনুষ্ঠিত হয় তারপর দ্বিতীয় জানাযা মিরেরশ্বরাই নিজামপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে এবং সর্বশেষ চকবাজার মসজিদ বাইতুল বাসেতে তার তৃতীয় জানাযার নামাযে চট্টগ্রাম কলেজসহ বিভিন্ন কলেজের শিক্ষক যোগদান করেন। জানাযা শেষে মরহুমের লাশ মোবারক মুরাদপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়। মরহুমের বিনয় পরোপকার ও সাধাসিধা জীবন যাপনের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিভিন্ন পেশা শ্রেনীর মানুষ শেষ শ্রদ্ধা জানাতে মসজিদ বাইতুল বাসেত চকবাজারে একত্রিত হন। আল্লাহ তা'লা তাঁকে জান্নাতের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করুন। আমীন।

সংবাদ প্রেরক
খালিদ আহমদ সিরাজী
সেক্রেটারী প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম।

শুভ বিবাহ

গত ০৪/০৫/২০১৬ তারিখ শাবানা খাতুন, পিতা-মহিদ সানা, সাং ও পোঃ যতিন্দ্রনগর, থানা- শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা-এর সাথে গোলাম সারোয়ার, পিতা-মিজানুর রহমান মোড়ল, বড় ভেটখালী, সাং ও পোঃ যতিন্দ্রনগর, থানা-শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ৭২,০০০/- (বাহাত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৫৭/১৬

গত ২৯/০৪/২০১৬ তারিখ মোছাঃ শেফালী পারভীন, পিতা-শহীদুল ইসলাম মোড়ল, মিরগাং সাং ও পোঃ যতিন্দ্রনগর, জেলা-সাতক্ষীরা-এর সাথে মেহেদী হাসান, পিতা-শহীদুল্লাহ্ সরদার, সাং ও পোঃ যতিন্দ্রনগর, জেলা-সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (এক লক্ষ এক টাকা) মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৫৮/১৬

গত ০১/০৪/২০১৬ তারিখ মোসাম্মৎ আমাতুল বুশরা আঁখী, পিতা-মরহুম আশরাফ হোসেন, বাড়ী-১৪, রোড, ০২, ওয়ার্ড-৩, ব্লক সি, তুরাগ, ঢাকা-এর সাথে শরীফ মোহাম্মদ সাঈদ, পিতা-কামরুজ্জামান, বকশীগঞ্জ, জেলা জামালপুর-এর বিবাহ ৫,০০,০০১/- (পাঁচ লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৫৯/১৬

গত ২৫/০৫/২০১৬ তারিখ মোসাম্মৎ নুসরাত জাহান, পিতা-জামাল মিয়া, গ্রাম ও পোঃ তারুয়া, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে মোহাম্মদ আজিজুর রহমান মামুন, পিতা- ডাঃ শরীয়ত উল্লাহ, গ্রাম-দূর্গারামপুর, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ২,৫০,০০০/- (দুইলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৬০/১৬

গত ২০/০৫/২০১৬ তারিখ মোসাম্মৎ খাদিজা সুলতানা ঐশী, পিতা-মনিরুজ্জামান খন্দকার, দক্ষিণ মোড়াইল, পোঃ উপজেলা ও জেলা বি. বাড়ীয়া-এর সাথে হাসিব রহমান, পিতা- মোহাম্মদ হেলালুল হক, ১০২ পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-এর বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৬১/১৬

গত ০২/০৪/২০১৬ তারিখ মোসাম্মৎ গোলাবী আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম-ফুলতলা, পোঃ ফুলতলা বাজার, জেলা পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ হারুন, পিতা-মৃত আবদুল মান্নান, ভোলার তল, পোঃ ফুলতলা, বোদা, জেলা-পঞ্চগড়-এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৬২/১৬

গত ০২/০৪/২০১৬ তারিখ মোসাম্মৎ রিফাত আক্তার (সৌনিয়া), পিতা-হুমায়ুন কবির, উত্তর আহমদীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে মাহমুদুল হাসান বাবুল, পিতা-মোহাম্মদ সাহেব আলী, মাজদাইর, শেরে বাংলা লিংক, জেলা-নারায়ণগঞ্জ-এর বিবাহ ২,৫০,০০১/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৬৩/১৬

গত ২২/০৪/২০১৬ তারিখ মোসাম্মৎ বিউটি আক্তার (পিংকী), পিতা-রফিক মিয়া, গ্রাম- তেরগাতী, জেলা-কিশোরগঞ্জ-এর সাথে উসমান আহমদ, পিতা-মোতাহার মিয়া, গৌতম পাড়া, ঘাটুরা, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ১,৫০,০০১/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৬৪/১৬

গত ০৮/০৭/২০১৬ তারিখ মোসাম্মৎ আয়েশা আক্তার (বুলবুলি) পিতা-আব্দুর রশিদ, গ্রাম-পাল্টাপুর, পোঃ রামপুর, বীরগঞ্জ, জেলা-দিনাজপুর-এর সাথে মোস্তাক মাহমুদ, পিতা-মোহাম্মদ জিন্নাত আলী (রাজ), তাহেরাবাদ, খয়েরহাট, পোঃ বাঘা, জেলা রাজশাহী-এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৬৫/১৬

গত ০৮/০৭/২০১৬ তারিখ মোসাম্মৎ নাজমুন্নাহার তুন্নি, পিতা- মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, বাসা # ১৬২, রোড # ৯ ব্লক বি, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬-এর সাথে জাহিদুর রহমান, পিতা- মতিউর রহমান, বাসা#১৩৩, পশ্চিম শেওড়াপাড়া, কাফরুল, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬-এর বিবাহ ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৬৬/১৬

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

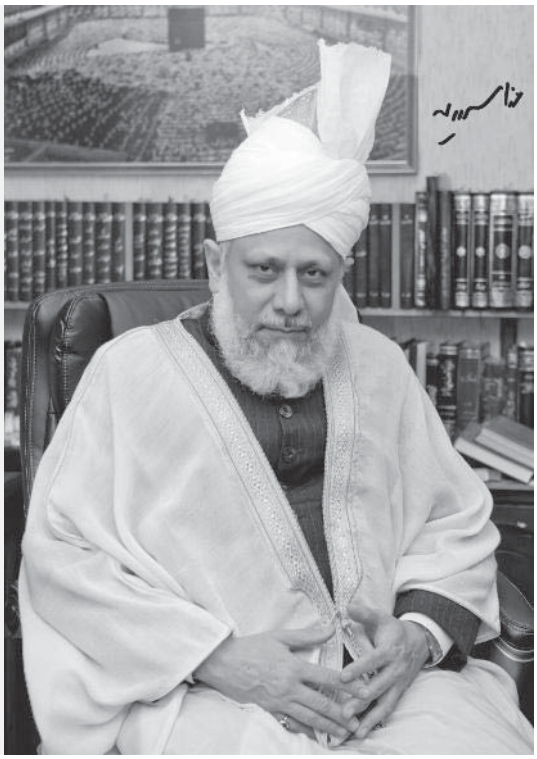

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۲﴾

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

মানব জাতির সুরক্ষায় এক সতর্কবাণী

হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)
১৯০৬ সালে জগদ্বাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে
সতর্ক করে ভবিষ্যদ্বাণী
করেছেন-

তোমরা কি এসব ভূমিকম্প এবং বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছ ? কখনো না ! সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশ এসব থেকে নিরাপদ একথা মনে করোনা ! আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়ে বেশী বিপদের সম্মুখীন হবে।

হে ইউরোপ ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া ! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা ! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবেনা। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি, জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য প্রত্যক্ষ করছি।

সেই এক অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন এবং তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তিনি রুদ্রমূর্তিতে স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লুতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করেনা, সে জীবিত নয়, মৃত।”

(হাকীকাতুল ওহী, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ২১৫)

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

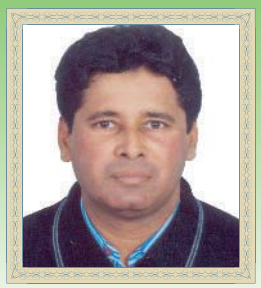

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 79 | 6th Issue

The Ahmadi Fortnightly Since 1922

30th September, 2016 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

"জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন 'আলা ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী"

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge **Mahbub Hossain**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com